মহাভারতীয় নীতিকথা।

(আদি হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব)

প্রথম খণ্ড।



শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, বি, এল প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীগজেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

৩৮ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২০ সাল।

মূল্য বার আনা মাত্র

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র।

অশেষগুণালঙ্কৃত

সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী, বরেণ্য

মহিষাদলের ছোট রাজা

শ্রীল শ্রীযুক্ত

গোপালপ্রসাদ গর্গ বাহাদুরের

শ্রীকরকমলে—

অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

ভূমিকা। *

এতদ্দেশে জনসাধারণের বিশ্বাস এই "যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে"। বস্তুতঃ ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই মহাভারতে বিবৃত আছে। যদি কেহ প্রাচীন ভারতের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও সভ্যতা জানিতে চাহেন, তিনি মহাভারত পাঠ করুন। মহাভারত অতি বিপুল গ্রন্থ। উহা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা বিদ্যার্থিগণের পক্ষে একান্ত দুঃসাধ্য। এইহেতু উহার সারগর্ভ উপদেশ সমূহ ও উহাতে বর্ণিত আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তিগণের উপাখ্যান সকল সংক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত হইয়া প্রচারিত হইলে, তরুণবয়স্ক শিক্ষার্থিগণের বিশেষ উপযোগী হয়। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া মহিষাদল রাজ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল মহাশয় মহাভারতের সার সঙ্কলন করিয়া "মহাভারতীয় নীতিকথা" নামে এক উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা বিদ্যার্থিগণের বিশেষ উপকারে আসিবে, সন্দেহ নাই। ইহা পাঠ করিলে বালকগণের নৈতিক উন্নতি ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। বালকগণের সুখবোধ্য করিবার জন্য ইহার ভাষাও যথাসম্ভব প্রাঞ্জল করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিব।

কলিকাতা
আগষ্ট ১৯১০ } শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

---

* ৺ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারতের অনুবাদ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। তজ্জন্য উক্ত মহাত্মার নিকট আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গ্রন্থকার

গ্রন্থকারের নিবেদন।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ মহাভারত অবলম্বন করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই পুস্তকে মহাভারতোক্ত নীতি-বিষয়িনী কথা বা উপাখ্যান বর্ণিত হওয়ায়, ইহা "মহাভারতীয় নীতি-কথা" নামে অভিহিত হইল।

মহাভারত অসংখ্য উপন্যাসের অনন্ত প্রস্রবণ—বিবিধ বিচিত্র আখ্যানকুসুমের সুবিস্তীর্ণ উদ্যান। সেই প্রস্রবণের একটী উৎস লক্ষ্য করিয়া—সেই উদ্যানের একজাতীয় কুসুম চয়ন করিয়া, বালকবালিকাগণের নীতিশিক্ষার অনুকূল এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল।

এই পুস্তক-প্রণয়নে ত্রিবিধ উদ্দেশ্য লক্ষিত হইবে—
(১) মহাভারতীয় উপাখ্যান-বর্ণন (২) নীতি-শিক্ষা (৩) চরিত্রাঙ্কন।

(১) উপাখ্যান-বর্ণন—মহাভারতের আদি হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকখানি তিনটী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে আদিপর্ব্বোক্ত আটটী উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত উপাখ্যান সমূহের মধ্যে দুইটী সভাপর্ব্ব হইতে এবং ছয়টী বনপর্ব্ব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদের গল্পগুলির মধ্যে দুইটী বিরাট পর্ব্ব হইতে এবং চারিটী উদ্যোগ পর্ব্ব হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক গল্পটী মূল আখ্যায়িকা হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং ঘটনার ক্রম রক্ষা করিয়া মহাভারতীয় আখ্যানমালা পর্য্যায়ক্রমে বিবৃত হইয়াছে। গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধাকারে রচিত হইলেও মূলে এক সূত্রেই আবদ্ধ

-এক বৃহৎ ভারতাখ্যানের অংশ বিশেষ। আধুনিক 'নভেল' বা পন্যাস যেরূপ খণ্ড খণ্ড অধ্যায়ে বিভক্ত হইলেও এক মূল উপাখ্যান লক্ষ্য করিয়া গঠিত ও রচিত হইয়া থাকে, এই মহাভারতীয় সন্দর্ভগুলিও প্রায় সেইরূপ ধরণে গ্রথিত ও সজ্জিত হইয়াছে। যিনি কখনও মহাভারত পাঠ করেন নাই, তিনিও এই পুস্তকপাঠে মূল ইতিহাস মোটামুটি জানিতে পারেন।

(২) নীতিশিক্ষা—মহাভারতীয় প্রধান প্রধান ঘটনা ও নায়কনায়িকাদিগের চরিত্র অবলম্বন করিয়া দৃষ্টান্তদ্বারা নীতিশিক্ষার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কথাচ্ছলে নীতিশিক্ষা সংস্কৃত সাহিত্যের চিরন্তন প্রথা—ইংরাজি সাহিত্যেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বালকবালিকাগণের পক্ষে উহা নীরস ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ, সন্দেহ নাই। এই হেতু Æsop's Fables, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের এত আদর। আমরা আশা করি এই পুস্তক গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া বালকবালিকাগণের চরিত্রোন্নতির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

(৩) চরিত্রাঙ্কন—মহাভারতীয় আদর্শ চরিত্রনিচয় বিচিত্র ও বিশিষ্ট নৈতিক গুণে বিভূষিত। এতগুলি চরিত্রের সমবায় সচরাচর অন্য কোন কাব্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা সেই বিচিত্র চরিত্র-পুঞ্জের কমনীয় কুঞ্জ হইতে কয়েকটি উৎকৃষ্ট নৈতিক কুসুম চয়ন করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছি। ভীষ্ম, অর্জ্জুন, কর্ণ, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক নরনারীগণ বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট চিরবিদিত এবং পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা এই পুস্তকে ঐ সকল মহাত্মাদিগের প্রধান প্রধান কীর্ত্তি-কলাপ ও সুচরিত বর্ণনচ্ছলে উঁহাদিগের চরিত্রগত মহত্ত্ব বিশ্লেষণ

করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমাদের এই উদ্যম কিঞ্চিৎ পরিমাণে সফল হইলেও, এই পুস্তক-প্রণয়ন সার্থক জ্ঞান করিব।

'নীতি' শব্দের অর্থ কি?—যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি বা সমাজ নীত, চালিত বা উন্নমিত হয়, তাহাই নীতি। সচরাচর নীতিশব্দ ধর্ম্মনীতি-অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পুস্তকে নীতি-শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার অর্থ সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। নীতি বলিতে কেবল ধর্ম্মোপদেশ বুঝায় না—ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় নীতিই নীতি-শাস্ত্রের অন্তর্গত।

মহাভারতীয় নীতির উপযোগিতা—মহাভারত নীতি-কথার আকর। ইহাতে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানাবিধ নীতি-রত্ন নিহিত আছে। এই পুস্তকে সেই প্রাচীন পৌরাণিক যুগের নৈতিক উদাহরণস্বরূপ কয়েকটী উপাখ্যান সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র। এই নীতি সর্ব্বাংশে বর্ত্তমান কালোপযোগী না হইতে পারে, কারণ যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগধর্ম্মেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। তবে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি যে, এই নীতিকথাগুলির মূলে যে মৌলিক তত্ত্বগুলি নিহিত আছে, তাহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসমাজে আদৃত ও প্রশংসিত হইয়া থাকে। এই মৌলিক তত্ত্বগুলি ছাত্রদিগের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

একলব্যের অসাধারণ গুরুভক্তি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ স্বীয় অঙ্গুলি-চ্ছেদনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—কর্ণের দানশীলতা শরীরজাত চর্ম্ম-চ্ছেদনে নিয়োজিত হইয়াছিল—যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা সমীপগতা সহধর্ম্মিণীর দারুণ দুর্দ্দশা দর্শনেও বিচলিত হয় নাই। এই গল্পগুলির মধ্যে যে সত্য ও মহত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা কদাপি প্রক্ষালিত হইবার নহে। গুরুভক্তি যে ক্ষেত্রে যে প্রকারে প্রদর্শিত হউক, তাহা

কখনই নিন্দনীয় নহে। প্রাণপণে পরোপকার করা ও প্রার্থিগণকে প্রার্থনানুরূপ অর্থদানে পরিতৃপ্ত করাই দানশীলতার চরমোৎকর্ষ। সত্যপরায়ণতা সাধুগণের পবিত্র আশ্রয়—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা দুর্ব্বলতার চিহ্ন। ফলতঃ দেশকালপাত্রভেদে রীতিনীতির বৈষম্য ঘটিলেও ধর্ম্মের মূল তত্ত্বগুলি চিরকাল অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ রহিয়া মানবসমাজকে গৌরবান্বিত করিবে।

"অর্জ্জুনের একাগ্রতা" সর্ব্বতোভাবে ছাত্রগণের অনুকরণীয়। অর্জ্জুন এই সময়ে ছাত্রদিগের ন্যায় শিক্ষার্থী। তিনি যেরূপে শিক্ষায় ব্রতী ছিলেন—যেরূপ অবিচলিত একনিষ্ঠার আশ্রয় লইয়াছিলেন, আধুনিক ছাত্রদেরও সেইরূপ করা একান্ত আবশ্যক এবং ঐরূপ না হইলে সম্যক্ শিক্ষার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু "অর্জ্জুনের তপোবল" অধুনাতন ছাত্রবৃন্দের নিকট প্রহেলিকার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারে। এস্থলে যদি আমরা 'তপস্যা' শব্দের অর্থ সাধারণভাবে গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই সমস্যার পরিপূরণ হইতে পারে। ছাত্রগণের অধ্যয়নই তপস্যা, গৃহীর অর্থোপার্জ্জনই তপস্যা, পণ্ডিতের শাস্ত্রচর্চ্চাই তপস্যা, ভিক্ষুকের ভিক্ষাবৃত্তিই তপস্যা, রাজার প্রজাপালনই তপস্যা, যোদ্ধার যুদ্ধবিদ্যাই তপস্যা,—এই ভাবে তপস্যার অর্থ গ্রহণ করিলে, অর্জ্জুনের তপোবল নিরর্থক বোধ হইবে না।

"দ্রৌপদীর পাতিব্রত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে সত্যভামাসমীপে কথিত দ্রৌপদীর কার্য্যকলাপ বালকগণের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইলেও, বালিকা পাঠিকাগণের পক্ষে বিশেষ উপদেশপ্রদ সন্দেহ নাই। প্রাতঃস্মরণীয়া দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের সহধর্ম্মিণী ছিলেন—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তিনি পতিগণের সহযোগিনী ও সমভাগিনী ছিলেন। তাঁহার গৃহকর্ম্মে যেরূপ মনোযোগ ও একাগ্রতা ছিল, পতিসেবা ও গুরুশুশ্রূষার

প্রতিও সেইরূপ যত্ন ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তিনি পাণ্ডব-অন্তঃপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহাদের ধর্ম্মকার্য্যে সাহায্যকারিণী, বিপদে পরামর্শদাত্রী এবং সর্ব্ব বিষয়ে নারীজাতির আদর্শ ছিলেন।

এইরূপে প্রত্যক চরিত্রে নিহিত আদর্শ গুণটি, ছাত্রগণের হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া শিক্ষকমহাশয়দিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভাষা—গ্রন্থের ভাষাসম্বন্ধে আমরা মহাত্মা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট বিশেষভাবে ঋণী, কারণ মূলতঃ তৎকৃত মহাভারতের অনুবাদ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। তবে পাঠার্থিগণের পক্ষে গ্রন্থের ভাষা সুগম ও সুশ্রাব্য করিবার জন্য আমরা স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিতে বাধ্য হইয়াছি। স্কুলপাঠ্য পুস্তকে এরূপ পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। পুস্তকের লিখনপ্রণালী সংস্কৃত অনুবাদের অনুযায়ী হওয়ায়, দুই এক স্থলে সমাসবহুল ও দুরূহ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ভাষাশিক্ষার পক্ষে এরূপ শব্দজ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক। ছাত্রদিগের শব্দজ্ঞান সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকালে রচনা-দৈন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকপাঠে সেই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পরিপূরিত হইতে পারে, আমরা এইরূপ আশা করি।

সাহিত্য-রস—পুস্তকের ভাষা যাহাতে সৌন্দর্য্যশালী ও শ্রুতি-মধুর হয়, তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সুচারু শব্দসংযোগ, সুললিত পদবিন্যাস ও সুন্দর ভাবাবলী সংগ্রহ করিতে আমরা ত্রুটি করি নাই। অধিকন্তু এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভমালায় নানাবিধ সাহিত্যরসের অবতারণা করিয়াছি। যুদ্ধবিগ্রহের লোমহর্ষণ দৃশ্য, শোকের পবিত্র ছায়া, হাস্যের সুবিমল জ্যোৎস্না, শান্তির প্রস্রবণ, ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, হিংসার গাত্রদাহ, বীরত্বের মাদকতা, কাপুরুষের

হৃদয়কম্পন, তপস্যার গাম্ভীর্য্যময়ী কৃচ্ছ্রতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার অমৃতময় ফল প্রভৃতি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

* * * * * * * *

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের রূপান্তর মাত্র—মূলতঃ কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বয়ং অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকের ভূমিকায় যেরূপ সমীচীন মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ এই পুস্তকের প্রকাশ ও প্রচারকল্পে যেরূপ সদুপদেশ দান ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমার সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, এই পুস্তকের আদি পাণ্ডুলিপি হইতে এপর্য্যন্ত বহুবিধ সুযুক্তি ও সাহায্য দানে আমাকে বিশেষ বাধিত করিয়াছেন। তৎপরে এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রণকালে সাউথ সুবর্ব্বন্ স্কুলের সুযোগ্য শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু সুরাজকান্ত রায়চৌধুরী পুস্তকের স্থানে স্থানে ভাষাঘটিত সংশোধন করিয়া আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন এবং কলিকাতা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত আমার পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল কাব্যতীর্থ মহাশয় এই নূতন সংস্করণের আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়া আমার মহোপকার করিয়াছেন। আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ রায় এই পুস্তকের পরিশিষ্টে দুরূহ

শব্দের ব্যাখ্যা ও পৌরাণিক কথার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়া পুস্তকখানিকে ছাত্রগণের পক্ষে সুগম ও সুবোধ্য করিয়া দিয়াছেন।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, মহিষাদলের রাজপরিবার এই পুস্তকের প্রচার করিতে উৎসাহ দিয়া এবং মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়ের আনুকূল্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ভবানীপুর,

আষাঢ়, ১৩১৯ সাল।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পুস্তকখানি প্রেসিডেন্সি বিভাগের হাইস্কুল সমূহের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ায় এবং গত বৎসর দ্বিতীয় সংস্করণের যাবতীয় পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায়, এই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণ ছাত্রগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুখ পাঠ্য করিবার উদ্দেশ্যে, কলিকাতা ওরেয়িণ্টাল সেমিনারীর প্রসিদ্ধ হেড্‌মাষ্টার সুধীবর শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্র নাথ সরকার, এম্. এ ও ভবানীপুর সাউথ সুবর্ব্বন্ স্কুলের সুবিজ্ঞ হেড্‌পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীপতি কবিরত্ন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এবার পুস্তকের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া ডবল ক্রাউনে পরিণত হইল। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা ও বিষয়গুলি পূর্ব্ববৎ রহিল—দুই এক স্থল পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। এক্ষণে স্কুলসমূহের অধ্যক্ষগণ পুস্তকখানি পাঠ্য নির্ব্বাচন করিলে, আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

৩নং মদনমিত্রের গলি
শ্রাবণ ১৩২০ সাল

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল।

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা।

কথারম্ভ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

মহাভারতের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য।

কথিত আছে, মহর্ষি বেদব্যাস তপোবলে সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া পবিত্র মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেন। অনন্তর কি প্রকারে এই গ্রন্থ শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ ব্রহ্মা তথায় আবির্ভূত হইলেন। বেদব্যাস তাঁহার দর্শনমাত্র সবিস্ময়ে ও সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি; তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদাদির সার-সঙ্কলন করিয়া, ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণপূর্ব্বক ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি এবং জরা, মৃত্যু, ভয় ও ব্যাধি প্রভৃতির নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম-লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতিরও বর্ণন করিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ কি নিমিত্ত মনুষ্যদেহে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান এবং অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান সমূহের কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন, ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধ-কৌশল, জাতিবিশেষ, লোকযাত্রাবিধান, এই সকলেরও সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি। কিন্তু এই বিশাল বিশ্বক্ষেত্রে ইহার একজন উপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।"

ব্রহ্মা বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং বর দিলেন যে, "যখন তুমি স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তখন তোমার এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে এবং যেরূপ অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি গণেশকে স্মরণ কর; তিনি তোমার লেখক হইবেন।" এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, বেদব্যাস গণেশকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রেই গণপতি তথায় উপস্থিত হইলে, বেদব্যাস ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, "হে গণনায়ক! আমার মনঃ-সঙ্কল্পিত মহাভারতাখ্য গ্রন্থ অবিকল কহিতেছি, আপনি তাহার লেখক হইয়া আমার প্রয়াস সার্থক করুন।" গণেশ কহিলেন, "মুনিবর! যদি লিখিবার সময় আমার লেখনী ক্ষণমাত্রও বিশ্রাম লাভ না করে, তাহা হইলে আমি লেখক হইতে পারি।" বেদব্যাস কহিলেন, "হে বিঘ্ননাশক! আমি যাহা বলিব, তাহার অর্থবোধ না করিয়া আপনিও লিখিতে পারিবেন না।" গণাধিপতি তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। এই কারণে বেদব্যাস স্থানে স্থানে কূটার্থ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যাসকূটের প্রকৃত অর্থ অদ্যাপি কেহ করিতে পারেন না। অধিক কি, গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লিখিবার সময় সেই সকল শ্লোকের অর্থবোধ করিবার নিমিত্ত ক্ষণকাল চিন্তিত হইতেন; ইত্যবসরে ব্যাসদেব বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

বেদব্যাস এই মহাভারত গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াই সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। পরে অনুরূপ শিষ্যমণ্ডলীতে তাহা বিতরণ করেন। ভারতসংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতিসহস্র শ্লোকে বিরচিত

হয়, তাহাতে উপাখ্যানভাগ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল ; পরিশেষে মহর্ষি সার্দ্ধশত-শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক অন্য এক ভারত-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। ঐ ষষ্টিলক্ষের মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎ লক্ষ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ লক্ষ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ লক্ষ এবং নরলোকে একশত সহস্র শ্লোক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। নারদ দেবলোকে এবং অসিত-দেবল পিতৃলোকে মহাভারত সুপ্রচার করেন ; শুকদেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে উহা শ্রবণ করান এবং ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন মনুষ্যলোকে ভারত কীর্ত্তন করেন।

মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায় হইতে আমরা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত অবগত হই। সম্পূর্ণ মহাভারত গ্রন্থ ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক, তন্মধ্যে নরলোকে একলক্ষ শ্লোক মাত্র বর্ত্তমান আছে। মহাভারত কিরূপ বিশাল গ্রন্থ, তাহা এতদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হইবে। বাস্তবিক এতাদৃশ সুবৃহৎ কাব্য অন্য কোন ভাষায় অদ্যাপি রচিত হয় নাই। রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে বেদব্যাসের অনুমতিক্রমে তদীয় শিষ্য বৈশম্পায়ন এই ভারতগ্রন্থ কীর্ত্তন করেন। তৎপরে যখন নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন লোমহর্ষণ-পুত্র উগ্রশ্রবাঃ সেই যজ্ঞীয় সভায় সমবেত ঋষিদিগের সমক্ষে বৈশম্পায়ন কথিত মহাভারতীয় কথা বর্ণন করেন। তৎপরে কত সহস্র সহস্র সভায় এই মহাভারত কীর্ত্তিত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে ?

মহাভারত গ্রন্থের মূল আখ্যায়িকা কুরুপাণ্ডবদিগের বিবরণে পূর্ণ। রাজা দুষ্মন্তের পুত্র ভরত এই কুরুপাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। সুতরাং এই গ্রন্থে ভরতবংশীয় রাজগণের বিবরণ বিবৃত হওয়ায় ইহা

'ভারত' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ইঁহার নামানুসারেই 'ভারতবর্ষ' নামেরও উৎপত্তি হইয়াছে। 'মহাভারত' নামেরও একটী কারণ আছে। পূর্ব্বে দেবতারা একদা সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের একদিকে চারি বেদ ও অন্যদিকে এই ভারতসংহিতা রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পরিমাণ-কালে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব গুণে অধিক হইল, তদবধি দেবতারা ইহাকে 'মহাভারত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

এই মহাভারত গ্রন্থ শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ না করিলে ইহার মাহাত্ম্য অনুধাবন করা যায় না। স্বয়ং বেদব্যাস ইহার মাহাত্ম্যের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহারই যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি ঃ—

"বেদব্যাস-প্রণীত এই পরমপবিত্র রমণীয় ইতিহাস সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ। মহর্ষিগণ এই গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। যেমন পুংস্কোকিলের পরম সুমধুর কাকলী শ্রবণ করিলে, কর্কশ কাকধ্বনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, সেইরূপ এই মহাভারতীয় আখ্যান শ্রবণ করিলে অন্য-শাস্ত্রশ্রবণে রুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেমন আহার বিনা শরীরীর শরীর-ধারণের উপায়ান্তর নাই, সেই-রূপ এই সুললিত ইতিহাসান্তর্গত কথা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে অন্য কথা নাই। যেমন সমুন্নতি-প্রেপ্সু ভৃত্যগণ সদ্বংশজ প্রভুর আরাধনা করে, সেইরূপ কবিশ্রেষ্ঠগণ এই বিচিত্র ইতিহাসের উপাসনা করিয়া থাকেন। যেমন অন্যান্য আশ্রমাপেক্ষা গৃহস্থাশ্রম উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"

"যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মহাভারত পাঠ বা শ্রবণ করেন, অথবা অন্যকে শ্রবণ করান, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। মহর্ষি

বেদব্যাস প্রতিদিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনানন্তর নিয়মিত তপোজপাদির অব্যাঘাতে তিন বৎসরে এই মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেন, অতএব ইহা সংযমী হইয়া শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এই মহাভারতে দেবতা, রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের কথা ও ভগবান্ বাসুদেবের সুচরিত কীর্ত্তিত আছে। ইহাতে ভগবান্ ভবানীপতি ও দেবী পার্ব্বতীর অনির্ব্বচনীয় মহিমা, কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি ও গোব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকামনায় এই ইতিহাসের আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাঁহার সকল বাসনা সফল হয় এবং তিনি চরমে দেবলোকে গমন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। যে ব্যক্তি অর্থিগণকে এই শ্রবণ-সুখকর মহাভারত প্রদান করেন, তাঁহার পৃথ্বীদানের ফললাভ হয়। এই মহাভারতে যাহা বর্ণিত আছে, তাহা অন্যত্রও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, তাহা অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন মেঘ সকলের উপজীব্য, তদ্রূপ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ, উত্তরকালে কবি-কুলের উপজীব্য হইবে।”

ভরত-বংশ-বিবরণ।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার পুত্র মরীচি। মরীচির পুত্র কশ্যপ। এই কশ্যপ হইতেই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ দক্ষ ঋষি ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে এবং তাঁহার পত্নী প্রজাপতির বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। ঐ ভার্য্যার গর্ভে মহর্ষি দক্ষের পঞ্চাশৎ কন্যা জন্মে। ঐ পঞ্চাশটী কন্যার মধ্যে দক্ষ কশ্যপকে ত্রয়োদশটী বেদবিধানানুসারে সম্প্রদান করেন। ইঁহাদের গর্ভে কশ্যপের মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য সন্তান সমুৎপন্ন হয়। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে অদিতি সর্ব্ব-প্রধানা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে যথাক্রমে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামে দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণু আদিত্যগণের সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আদিত্যগণের অন্যতম বিবস্বানের দুই পুত্র জন্মে;—বৈবস্বত মনু ও যম। এই ধীমান্ মনু হইতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মনুষ্যজাতি উৎপন্ন হওয়ায়, তাঁহারা 'মানব' নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেন। বেণ, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, ইলা, পৃষধ্র এবং নাভাগারিষ্ট, মনুর এই দশ সন্তান ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু ও ইলা হইতে যে দুইটী রাজবংশ উদ্ভূত হয়, তাহারাই সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে বিখ্যাত। মূলতঃ উভয় বংশই বৈবস্বান্ বা সূর্য্যদেব হইতে উৎপন্ন; কিন্তু ইলার বংশ চন্দ্রবংশ নামে অভিহিত হইবার কারণ এই যে, চন্দ্রের পুত্র বুধ ইলাকে বিবাহ করেন।

ইক্ষ্বাকু হইতে রঘুবংশের সৃষ্টি। মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' কাব্য এই রাজবংশ অবলম্বনে রচিত। অযোধ্যায় ইঁহাদের রাজধানী ছিল। পরিশেষে বংশশাখা বিস্তৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহা হইতে যাদব, পৌরব প্রভৃতি বংশ উৎপন্ন হয়। রামায়ণে যেরূপ সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতা, যুবনাশ্ব, দিলীপ, রঘু, দশরথ ও রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজাদিগের বিবরণ বর্ণিত আছে, সেইরূপ মহাভারতে চন্দ্রবংশীয় যযাতি, পুরু, দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু, শান্তনু, যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি রাজাদিগের কাহিনী কীর্ত্তিত হইয়াছে। রামায়ণের প্রধান আশ্রয় যেরূপ সর্ব্বগুণাধার প্রজাবৎসল রাজা রামচন্দ্র, সেইরূপ মহাভারতের প্রধান আশ্রয় বৃষ্ণিবংশাবতংস ভগবান্ বাসুদেব। রামায়ণে ত্রেতাযুগের রাজবংশ, সমাজ, রাজনীতি ও যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা আছে; মহাভারতে দ্বাপরযুগের রাজবংশ, সমাজ, যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বহুতর বিষয়ের বিবরণ আছে। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড নর, বানর ও রাক্ষস লইয়া; কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ মূলতঃ ক্ষত্রিয়রাজগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। লঙ্কাযুদ্ধের মূলীভূত কারণ, রাবণের অত্যাচার ও পাপাসক্তি; এবং পরিণাম, তাঁহার সবংশে নিধন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের মূল কারণ, দুর্য্যোধনের হিংসা ও লোভপরতন্ত্রতা; এবং পরিণাম, ক্ষত্রিয়কুলের উচ্ছেদসাধন। উভয় গ্রন্থই অতি উপাদেয় ও সারগর্ভ উপাখ্যানমালায় পরিপূর্ণ; তবে মহাভারতে ঘটনাবৈচিত্র্য অধিক, লোকতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব নানারহস্যপূর্ণ, রাজবংশ বহুশাখাপ্রশাখাবিস্তৃত এবং ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-নিঃসৃতা গীতা, ভীষ্মদেবের অমূল্য সারগর্ভ ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি এবং বনপর্ব্বোক্ত মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিঋষিগণের ধর্ম্মোপদেশাদি নানাবিধ তত্ত্ব নিহিত আছে।

এক্ষণে ঐল বংশের কথা বর্ণিত হইতেছে। ইলা হইতে পুরূরবাঃ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। কথিত আছে, পুরূরবাঃ মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিয়াও সর্ব্বদা দেবগণে বেষ্টিত থাকিতেন এবং সমুদ্র-পরিবেষ্টিত ত্রয়োদশ দ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করায় ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষিগণের অভিশাপে বিনষ্ট হন। পুরূরবার আয়ু প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মে। আয়ুপুত্র ধীমান্ রাজা নহুষ ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় তেজঃ প্রভাবে ও তপোবলে দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু পরিশেষে ঋষিদিগের দ্বারা শিবিকা বহন করাইয়া এবং তেজোগর্ব্বে তাঁহাদিগের অবমাননা করায় অগস্ত্যশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন।

নহুষপুত্র যযাতি স্বীয় বিক্রমপ্রভাবে সম্রাট্ হইয়া এই সসাগরা পৃথিবীর শাসন, বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিয়া সুতনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে যযাতির দুই মহিষী ছিলেন। তন্মধ্যে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই মহাধনুর্দ্ধর ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। মহারাজ যযাতি বহুকাল ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়া অবশেষে দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলেন। তখন তিনি রূপনাশিনী জরার প্রভাবে ভোগ-সুখে বঞ্চিত হইয়া পুত্রগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পুত্রগণ! তোমাদিগের মধ্যে একজন আমার জীর্ণ কলেবর লইয়া রাজ্যশাসন কর। যে জরাগ্রহণ করিবে, আমি তাহার নবীন তনু আশ্রয় করিয়া বিষয় সম্ভোগ করিব।" তাহা শুনিয়া যদু প্রভৃতি চারিজন তাঁহার

জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরু হৃষ্ট-চিত্তে পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। পরে রাজর্ষি যযাতি তপোবলে পুত্রশরীরে স্বীয় জরা সঞ্চারিত করিলেন এবং প্রিয়পুত্র পুরুর নবযৌবন গ্রহণপূর্ব্বক সহস্র বৎসর পরমসুখে বিহার করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অবশেষে তিনি বুঝিলেন, কাম্যবস্তুর উপভোগে বাসনার উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং ঘৃতসংযুক্ত বহ্নির ন্যায় উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তখন তিনি বৈরাগ্যের সারত্ব ও ভোগসুখের অসারত্ব আলোচনা করিয়া পুত্র হইতে আপন জরা গ্রহণ করিলেন এবং তদীয় যৌবন তাঁহাকে পুনঃ প্রদান করিলেন। অনন্তর পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি যথার্থ পুত্রকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ, তোমার দ্বারাই আমার বংশ-রক্ষা হইবে; অতএব তোমার বংশ "পৌরব বংশ" বলিয়া লোকে বিখ্যাত হইবে।" মহারাজ যযাতি এই বলিয়া তপশ্চরণে মনো-নিবেশ করিলেন। পরে অনশন-ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক স্বর্গারোহণ করিলেন।

যদু হইতে যদুবংশ এবং পুরু হইতে পুরুবংশ উদ্ভূত হইয়াছে। যদু পিতার আজ্ঞা পালন না করায় পিতৃরাজ্যচ্যুত হন। তাঁহার বংশ-ধরেরা ম্লেচ্ছরাজ্য অধিকার করেন। ভগবান্ বাসুদেব এই যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পুরুরাজ পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। পুরুই কুরুপাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ, এই জন্য ইঁহারা মহাভারতে 'পৌরব' নামে অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ণনানুসারে ব্রহ্মা হইতে দশ পুরুষ অন্তরে পুরুরাজের জন্ম হয়। এই পুরু হইতে অষ্টাদশ পুরুষ নিম্নে ঈলিন-পুত্র রাজা দুষ্মন্তের উৎপত্তি হয়। দুষ্মন্ত বিশ্বামিত্রদুহিতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সুবিখ্যাত ভরতের জন্ম হয়।

অমর কবি কালিদাসের অমৃতময়-লেখনী-নিঃসৃত 'শকুন্তলা' নাটকেও রাজা দুষ্মন্তের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা এবং বেদব্যাস-বর্ণিত শকুন্তলা বিভিন্ন-প্রকৃতি-সম্পন্না। কালিদাসের শকুন্তলা শান্তপ্রকৃতি, সাতিশয় লজ্জাশীলা ও লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞা সরলা বালিকার ন্যায়; ব্যাসের শকুন্তলা অপেক্ষাকৃত সাহসিনী, বাক্‌চতুরা ও প্রগল্‌ভা নারীতুল্যা অঙ্কিত হইয়াছেন। গল্পাংশেও বিলক্ষণ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। কালিদাসের নাটকের শকুন্তলা দুর্ব্বাসার শাপে রাজা দুষ্মন্তকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে, তাঁহার মাতা মেনকা তাঁহাকে অপ্সরোলোকে লইয়া যান এবং তিনি তথায় পুত্রসন্তান প্রসব করেন। মহাভারতের শকুন্তলা কণ্বাশ্রমেই পুত্র প্রসব করেন। শকুন্তলা নাটকে ধীবরলব্ধ অঙ্গুরীয়ক-দর্শনে শকুন্তলাবৃত্তান্ত পুনর্ব্বার রাজা দুষ্মন্তের স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। তিনি তখন নিতান্ত শোক-বিহ্বল ও মুহ্যমান হইয়া পড়েন; দারুণ অনুতাপে দগ্ধ হইয়া কালক্ষেপ করেন; পরিশেষে দেবরাজ-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মাতলি-পরিচালিত ইন্দ্ররথে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করেন। তথায় দানবজয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমনকালে হেমকূট পর্ব্বতে কশ্যপাশ্রমে স্বীয় পুত্র ভরত ও শকুন্তলার সহিত সম্মিলিত হন। কিন্তু মহাভারতে দুর্ব্বাসার শাপের কথা নাই, শকুন্তলাও অপ্সরোলোকে নীতা হন নাই এবং রাজা দুষ্মন্তও দেবরাজের আহ্বানে স্বর্গে গমন করেন নাই। পুত্র যুবরাজ হইবার উপযুক্ত হইলে, শকুন্তলা পিতার আদেশে স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু দুষ্মন্ত লোকলজ্জাভয়ে প্রথমে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন শকুন্তলা রোষাবিষ্টচিত্তে স্বামীর ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্মের নিন্দা করেন এবং তদীয় ঔরসজাত পুত্রকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু দুষ্মন্ত তাহাতেও

সম্মত হইলেন না। তখন রাজার প্রতি দৈববাণী হইল,—"মহারাজ! শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না; ইনি যাহা কহিতেছেন, সমুদয়ই সত্য; বালকটী আপনার ঔরস পুত্র, ইহা দ্বারা আপনার চরমে পরমফল স্বর্গলাভ হইবে; অতএব যত্নপূর্ব্বক আত্মজের ভরণ-পোষণ করুন। যেহেতু, আমাদিগের উপরোধে আপনার এই পুত্রকে ভরণ করা আবশ্যক, এই নিমিত্ত ইনি 'ভরত' নামে বিখ্যাত হইবেন।" রাজা দুষ্মন্ত দৈববাণী শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যবর্গকে কহিলেন, "আপনারা দেবদূতের বাক্য শুনিলেন কি? আমিও এই কুমারকে আত্মজ বলিয়া জানি; কিন্তু যদি সহসা ইহাকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে আমাকে দোষী বিবেচনা করিবে এবং পুত্রটীও কলঙ্কী হইবে, এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছিলাম।" তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে গ্রহণ করিলেন। আমরা এই মহাভারতীয় সন্দর্ভে শেষোক্ত কথাই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। কালিদাস কবির কল্পনায় নাটক রচনা করিয়াছেন—ব্যাসদেবের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র।

অনন্তর রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক আশ্বস্ত করিলেন। তিনি পুত্রের নাম 'ভরত' রাখিলেন এবং তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভরত যুবরাজ হইয়া অত্যল্পকালমধ্যেই সমস্ত মহীপালগণকে পরাজয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যশস্বী হইলেন। অনন্তর রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বহু অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুরগণের নিকট ইন্দ্রের ন্যায় আদরণীয় হইয়া উঠিলেন। এই ভরতের নাম হইতে ভারতী কীর্ত্তি ও ভারত নামক সুবিখ্যাত কুল সমুৎপন্ন হইয়াছে।

মহারাজ ভরতের প্রপৌত্র হস্তিনামা নরপতি এক নগর স্থাপন

করেন। প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে সেই নগর 'হস্তিনাপুর' নামে বিখ্যাত হইল। বলা বাহুল্য, এই হস্তিনাপুরেই কুরু-পাণ্ডবদিগের রাজধানী ছিল এবং এই স্থানেই পরীক্ষিৎপুত্র রাজর্ষি জনমেজয় বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করেন। হস্তিরাজের পৌত্র অজমীঢ়ের চারি মহিষী ছিল;—কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার চতুর্ব্বিংশতিশত পুত্র হয়, তন্মধ্যে কেবল সংবরণ হইতে পিতৃকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইনি সূর্য্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তপোবলে সূর্য্যকে প্রসন্ন করিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের কৃপায় তপতীনাম্নী সূর্য্যকন্যা লাভ করেন। রাজা সংবরণ তপতীর পাণিগ্রহণ করিয়া 'কুরু' নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। কুরু অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ হওয়াতে প্রজাদিগের সাতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ প্রদেশ পবিত্র 'কুরুক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই কুরুর বংশধরেরা 'কৌরব' নামে বিখ্যাত।

কুরুরাজের অধস্তন পঞ্চমপুরুষে জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রতীপনামা বিখ্যাত রাজা ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রতীপের তিন পুত্র;—দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লিক। তন্মধ্যে দেবাপি শৈশবাবস্থাতেই ধর্ম্মোপার্জ্জন-বাসনায় বনপ্রয়াণ করেন। শান্তনু ও বাহ্লিক রাজ্যশাসন করেন, কিন্তু শান্তনুই রাজা হন। শান্তনু গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে দেবব্রত নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। দেবব্রত পিতার প্রীতিসম্পাদনার্থে চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করেন, এই জন্য লোকে তাঁহাকে 'ভীষ্ম' বলিয়া সম্বোধন করিত। রাজা শান্তনুর অন্যতমা মহিষী সত্যবতীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মে;—একের নাম চিত্রাঙ্গদ, অপরের নাম বিচিত্রবীর্য্য। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই

গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত হন। বিচিত্রবীর্য্য কিয়ৎকাল রাজ্যভোগ করিয়া যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ;—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়ায় পাণ্ডুরাজ পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পাণ্ডু ভরত হইতে সপ্তদশ পুরুষ নিম্নে জন্মগ্রহণ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র সুবলরাজদুহিতা গান্ধারীকে বিবাহ করেন। ব্যাসদেবের বরে গান্ধারীর শতপুত্র লাভ হয়, তন্মধ্যে দুর্য্যোধন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। পাণ্ডুর দুই মহিষী ছিলেন ;—কুন্তী ও মাদ্রী। কুন্তী ধর্ম্ম হইতে যুধিষ্ঠির, বায়ু হইতে ভীম এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুন, এই তিন পুত্র লাভ করেন। মাদ্রীও অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে যমজ নকুল ও সহদেব, এই দুই পুত্র লাভ করেন। পাণ্ডুরাজের এই পঞ্চপুত্র পাণ্ডব নামে বিখ্যাত। ইঁহারা মহাবলবীর্য্যশালী ও পরম-ধার্ম্মিক ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র মহাভারতে কৌরব নামে পরিচিত হইলেও পাণ্ডবেরাও কৌরব ছিলেন, কারণ, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই কুরুবংশজাত। বিদুর শূদ্রাগর্ভজাত বলিয়া রাজ্যে তাঁহার কোন অধিকার ছিল না, কিন্তু তিনি পরমধার্ম্মিক ছিলেন। দুর্য্যোধন অতি ক্রূরমতি ও রাজ্যলোভী ছিলেন এবং পাণ্ডবদিগকে নিয়ত হিংসা করিতেন। এই হেতু ভারতযুদ্ধের সূচনা এবং ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশসাধন হয়।

কথারম্ভ।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভীষ্মের পিতৃভক্তি ও সত্যানুরাগ।

ভীষ্মদেব কুরুবংশীয় মহাত্মা শান্তনু রাজার ঔরসে এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, সূর্য্যবংশীয় রাজা মহাভীষ পুণ্য-প্রভাবে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। তিনি একদা ব্রহ্মলোকে সমাসীনা গঙ্গা-দেবীর প্রতি অসঙ্কোচ ও অসংযত দৃষ্টিনিক্ষেপহেতু ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্বর্গচ্যুত হন এবং প্রতীপ রাজার পুত্ররূপে শান্তনু নামে ভূতলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি জন্মান্তরীণ অক্ষয় স্বর্গ স্মরণ করিয়া নিরন্তর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই রত হন। তিনি যেরূপ পরম প্রাজ্ঞ ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন, সেইরূপ পক্ষপাতশূন্য ও কামরাগাদিবর্জ্জিত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। এদিকে গঙ্গাদেবীও বশিষ্ঠ-শাপগ্রস্ত বসুদিগের উদ্ধারার্থ পুণ্যাত্মা ও পরম ভাগ্যবান্ শান্তনু রাজার মহিষী হন। তিনি ক্রমে ক্রমে অমরসদৃশ আটটী সন্তান প্রসব করেন, কিন্তু সন্তান জন্মিবামাত্রই সলিলে নিক্ষেপ করিতেন। এইরূপে সপ্তপুত্র বিসর্জ্জন দিয়া শাপমুক্ত করিবার পরে শান্তনু রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে অষ্টম পুত্রটী রক্ষা করেন, কিন্তু পূর্ব্বনিয়মানুসারে রাজাকে পরিত্যাগ করেন। রাজা পত্নীশোকে একান্ত অধীর হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক

দীর্ঘকাল তপস্থায় মনোনিবেশ করেন, ইত্যবসরে দেবী জাহ্নবী রাজার অষ্টম পুত্র দেবব্রতের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাবিধানের ভার গ্রহণ করেন। পরে উপযুক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, পুত্রকে রাজার হস্তে সমর্পণ করেন। রাজা সূর্য্যসমতেজস্বী, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন সেই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া সানন্দে স্বীয় রাজধানী হস্তিনাপুরে গমন করেন এবং বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ সদ্ব্যবহারপ্রদর্শন-দ্বারা অল্পকালমধ্যে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। রাজা প্রীতমনে পুত্রসহ চারি বৎসর পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ শান্তনু মৃগয়াব্যপদেশে যমুনাতটস্থ এক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন। কোথা হইতে সেই সুরভিগন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অদূরে অসিতলোচনা দেবরূপধারিণী এক ধীবরকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তৎপরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ইনি ধীবররাজকন্যা সত্যবতী, পিতার আদেশে তরণী বাহন করিয়া থাকেন। রাজা শান্তনু ধীবরকন্যার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার মানসে ধীবররাজের নিকট গমনপূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। দাসরাজ কহিলেন, "মহারাজ! আপনি মদীয় কন্যা ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রার্থনা করেন, ইহা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার একটী অভিলাষ আছে, তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতে হইবে। এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে, অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না, যদি আপনি এইরূপ অঙ্গীকার করেন, তবে আপনাকেই কন্যা

সম্প্রদান করি।" রাজা শান্তনু উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমানে এইরূপ অঙ্গীকার করিতে অসম্মত হইয়া বিষণ্ণমনে হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দেবব্রত অচিরাৎ পরমহিতৈষী বৃদ্ধ সচিবের মুখে ধীবর-কুমারীবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ও তজ্জনিত পিতার শোককারণ অবগত হইয়া ক্ষত্রিয়গণসমভিব্যাহারে ধীবররাজসমীপে গমনপূর্ব্বক পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "হে ভরতর্ষভ! আপনি যে সম্বন্ধের বিষয় প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা আমার পক্ষে পরম গৌরবের বিষয়। সাক্ষাৎ ইন্দ্রও ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারেন না; কিন্তু আমি কন্যার পিতা, এই জন্য একটী কথা বলিব। আমার বোধ হয়, এই পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে রাজকুলে অতি ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে। আপনি সুরাসুরবিজয়ী মহাতেজস্বী পুরুষ। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন। কেবল এইমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে, নতুবা এ বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।"

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবররাজবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত রাজগণ-সমক্ষে প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে সত্যবাদিন্! আমার সত্যব্রত শ্রবণ কর। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার কথানুরূপ কার্য্য করিব। যিনি ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদের রাজা হইবেন।"

ধীবররাজ কহিলেন, "হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! আপনি মদীয় কন্যা সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণসমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনার মহত্ত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি আপনার পুত্র হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার সন্দেহ জন্মিতেছে।"

পিতার প্রিয়চিকীর্ষু শান্তনব ধীবররাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবররাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

"আমি ইতঃপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি। অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব।"

দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষে পুলকিত হইয়া কহিলেন, "তোমার পিতাকেই কন্যাদান করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর দেবতা ও অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি সকলে তাঁহাকে "ভীষ্ম" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সত্যবতীকে কহিলেন, "মাতঃ! রথোপরি আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি।" অনন্তর রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনাপুরে আগমন করিয়া পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা শান্তনু ভীষ্মের অসাধারণ পিতৃভক্তি ও তেজস্বিতা দর্শনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে এই বর দিলেন, "হে মহাত্মন্! স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না।"

রাজা শান্তনু যথাবিধানে সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। কালক্রমে সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মিল। পিতা পরলোক-গমন করিলে, ভীষ্ম বিমাতার মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা চিত্রাঙ্গদ অল্পকালমধ্যেই এক প্রবল-পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হইলেন। ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে সন্তপ্ত হইয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ক্রমে বিচিত্রবীর্য্য প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, তাঁহার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময়ে কাশীরাজের কন্যাত্রয় স্বয়ংবরা হইলেন। ভীষ্ম এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মাতার অনুমতিক্রমে বারাণসীধামে গমন করিলেন। তিনি স্বয়ংবরসভায় প্রবেশ করিয়া সমাগত রাজগণসমক্ষে ভ্রাতার নিমিত্ত ঐ কন্যাত্রয়কে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন, কারণ,

তৎকালে বলপূর্ব্বক কন্যাহরণ করিয়া বিবাহ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মোচিত ও প্রশংসনীয় ছিল। অবিলম্বে সমস্ত রাজগণের সহিত ভীষ্মের তুমুল যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্বপ্রভাবে সকলেই পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন, কেবল শাল্বরাজ পথিমধ্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। কিন্তু তিনিও ভীষ্মের ভীষণ অস্ত্রবল সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। ভীষ্ম সেই জয়লব্ধ কন্যারত্ন-ত্রয় লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে উহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা শাল্বরাজের প্রতি অনুরক্তা হওয়ায়, ভীষ্ম তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী অপর দুই কন্যার সহিত ভ্রাতার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিচিত্রবীর্য্যও অধিককাল রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি যৌবনকালেই দারুণ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

সত্যবতী পুত্রশোকে কাতর হইয়া বংশলোপভয়ে উদ্বিগ্ন হইলেন। পরে অনন্যোপায় হইয়া ভীষ্মকে দারপরিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিতে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম মাতার অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমি দারপরিগ্রহবিষয়ে পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি তাহা পরিজ্ঞাত আছেন। পুনর্ব্বার সত্যপ্রমাণ দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্টতম বস্তু থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি পৃথিবী গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুর রস পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা পরিত্যাগ

করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ পরিত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা পরিত্যাগ করেন, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন, এবং ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

ভীষ্ম আজীবন এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। মাতার অনুরোধসত্ত্বেও তিনি ভ্রাতার সিংহাসন স্পর্শ করিলেন না। রাজ-সিংহাসন শূন্য হইলে, তিনি অমাত্যের ন্যায় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহাদের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের বিশ্বস্ত সচিবের ন্যায় পরামর্শ দান এবং সেনাপতির ন্যায় রাজ্য রক্ষা করিতেন। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ তাঁহার সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞাতিবিরোধ প্রজ্বালিত করিলেও ভীষ্ম অবিচলিত সত্যনিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া দত্ত স্বত্ব পুনর্গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হন নাই। অসাধারণ বলবীর্য্য-সত্ত্বেও তিনি কখনও রাজত্ব ভোগ করিতে বাসনা করেন নাই। তিনি রাজকুমার হইয়াও সত্যপালনার্থ সমস্ত বিষয়ভোগে বিরত হইয়া আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়াও, তিনি পিতার পরিতুষ্টির জন্য সমগ্র রাজ্য এবং ঐহিক সুখসম্ভোগ এককালে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এরূপ অসাধারণ পিতৃভক্তি ও সত্যানুরাগ, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ ও আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। তাই ভীষ্ম অদ্যাপি হিন্দুহৃদয়ে অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ভৌতিক দেহ নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি-শরীর চিরকাল জনসমাজে বিচরণ করিবে।

অর্জ্জুনের একাগ্রতা।

মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য কুরুপাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষক ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত অস্ত্রশিক্ষাকৌশল শ্রবণ করিয়া সূতপুত্র কর্ণ এবং অন্ধক, বৃষ্ণি ও অন্যান্য রাজবংশীয় কুমারগণ দেশ-দেশান্তর হইতে অস্ত্রশিক্ষার্থে তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগের নানাপ্রকার অবমাননা করিতেন; কিন্তু সমাগত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অর্জ্জুন ভুজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্ব্বেদশিক্ষায় সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় অনুরাগ, প্রয়োগ, লাঘব ও কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া বিশেষ যত্নসহকারে উপদেশ দিতেন। অর্জ্জুনও শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে গুরুর আরাধনা করিতে তৎপর থাকিতেন এবং অস্ত্রশিক্ষায় সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এই জন্য তিনি আচার্য্য দ্রোণের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন।

অর্জ্জুন ক্রমে ক্রমে চারিবার দ্রোণশিষ্যগণমধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি বারুণাস্ত্র দ্বারা ক্ষুদ্রমুখ কমণ্ডলু-পরিপূরণ, নিশাকালে ধনুর্ব্বেদ-অনুশীলন, ভাসচক্ষু-ভেদ এবং কুম্ভীরহস্ত হইতে গুরু দ্রোণের উদ্ধারসাধনরূপ চতুর্ব্বিধ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া দ্রোণের চিত্ত হরণ করেন। তন্মধ্যে ভাসচক্ষুভেদ-প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্তরূপ অসাধারণ একাগ্রতা ও চিত্তসংযমের পরিচয় প্রদান করেন।

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পিদ্বারা একটী কৃত্রিম নীলপক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্রশাখায় আরোপিত করিলেন। পরে সমবেত রাজকুমারদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে কুমারগণ! তোমরা সকলে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক

আমার আদেশ-বাক্যের অপেক্ষা করিয়া থাক। আমি তোমাদিগকে একে একে নিযুক্ত করিতেছি, মদীয় বাক্যের অবসান না হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত কর।" প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিদেশানুসারে ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্য উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, আচার্য্য দ্রোণ কহিলেন, "বৎস যুধিষ্ঠির! বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হাঁ, দেখিতেছি।" দ্রোণ পুনরায় কহিলেন, "তুমি কি দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভগবন্! আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে নিরীক্ষণ করিতেছি।"

দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্রসন্নমনে কহিলেন "তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না, অতএব এ স্থান হইতে অপস্‌ত হও।" এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলকে পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোমত উত্তর প্রদান করিতে না পারায় সকলেই তিরস্কৃত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন গুরুর আদেশ অনুসারে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক অগ্রশাখাস্থ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। দ্রোণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলে, অর্জ্জুন কহিলেন, "ভগবন্! আমি বৃক্ষ বা আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন করিতেছি।" দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! শকুন্তকে সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিতেছ কি?" অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "না, আমি কেবল উহার মস্তকটি দেখিতেছি।" তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস! তবে লক্ষ্যবেধ কর।" এই কথা বলিবামাত্র অর্জ্জুন লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষশিখরস্থিত পক্ষী

অর্জ্জুনের খরধার অস্ত্রদ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দ্রোণ অর্জ্জুনকে তাদৃশ অসাধারণ কর্ম্ম সাধন করিতে দেখিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

এই দৃশ্য হইতে শিক্ষার্থিগণ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারেন। একাগ্রচিত্তে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে, সিদ্ধিলাভ যে অনায়াস-সাধ্য, অর্জ্জুনের একাগ্রতা তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

একলব্যের গুরুভক্তি।

একলব্য নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র ছিলেন। তিনি একদা ধনু-র্ব্বেদশিক্ষার্থে আচার্য্য দ্রোণের সন্নিধানে সমাগত হন; কিন্তু তিনি অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি, এজন্য কুরুকুমারগণের সতীর্থ ও সমকক্ষ হইবার অনুপযুক্ত, এই বিবেচনায় দ্রোণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তখন একলব্য বিষণ্ণমনে দ্রোণের পাদবন্দনা করিয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় এক আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে দ্রোণের মৃন্ময়মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া আচার্য্যভাবে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রত ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিয়া অচিরকালমধ্যে একলব্য অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিলেন।

একদা কৌরব ও পাণ্ডবগণ দ্রোণের আজ্ঞানুসারে রথারোহণ করিয়া রাজধানী হইতে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলেন। একজন আপনার কুক্কুর ও বাগুরা লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। ঘটনাক্রমে ঐ কুক্কুর মলিনকলেবর, কৃষ্ণাজিনজটাধারী নিষাদরাজতনয় একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য আপনার অস্ত্রপ্রয়োগলঘুতার পরীক্ষার্থে তাহার মুখবিবরে

এককালে সাতটী শর নিক্ষেপ করিলেন। কুক্কুর স্বীয় মুখমধ্যে শরপূরিত হইয়া দ্রুতগমনে পাণ্ডবসন্নিধানে আগমন করিল। পাণ্ডবেরা ঐ কুক্কুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট সাতটী শর নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দভেদিত্ব দর্শনে সকলেই আপনাদিগকে নিকৃষ্ট বোধ করিয়া লজ্জিত হইলেন, পরে বনে বনে অনুসন্ধান করিয়া বনবাসী এক মনুষ্যকে অবিরত শরবর্ষণ করিতে দেখিলেন। পাণ্ডবেরা ঐ বিকৃতদর্শন পুরুষকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বীরবর! তুমি কে? কাহার পুত্র?" একলব্য প্রত্যুত্তর করিলেন, "আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিতেছি।"

তখন পাণ্ডবেরা একলব্যের যথার্থ পরিচয় পাইয়া, সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। অর্জ্জুন বিনীতবচনে নির্জ্জনে দ্রোণকে কহিলেন, "গুরো! আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, আমা অপেক্ষা আপনার কোন শিষ্যই উৎকৃষ্ট হইবে না, কিন্তু এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখা যাইতেছে। নিষাদাধিপতির পুত্র মহাবল একলব্য আপনার এক শিষ্য। সে ধনুর্ব্বেদে আমা অপেক্ষাও সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রোণ ইহার বিশেষ কারণ কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জটাচীরধারী মলিনকলেবর নিষাদরাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারংবার বাণবর্ষণ করিতেছেন। তিনি দ্রোণকে সহসা সমাগত দেখিয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও পাদবন্দনপূর্ব্বক আপনাকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং ভক্তিভরে পূজা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে বীর! তুমি

যদি যথার্থই আমার শিষ্য হইয়া থাক, তবে দক্ষিণাপ্রদান কর।" একলব্য প্রীতবাক্যে কহিলেন, "ভগবন্! গুরুকে অদেয় কিছুই নাই, এক্ষণে কিরূপ দক্ষিণা আহরণ করিব, আজ্ঞা করুন।" তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে বীর! যদি সম্মত হইয়া থাক, তবে দক্ষিণ হস্তের একটী অঙ্গুলি ছেদন করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ আমাকে সম্প্রদান কর।" সত্যবাক্ একলব্য দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞাপালনার্থে হৃষ্টমনে ও প্রসন্নবদনে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন। তৎপরে অপর অঙ্গুলিদ্বারা শরক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা শরের লঘুতার হ্রাস হইয়াছে।

ধন্য একলব্য! ধন্য তোমার গুরুভক্তি! তুমি নিষাদকুলসম্ভূত হইয়াও অলৌকিক গুরুভক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আভিজাত্যগর্ব্বিত গুরু দ্রোণের নির্ম্মমতা স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়া মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছ। তোমার গুরুভক্তি উপমন্যু ও আরুণির অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

কর্ণের সহিষ্ণুতা।

একদা কর্ণ অর্জ্জুনের সমকক্ষ হইবার বাসনায় নির্জ্জনে গুরু দ্রোণ-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক মন্ত্রসমেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রার্থনা করেন। দ্রোণ প্রিয়তম শিষ্য অর্জ্জুনের অনিষ্টাশঙ্কায় কর্ণের নীচবর্ণপ্রযুক্ত ব্রহ্মাস্ত্র-লাভের অযোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার অভিলাষপূরণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তখন কর্ণ লজ্জিত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন-পূর্ব্বক পরশুরামের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির

নিমিত্ত আপনাকে ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পরশুরামের শিষ্যত্ব লাভ করিলেন এবং বিনয়, অভিনিবেশ, গুরুশুশ্রূষা ও নৈসর্গিক বীর্য্যপ্রভাবে অচিরকালমধ্যে গুরুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরশুরাম শিষ্যের সদ্‌গুণ দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন এবং পরিশেষে বিধানানুসারে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা দিয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

একদা পরশুরাম ব্রতোপবাসজনিত ক্লান্তিপ্রযুক্ত কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। এই অবসরে এক শোণিতপায়ী মাংসলোলুপ ভীষণ বজ্রকীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। ঐ অষ্টপাদকীট অলর্কজাতীয়, উহার দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ এবং কলেবর সূচীবৎ লোমজালে আবৃত ছিল। উহার তীব্রদংশনে কর্ণ দারুণ যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে ভীত হইয়া অসামান্য ধৈর্য্যসহকারে সেই দুঃসহ বেদনা সহ্য করিয়া কম্পিতকলেবরে গুরুকে ধারণ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে রুধিরধারা নির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংস্পৃষ্ট হওয়ায়, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন পরশুরাম ব্যস্তসমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, "আঃ, এ কি! আমি যে অশুচি হইলাম! তুমি কি করিতেছ, নির্ভয়ে আমার নিকট কীর্ত্তন কর।"

কর্ণ গুরুর আদেশে কীটদংশন-বৃত্তান্ত সবিশেষ নিবেদন করিলেন। জমদগ্নিনন্দন ঐ করাল কীটের ভীষণাকার দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্তে কর্ণকে কহিলেন, "রে মূঢ়! তুমি কীটদংশন-জনিত যে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণজাতি কখনই তাহা সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয় ভিন্ন এরূপ সহিষ্ণুতা কাহারও সম্ভবে না। তুমি কখনই ব্রাহ্মণ নহ, অবিলম্বে তোমার সত্য পরিচয় প্রদান কর।"

তখন কর্ণ মিথ্যাকথনভয়ে ভীত হইয়া গুরুর ক্রোধোপশমমানসে কহিলেন, "গুরুদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। সত্যই আমি ব্রাহ্মণ নহি। আমি সূত অধিরথের পুত্র; সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা। আমার নাম কর্ণ। আমি দ্রোণাচার্য্যের নিকট ব্রহ্মাস্ত্রলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া অর্জ্জুনকে জয় করিবার মানসে আপনার শিষ্য হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।" মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া ছিন্নতরুর ন্যায় গুরুপদতলে নিপতিত হইলেন।

পরশুরাম কর্ণের দুরবস্থা দর্শনে সক্রোধে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সূতপুত্র! তোমার অবিচলিত গুরুভক্তি, অবিশ্রান্ত গুরু-শুশ্রূষা ও অসাধারণ সহিষ্ণুতাগুণে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি, এজন্য তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার ন্যায় যুদ্ধ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই স্থান মিথ্যাবাদীর বাসের উপযুক্ত নহে, অতএব তুমি এক্ষণেই প্রস্থান কর। তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছ, সেই পাপে ব্রহ্মাস্ত্র তোমার সঙ্কটসময়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না।"

কর্ণের সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মিথ্যাবাক্য দ্বারা গুরুকে প্রবঞ্চনা করায় তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রলাভ নিষ্ফল হইল, কারণ, তিনি গুরুশাপপ্রভাবে অন্তিমকালে ব্রহ্মাস্ত্র বিস্মৃত হইয়া শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

দ্রোণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ও ক্ষমা।

ভরদ্বাজ-নন্দন দ্রোণ বাল্যকালেই পিতৃসমীপে সাঙ্গ বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ধনুর্ব্বেদশিক্ষার্থে পিতৃশিষ্য মহর্ষি অগ্নি-

বেশের সমীপে গমন করেন। তিনি তথায় ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া আত্মসংযম ও জটাধারণপূর্ব্বক বহুকাল গুরুসেবায় নিরত ছিলেন। ঐ সময়ে পাঞ্চালদেশীয় রাজপুত্র দ্রুপদও গুরু অগ্নিবেশের নিকটে অস্ত্রবিদ্যাভ্যাসার্থে তদীয় আশ্রমে বাস করিতেন। বাল্যকালাবধি একত্র বাস ও এক গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করায়, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। একদা দ্রুপদ দ্রোণকে কহিলেন, "হে দ্রোণ! আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র। তিনি যখন আমাকে পাঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তৎকালে আমার যাবতীয় ভোগ, সুখ ও সম্পত্তি সমস্তই তোমার অধীন হইবে।" কিয়ৎকাল পরে দ্রুপদ কৃতবিদ্য হইয়া আপনার নিকেতনে গমন করিলেন। গমনকালে দ্রোণ তাঁহাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বিদায় দিলেন; কিন্তু তদবধি দ্রুপদের ঐ বাক্য তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরূক রহিল।

কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি ভরদ্বাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে, দ্রোণ সেই পৈতৃক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার মন নির্ম্মল ও পবিত্র হইল। অনন্তর তিনি পিতৃনিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় কৃপাচার্য্যের ভগিনী কৃপীকে বিবাহ করিলেন। ঐ কামিনী দমগুণযুক্তা, অগ্নিহোত্রনিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। উঁহার গর্ভে দ্রোণের অশ্বত্থামা নামে মহাবিক্রমশালী এক পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় উচ্চরবে ক্রন্দন করায়, দ্রোণ উঁহার নাম অশ্বত্থামা রাখিলেন এবং পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

ঐ সময়ে অরাতিতপন সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহাত্মা পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ

উহা অবগত হইয়া রামের নিকটে ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্র সমুদয় ও নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। অনন্তর ভারদ্বাজ শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া অভিলষিত ধন প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ পরশুরাম তাঁহাকে সাদর-সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, "তোমাকে কি ধন প্রদান করিতে হইবে?" দ্রোণ কহিলেন, "ভগবন্! আমাকে বিবিধ অনন্ত ধন প্রদান করুন।" রাম কহিলেন, "হে তপোধন! আমার যাবতীয় হিরণ্য ও অন্যান্য ধন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহার্হ অস্ত্রশস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, শীঘ্র প্রার্থনা কর, তাহাই প্রদান করিব।" তখন দ্রোণ কহিলেন, "হে মহাত্মন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে প্রয়োগ ও সংহারসহিত আপনার অস্ত্র সমুদয় আমাকে প্রদান করুন।" পরশুরাম 'তথাস্তু' বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও সরহস্য ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন।

একদা শিশু অশ্বত্থামা অন্যান্য বালকদিগকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া দ্রোণের নিকটে আসিয়া রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে দ্রোণের মন নিতান্ত চঞ্চল হইল। তিনি গাভীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন; কিন্তু কুত্রাপি দুগ্ধবতী গাভী দেখিতে পাইলেন না। পরিশেষে বিষণ্ণমনে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, বালকগণ পিষ্টোদক আনয়ন করিয়া "এই দুগ্ধ, উহা পান কর" বলিয়া অশ্বত্থামাকে লোভ দেখাইতেছে। বালকস্বভাব অশ্বত্থামা তাহাই পান করিয়া "দুগ্ধপান করিলাম" বলিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বালকগণ তদ্দর্শনে করতালি দিয়া দ্রোণকে উপহাস করিতে লাগিল। দ্রোণ স্বীয় সন্তানের দুর্দ্দশাদর্শনে এবং বালকগণের পরিহাসবাক্যশ্রবণে দুঃখানলে

দগ্ধ হইলেন। তিনি মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি ইতঃপূর্ব্বে নির্ধনতানিবন্ধন ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হইয়া উপবাসে কালক্ষেপ করিয়াছি, তথাপি ধনলিপ্সায় কখনও পাপজনক পরসেবায় আসক্ত হই নাই।" এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্রুপদের পূর্ব্বস্নেহ স্মরণপূর্ব্বক পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে পাঞ্চালরাজ্যে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে শ্রবণ করিলেন, দ্রুপদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এই সুসংবাদশ্রবণে প্রিয় সখার সহবাস ও প্রতিশ্রুত বাক্য স্মরণ করিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইলেন। পরে অবিলম্বে তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার সখা ; তুমি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিবে ; আমি তদনুসারে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।"

ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দ্রুপদরাজ দ্রোণের বাক্যে কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না ; প্রত্যুত তাঁহাকে হীন লোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! তুমি হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছ ; ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত ভবাদৃশ শ্রীহীন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুতা থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না, হয় কালপ্রভাবে, নতুবা ক্রোধবশতঃ উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব তুমি সেই পূর্ব্বতন সৌহার্দ্দ বিস্মৃত হও। যেমন পণ্ডিতের সহিত মূর্খের ও শূরের সহিত ক্লীবের বন্ধুতা কদাচ সম্ভবে না, তদ্রূপ ধনবানের সহিত দরিদ্রের সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, তাহা তুমি কি জান না? যাহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ, তাহাদিগেরই সহিত

বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্যভাব সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য; তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের বা নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বৈবাহিক সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথীর সহিত রথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব, সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের কখনই সখ্য হয় না। তবে তুমি কি নিমিত্ত অদ্য পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ? তুমি কহিতেছ, আমি তোমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না, এক্ষণে কেবল এক রাত্রির জন্য তোমাকে ভোজন প্রদান করিতে পারি।” মহাতেজাঃ দ্রোণ দ্রুপদের এই প্রকার কটূক্তিশ্রবণে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইলেন এবং তদবধি দ্রুপদ রাজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরভাব জন্মিল। তিনি বৈরনির্যাতনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং পুত্রকলত্র ও শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে আগমনপূর্ব্বক নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা কুরুবালকগণ নগর হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক একত্র হইয়া লৌহগুলিকা লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমারগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। তৎকালে দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। গুলিকোদ্ধরণে ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া উঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে

তদবস্থ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "হে বালকবৃন্দ! তোমাদিগকে ধিক্, তোমাদিগের ক্ষাত্রবলে ধিক্ এবং তোমাদিগের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, যেহেতু, তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারিলে না। আমি ঐ লৌহগুলিকা এবং অঙ্গুরীয়ক উভয়ই ঈষিকাদ্বারা উদ্ধার করিব, তোমরা আমাকে ভোজন করাও।" এই বলিয়া আপনার অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয়ক ঐ কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন, "মহাশয়! যদি আপনি কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন।" দ্রোণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে একমুষ্টি ঈষিকা হস্তে লইয়া কহিলেন, "এই যে ঈষিকামুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ। একটী ঈষিকাদ্বারা কূপমধ্যস্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষিকা অপর একটী দ্বারা এবং তাহা অন্য একটী দ্বারা বিদ্ধ করিব; এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঈষিকাশৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।"

দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় প্রতিজ্ঞাস্বরূপ কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। বালকেরা তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিল, "বিপ্রর্ষে! আপনার অঙ্গুরীয়কটীও শীঘ্র উত্তোলন করুন।" দ্রোণাচার্য্য সত্বর-হস্তে ধনুঃশর লইয়া কূপমধ্যে বাণ-নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই অঙ্গুরীয়ক শরবিদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। কুমারগণ তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া দ্রোণাচার্য্যের পদে প্রণত হইল এবং তাঁহার আদেশানুসারে পিতামহ ভীষ্মের নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহার রূপ ও গুণ সবিশেষ নিবেদন করিল। মহাত্মা ভীষ্ম কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, দ্রোণাচার্য্য

চার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি একজন সুশিক্ষকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন। এক্ষণে ধনুর্বিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের রাজ্যে আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আনয়নপূর্ব্বক যথোচিত সৎকার করিলেন এবং সাদর-সম্ভাষণে কুশল সংবাদ ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদ-রাজের পরুষোক্তি ও প্রত্যাখ্যানের বিষয় আনুপূর্ব্বিক সবিশেষ বর্ণন করিয়া কহিলেন, "হে ভীষ্ম! আমি দ্রুপদরাজের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা ত্বরায় সম্পন্ন করিবার মানসে সশিষ্যে কুরুগণের অধিকারে আসিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমাকে সংবর্দ্ধনা করিতে এই সুরম্য হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াছি, বল, তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে?"

দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম সবিনয়ে কহিলেন, "হে মহাত্মন্! আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যক্‌রূপে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করুন এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে পরম সুখ ভোগ করুন। কুরুদিগের যাবতীয় ধনরাজ্য সমস্তই আপনার অধীন হইবে। আপনিই রাজা, কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন।" দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মের বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া পরম সমাদরে কুরুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম প্রীতচিত্তে প্রচুর অর্থসহ পৌত্রদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর কুরুবালকগণ অস্ত্রশিক্ষাভিলাষে আচার্য্য দ্রোণের সমীপে আগমন করিয়া অভিবাদন করিলে, তিনি সানন্দে তাহাদিগকে শিষ্যত্বে পরিগ্রহ করিলেন। কিন্তু দ্রুপদের পূর্ব্বকৃত তিরস্কার-বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়ায়, তিনি শিক্ষাদানের

পূর্ব্বেই শিষ্যদিগকে স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিশ্রুত করাইলেন। এইরূপে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কুরুপাণ্ডবদিগের অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া অপূর্ব্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও যত্নে অচিরাৎ কুমারগণ শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ক্রোধ-পরায়ণ দুর্য্যোধন ও ভীমসেন গদাযুদ্ধে কৃতী হইলেন। অশ্বত্থামা সর্ব্বরহস্যে পারদর্শী হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিলেন। যমজ নকুল ও সহদেব অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন। যুধিষ্ঠির একজন উৎকৃষ্ট রথী হইলেন। অর্জ্জুন বুদ্ধিযোগ, বল ও উৎসাহে সসাগরা ধরামধ্যে প্রখ্যাত হইলেন। অর্জ্জুনই আচার্য্য দ্রোণের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন এবং তিনিই সমুদয় রাজকুমারদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে কুরুপাণ্ডবগণ অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে, একদা দ্রোণাচার্য্য অমাত্যগণপরিবৃত ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! কুমারগণ সকলেই ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। আপনার অনুমতি হইলে, স্ব স্ব অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দিতে পারেন।" ধৃতরাষ্ট্র আচার্য্যবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ! আপনি আমাদিগের এক মহৎ কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে অস্ত্রশিক্ষাপ্রদর্শনোপযোগী রঙ্গভূমি যে স্থানে যে প্রকারে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহা আজ্ঞা করুন; কদাচ আপনার আদেশের অন্যথা হইবে না। আজি আমার অন্ধতানিবন্ধন নির্ব্বেদের উদয় হইতেছে। যাহা হউক, কুমারগণ যে সকল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দিবে, আমি তাঁহাদিগের সান্নিধ্যলাভের একান্ত অভিলাষ করি।" এই বলিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সমীপবর্ত্তী বিদুরকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্! আচার্য্য দ্রোণ যাহা আদেশ করেন,

তুমি সত্বর তাহা সম্পাদন করিবে।" বিদুর রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য সুপরিচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্রে রঙ্গভূমির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া শুভদিনে পূজোপহার প্রদানপূর্ব্বক ডিণ্ডিম দ্বারা বীর-সমাজে রঙ্গাভিনয় প্রচার করিলেন। রাজশিল্পিগণ সেই রঙ্গভূমির মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রপরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ দর্শনাগার, অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকা সকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণসমভিব্যাহারে মণিমুক্তা-পরিশোভিত সুবর্ণময় দর্শনাগারে উপস্থিত হইলেন। মহাভাগা গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য মহিলাগণ দাসীগণ সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্লনয়নে তথায় উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য লোক রাজকুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষাদর্শনার্থী হইয়া মহানন্দে দ্রুতবেগে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে রঙ্গভূমি সোৎসুক দর্শক-বৃন্দে পরিপূর্ণ হইল। বাদ্যকরেরা মৃদুমধুররবে বাদ্যধ্বনি করিয়া দর্শকমণ্ডলীর হর্ষোৎপাদন করিতে লাগিল। অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই রঙ্গভূমি উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় বারংবার প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে শুক্লাম্বরধারী, শুক্লকেশ, শুক্লশ্মশ্রু, মহানুভব দ্রোণাচার্য্য শ্বেতচন্দনে স্বীয় বরবপুঃ চর্চ্চিত করিয়া এবং গলদেশে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ও শুভ্রমাল্য ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বত্থামার সহিত জলধরোপরোধশূন্য গগনে সভৌম শশধরের ন্যায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন এবং যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে বলি প্রদানপূর্ব্বক বিজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক মাঙ্গলিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। অবিলম্বে অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র বহন করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল।

অনন্তর অস্ত্রকুশল পরাক্রমশালী রাজপুত্রগণ অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র বন্ধনপূর্ব্বক বদ্ধতূণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া, হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া এবং

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাদিক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তখন দর্শকমণ্ডলী শরকার্ম্মুকধারী অদ্ভুতরূপ কুমারসেনা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে শতসহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাজকুমারেরা বেগবান্ তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনামাঙ্কিত বাণদ্বারা লক্ষ্যভেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কার্ম্মুকদ্বারা অস্থিরলক্ষ্যপাত প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারসকল সম্পাদনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে বারংবার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কখন গজে, কখন বা অশ্বে অধিরূঢ় হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একমাত্র খড়্গদ্বারা কৌশলক্রমে অনেকাস্ত্র নিবারণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ খড়্গের অংশুমণ্ডল ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তাঁহাদিগের হস্ত খড়্গমুষ্টি হইতে একবারও স্খলিত হইল না। এইরূপে অসিপ্রয়োগে তাঁহাদের নৈপুণ্য ও নির্ভীকতা প্রকাশ পাইল। তদ্দর্শনে রঙ্গস্থ দর্শকবর্গ বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

তৎপরে মহাবলপরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ও ভীমসেন গদাহস্তে এক-শৃঙ্গ উত্তুঙ্গ শৈলের ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। নভোমণ্ডলে জলধর যদ্রূপ গভীর গর্জ্জন করে, সেই বীরপুরুষদ্বয় পৌরুষপ্রকাশার্থ রঙ্গমধ্যে তদ্রূপ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা গদাহস্তে বামভাগ দিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দর্শকগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, কেহ দুর্য্যোধনের, কেহ ভীমসেনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বীরদ্বয় প্রাণপণে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, চতুর্দ্দিকে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইতে লাগিল। তখন দ্রোণাচার্য্য সেই রঙ্গস্থল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের ন্যায় অবলোকন করিয়া স্বীয় পুত্র অশ্ব-

থামাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, “বৎস! মহাবীর্য্য ও সুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কর। দেখিও, যেন ভীম ও দুর্য্যোধনের ক্রোধোদ্রেক না হয়।” অশ্বত্থামা পিতার অনুমতি পাইবামাত্র মহাবেগে রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুগান্তানিলসংক্ষুব্ধ অম্ভোনিধির ন্যায় গদাযুদ্ধনিরত বীরদ্বয়কে নিমেষমধ্যে নিরস্ত করিলেন।

তৎপরে দ্রোণাচার্য্য রঙ্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া মহামেঘনির্ঘোষ-সদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “মদীয় শিষ্য অর্জ্জুন আমার পুত্র হইতেও প্রিয়তর, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও উপেন্দ্রতুল্য মহাবীর; হে দর্শকগণ! তোমরা ইঁহাকে নিরীক্ষণ কর।” তখন অর্জ্জুন আচার্য্যের আদেশক্রমে গোধালতার অঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ ধারণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যসন্নিহিত সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেন। তন্মুহূর্ত্তে দর্শকগণের চিত্ত প্রফুল্ল হইল, চতুর্দ্দিকে বিবিধ বাদ্যোদ্যম ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। “ইনি শ্রীমান্ কুন্তীনন্দন, ইনি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়, ইনিই দেবরাজের পুত্র, ইনিই কৌরবদিগের রক্ষক, ইনি অস্ত্রবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ” এইরূপ প্রশংসাবাদ রঙ্গমধ্যে সর্ব্বত্রই শ্রুত হইতে লাগিল। পুত্রের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া পুত্রবৎসলা কুন্তীর উরঃস্থল সবাষ্প স্তন্য দ্বারা সিক্ত হইতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মদ্রোণাদি মহাত্মগণ অর্জ্জুনের প্রশংসাবাক্য শ্রবণে আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইলেন।

ক্রমে সেই জন-কল্লোল নিবৃত্ত হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন স্বকীয় অদ্ভুত অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া বারুণাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক সলিল সৃজন করিলেন। তৎপরে বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বাত্যা উত্থাপিত করিয়া পার্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা নভোমণ্ডলে মেঘ সৃষ্টি করিলেন। ভৌম্যাস্ত্র দ্বারা ভূগর্ভে

প্রবেশ করিয়া পার্ব্বতাস্ত্রদ্বারা পর্ব্বত সৃষ্টি করিলেন এবং অন্তর্দ্ধানাস্ত্র দ্বারা অন্তর্হিত হইলেন। অপূর্ব্ব শিক্ষাকৌশলে কখন দীর্ঘবৎ, কখন বা হ্রস্ববৎ প্রতীয়মান হইলেন ; কখন রথসম্মুখে, কখন রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ; আবার অবিলম্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বিবিধ বাণবর্ষণপূর্ব্বক স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্য সকল বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রমণশীল লৌহময় বরাহের মুখে এককালে অসঙ্কীর্ণরূপে পঞ্চশর এক শরের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে কেশময় রজ্জুদ্বারা লম্বিত গোবিষাণকোষে একবিংশতিবাণ বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে অসিচর্য্যা, গদাচালনা প্রভৃতিতেও সবিশেষ কৌশল প্রদর্শন করিলেন। দর্শকগণ নিস্পন্দভাবে তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ অদ্ভুত অস্ত্রক্রীড়া অবলোকন করিয়া রঙ্গস্থ অধিকাংশ লোক নিষ্ক্রান্ত এবং বাদ্যকোলাহল নিস্তব্ধ হইলে, অকস্মাৎ দ্বারদেশে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ বাহ্বাস্ফোটশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সকলে সবিস্ময়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র সুবর্ণ কবচ ও কুণ্ডলধারী মহাবল কর্ণ কটিদেশে খড়্গবন্ধন করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় বিস্তীর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে সেই উন্নতকায় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবাপুরুষ অনতিপ্রসন্নমনে দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম করিলেন। রঙ্গস্থ লোকেরা তাঁহার সেই অপূর্ব্ব রূপ সন্দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া "ইনি কে" ইহা সবিশেষ জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। তখন সূতপুত্র কর্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে কহিলেন; "হে পার্থ! তুমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছ, সর্ব্বসমক্ষে আমিও বিশেষরূপে সেই সেই কার্য্য সম্পাদন করিব, তুমি বিস্মিত হইও না।" কর্ণের বাক্যাবসানে দর্শকগণ সহসা যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় উত্থিত হইলেন।

দুর্য্যোধন ইহাতে পরম প্রীতিলাভ করিলেন এবং অর্জ্জুন লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূত হইলেন। তৎপরে দ্রোণের আজ্ঞানুসারে দিব্যাস্ত্র-বিদ্ কর্ণ, অর্জ্জুনের অনুরূপ অস্ত্রক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া সমবেত দর্শক-মণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন করিলেন। তখন দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণ সমভি-ব্যাহারে মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লমনে ও সাদরবচনে কহিলেন, "হে মহাবাহো! আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এ স্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে কুরুরাজ্য উপভোগ কর।" দুর্য্যোধনের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া কর্ণ প্রত্যুত্তর করিলেন, "প্রভো! আমি এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুত্ব করিতে এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে বাসনা করি।" তখন দুর্য্যোধন কহিলেন, "ভাল, এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া বিষয়ভোগ-বাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষপক্ষের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিও।"। দুর্য্যোধনের এইরূপ উদ্ধতবাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুন কর্ণকে কহিলেন, "রে কর্ণ! যাহারা অনাহূত হইয়া উপদেশ প্রদান করে এবং যাহারা অনাহূত হইয়া বাক্যালাপ করে, তাহারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ সংহার করিয়া তথায় প্রেরণ করিব।" তখন কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে অর্জ্জুন! দেখ, এই রঙ্গভূমি সাধারণের অধিকৃত, সুতরাং এ স্থানে তোমার বিশেষ কোন প্রভুত্ব নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্ম্ম ও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, যাবৎ আমি গুরুজনসমক্ষে শরদ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর বিফল শরক্ষেপের আবশ্যকতা নাই।"

এইরূপে বীরদ্বয়ের বাগ্যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে, অর্জ্জুন গুরু দ্রোণের আদেশ ও ভ্রাতৃগণের উপদেশানুসারে সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখীন হই-

লেন। সমরপ্রিয় কর্ণ দুর্য্যোধন ও তদীয় ভ্রাতৃগণের উত্তেজনায় ধনুর্ব্বাণহস্তে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। যে দিকে কর্ণ, সেই দিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা ; যে দিকে অর্জ্জুন, সেই দিকে দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে রঙ্গস্থ ব্যক্তিগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক এক পক্ষে পক্ষপাত করিতে লাগিলেন। তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধনীতিজ্ঞ কৃপাচার্য্য উভয়কে ধনুর্দ্ধারণ করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, "কুন্তীগর্ভসম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। হে বীরবর! এক্ষণে তুমি আপনার জনকজননীর নামোল্লেখ কর এবং কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহাও সবিশেষ বর্ণন কর। তোমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, অর্জ্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন ; কারণ, রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন না।" কৃপের তাদৃশ বিহিত বাক্য শ্রবণে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন দ্রোণকে কহিলেন, "হে আর্য্য! শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সৎকুলে সমুদ্ভূত, বীর ও সৈন্যচালনসমর্থ, তাঁহার সহিত রাজকুমারগণ যুদ্ধ করিতে পারেন। তথাপি যদি অর্জ্জুন রাজা ব্যতিরেকে অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।"

অবিলম্বে দুর্যোধন কর্ণকে কাঞ্চনময় পীঠোপরি সংস্থাপনপূর্ব্বক মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া লাজ, কুসুম ও সুবর্ণদ্বারা অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে যথাবিধি অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সূত অধিরথ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পিতাকে নিরীক্ষণ করিয়া

শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় গৌরবরক্ষার্থে অভিষেকার্দ্রমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুত্রবৎসল সারথি কর্ণকে পুত্র বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। তদ্দর্শনে ভীমসেন কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া পরুষবাক্যে উপহাস করিতে লাগিলেন। ভীমের তাদৃশ কটূক্তি শ্রবণে কর্ণের ওষ্ঠাধর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল এবং দুর্য্যোধন সরোষে তদীয় বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন দুর্য্যোধন কর্ণের কর গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম-সমভিব্যাহারে রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিলেন। দর্শকগণমধ্যে কেহ অর্জ্জুনের, কেহ কর্ণের, কেহ দুর্য্যোধনের, কেহ ভীমসেনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য রাজকুমারগণকে সমরকুশল অবলোকন করিয়া গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। দ্রুপদের মর্ম্মান্তিক নিষ্ঠুরবাক্যে দগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার মানসে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি শিষ্যগণকে সম্মুখে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে শিষ্যগণ! তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া রণক্ষেত্র হইতে আনয়ন কর, ইহাই তোমাদিগের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ হইবে।" শিষ্যগণ গুরু-বাক্যে অঙ্গীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আচার্য্য দ্রোণের সহিত রথারোহণে সত্বর রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন। অনতিবিলম্বে পাঞ্চালদেশে উপনীত হইয়া রাজধানী আক্রমণপূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বালিত করিলেন। দুর্য্যোধন, কর্ণ, যুযুৎসু, দুঃশাসন, বিকর্ণ, জলসন্ধ, সুলোচন প্রভৃতি রাজকুমারগণ 'আমিই অগ্রে যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইব' বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং সদর্পে নগরামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপুরী বিধ্বস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সেই অসংখ্য সৈন্যসন্দর্শন ও তাহাদিগের তুমুল কলরব শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন এবং অবিলম্বে সুবর্ণময় বর্ম্ম পরিধান ও শুভ্রবর্ণ রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ইতঃমধ্যে মহাবীর অর্জ্জুন রাজকুমারদিগের দর্পোদ্রেকদর্শনে দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, "হে দ্বিজেন্দ্র! কুমারগণ আত্মাস্বরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করুন, পশ্চাৎ আমরা সাহস প্রকাশ করিব। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইঁহারা দ্রুপদরাজকে রণে পরাজিত করিতে পারিবেন না।" এই বলিয়া অর্জ্জুন ভ্রাতৃগণের সহিত নগরীর বহির্ভাগে অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাজা যজ্ঞসেন কৌরবদিগকে লক্ষ্য করিয়া চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিলেন এবং শরজাল বিকীর্ণ করিয়া কৌরবী সেনাকে মোহাবিষ্ট করিলেন। কৌরবগণ রথারোহণপূর্ব্বক যুদ্ধোদ্যত লঘুহস্ত একমাত্র দ্রুপদরাজকে ভয়প্রযুক্ত বহু বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দ্রুপদের দুর্জ্জয় শরবর্ষণে জর্জ্জরিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎপরে পৌরগণ কৌরবদিগকে মুষল ও যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা কর্ণসহ কৌরবগণের তাদৃশ পরাভবদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া আচার্য্য দ্রোণকে অভিবাদনপূর্ব্বক রথে আরোহণ করিলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়া মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষায় নিয়োগ করিলেন। গদাধারী ভীমসেন সেনামুখে সঞ্চরণ করিতে করিতে পাঞ্চাল-রাজের উচ্ছলিত সৈন্যসাগরে অবগাহন করিয়া দণ্ডধারী কৃতান্তের ন্যায় পদাঘাতে কুঞ্জরবল চূর্ণ

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়কার্য্য-সম্পাদনার্থ শরজালে পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দেশীয় বীরগণকে আচ্ছন্ন ও বিমুগ্ধ করিয়া অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও পদাতিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ লঘুহস্তে উপর্য্যুপরি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষেরা তাঁহার গাত্রে আঘাত করিতে অসমর্থ হইলেন। তদ্দর্শনে দ্রুপদরাজ সত্যজিতের সহিত সত্বর অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সত্যজিৎ দৃঢ়পরাক্রমে অর্জ্জুনের সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইলে, দ্রুপদরাজ প্রবলবেগে অর্জ্জুনের প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও দ্রুপদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে অর্জ্জুন দ্রুপদের ধনুঃ ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিয়া সুতীক্ষ্ণ পঞ্চ শরে তদীয় অশ্ব ও সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া করবাল ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং অকুতোভয়ে স্বীয় রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক দ্রুপদের রথে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তদ্দর্শনে পাঞ্চালদেশীয় বীরপুরুষগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারগণ সব্যসাচীর হস্তে দ্রুপদকে বন্দীকৃত দেখিয়া সকলে সমবেত হইয়া দ্রুপদনগরী মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আর্য্য! রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরদিগের আত্মীয়, তাঁহার সৈন্য সংহার না করিয়া গুরু-দক্ষিণা প্রদানের চেষ্টা করুন।" মহাবল ভীমসেন এইরূপে নিবারিত হইয়া সৈন্যাবমর্দ্দ হইতে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু উপস্থিত যুদ্ধে কিছুমাত্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে রাজকুমারগণ রণস্থল হইতে দ্রুপদরাজ ও তাঁহার সচিবকে গ্রহণ করিয়া আচার্য্য-দ্রোণ-

সন্নিধানে উপহার প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকে ভগ্নদর্প, হৃতসর্ব্বস্ব ও বশতাপন্ন দেখিয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে দ্রুপদরাজ! আমার আদেশানুসারে তোমার রাষ্ট্র ও নগরী বিমর্দ্দিত এবং তোমার জীবনও বিপক্ষপক্ষের হস্তগত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি সখ্যসহকারে কি বাসনা কর, বল, আমি তাহা সফল করিব।" এই কথা বলিয়া দ্রোণ হাস্যমুখে পুনর্ব্বার কহিলেন, "হে যজ্ঞসেন! তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না। আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় তোমার সহিত এক আশ্রমে ক্রীড়া করিয়াছিলাম। সেই জন্য তোমার প্রতি আমার প্রীতি সঞ্চারিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার সহিত পুনরায় সখ্যভাব সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যে ব্যক্তি রাজা নহে, সে রাজার সখা হইতে পারে না। এই জন্য তোমাকে পুনরায় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণকূলের অধিপতি হইলে এবং আমিও উত্তরকূলশাসনে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি তোমার ইহাতে প্রবৃত্তি হয়, তবে আমার সহিত সখ্যস্থাপন কর।"

দ্রোণের বাক্য-শ্রবণান্তে দ্রুপদ কহিলেন, "হে ব্রহ্মন্! প্রবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি যে এরূপ আচরণ করিবেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমি মহাশয়ের বাক্যে পরম প্রীত হইলাম, অদ্যাবধি আমি নিত্যকাল আপনার প্রসন্নতালাভের বাসনা করি।" দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদবাক্যে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং প্রসন্নমনে সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন।

আমরা দ্রোণ-চরিত্রে অপূর্ব্ব তেজস্বিতা ও মধুরতার সমাবেশ দেখিতে পাই। তিনি স্বীয় অসাধারণ অস্ত্রবিদ্যাপ্রভাবে গর্ব্বান্ধ ও

কটুভাষী দ্রুপদরাজকে পরাস্ত করিয়া যেমন একদিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনই অন্যদিকে বাল্যসুহৃদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহানুরাগনিবন্ধন ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ, উজ্জ্বল-মধুর ও ভীম-কান্তের সমন্বয়ই দ্রোণ-চরিত্রের বিশেষত্ব।

কুন্তীর প্রত্যুপকার।

পাণ্ডবগণ বিদুরের পরামর্শে ও সহায়তায় পাপাত্মা পুরোচন-নির্ম্মিত জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া ভীমের বাহুবলে হিড়িম্ব রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে, পিতামহ ব্যাসদেব পৌত্র-দিগের দুর্দ্দশাদর্শনে দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক একচক্রা নগরীতে লইয়া গেলেন এবং তথায় কুন্তীসহ পঞ্চভ্রাতাকে এক ব্রাহ্মণালয়ে স্থাপনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা একচক্রা নগরীতে ব্রাহ্মণনিকেতনে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং স্বীয় গুণগ্রামদ্বারা ক্রমে ক্রমে নগরবাসী জনগণের পরম প্রিয় হইয়া উঠিলেন। পঞ্চভ্রাতা দিবাভাগে ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যাসময়ে জননীর নিকটে সমুদয় ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সমর্পণ করিতেন। ভোজরাজদুহিতা কুন্তী সমস্ত ভক্ষ্যবস্তু প্রথমতঃ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া একভাগ ভীমসেনকে প্রদান করিতেন এবং অন্যভাগ পাক করিয়া পাঁচ অংশে বিভাগপূর্ব্বক চারিভাগ অপর পুত্রচতুষ্টয়কে প্রদান করিয়া স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিতেন। এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডবগণ তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদা ঘটনাক্রমে ভীম ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন না। যুধিষ্ঠিরাদি

চারি ভ্রাতা ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলে, কুন্তী ভীমসহ ব্রাহ্মণালয়ে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। দয়াশীলা কুন্তী সেই করুণরসোদ্দীপক ক্রন্দনশব্দ-শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ভীমকে কহিলেন, "হে পুত্র! আমরা পাপাত্মা দুর্য্যোধনের অজ্ঞাতসারে এই ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে পরমসুখে বাস করিতেছি। ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করিয়া থাকেন। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মণ কোন মহা-বিপদে পড়িয়াছেন। এই সময়ে উঁহার সাহায্য করিলে যথেষ্ট উপ-কার করা হয়।" ভীমসেন কহিলেন, "মাতঃ! ব্রাহ্মণের কি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দুঃখের কারণই বা কি সবিশেষ জানিয়া আসুন, যাহাতে ব্রাহ্মণের উপকার হয়, অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সাধন করিব।"

দুইজনে এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন কুন্তী অধীরা হইয়া দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং দেখিলেন যে ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী, দুহিতা ও পুত্রসমভিব্যাহারে অধোবদনে উপবেশন করিয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছেন, "এক্ষণে আমি উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়াছি। প্রিয়ে, দেখ, যদি পুত্র কন্যা বা তুমি, ইহাদের একজনকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়; আর যদি স্বয়ং প্রাণত্যাগ করি তাহা হই-লেও প্রতিপালক অভাবে তোমরা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে। হায়! কি কষ্ট! অদ্য আমি সবান্ধবে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম! আমাকে ধিক্! এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, জীবিত থাকিয়া কাহারও লাভ নাই।"

ব্রাহ্মণের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আপনি বিদ্বান্ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোক প্রকাশ করিতেছেন? দেখুন সকল মনুষ্য-কেই একবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই; অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী ও অখণ্ডনীয় তদ্বিষয়ে সন্তাপ করা কর্ত্তব্য নহে। হে বিদ্বন্! শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন—কি ভার্য্যা, কি পুত্র, সকলই আপনার সুখের নিমিত্ত, অতএব ধন ও স্ত্রীদ্বারা সতত আত্মার রক্ষা করা উচিত। এক্ষণে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করুন। আমি স্বয়ং তথায় যাইব, কারণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পতির হিতসাধন করাই সাধ্বী স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমার মৃত্যু হইলে, আপনি অনায়াসে পুত্র কন্যা দুইটীকেই প্রতি-পালন করিতে পারিবেন, কিন্তু আপনি না থাকিলে আমাদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না।" পতিহিতৈষিণী ভার্য্যার ইত্যাকার নানাবিধ যুক্তিপূর্ণ ও স্নেহার্দ্র বাক্য শ্রবণে ব্রাহ্মণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন।

তৎপরে সেই ব্রাহ্মণের কন্যা মাতাপিতার ঈদৃশ বিলাপবাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিল, "পিতঃ! কিছুদিন পরে আমাকে অবশ্যই এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরগৃহে যাইতে হইবে; বিশেষতঃ আমার অনিষ্টে কাহারও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই; আপনাদের অনিষ্টে আমার ও আর সকলেরই অনিষ্ট হইবে। অতএব আমিই রাক্ষস-সমীপে গমন করিব।"

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যার এইরূপ পরিদেবন-বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তিনজনকে এইরূপে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণের শিশু সন্তান প্রত্যেকের নিকট গমন করিয়া অস্ফুট মধুর স্বরে কহিতে লাগিল, "তোমরা কাঁদিও না, স্থির হও.

আমার হস্তে এই যে তৃণটী দেখিতেছ, আমি ইহার আঘাতে সেই দুরাত্মা রাক্ষসকে বধ করিব।" বালকমুখনিঃসৃত অর্দ্ধোচ্চারিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তিনজনেই ক্ষণকালের জন্য শোক বিস্মৃত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলেন।

কুন্তী এতাবৎকাল দণ্ডায়মান ছিলেন; এক্ষণে অবসর বুঝিয়া তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অমৃতময় বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া কহিতে লাগিলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন, বলুন। যদি আমাদের সাধ্য হয়, তবে অবশ্য আপনাদের দুঃখ মোচন করিব।" ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই মধুময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "হে তাপসি! আমাদের যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মোচন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। হে মনস্বিনি! এই রাজ্য যে রাজার অধিকারভুক্ত, তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য। এই নগরের উপর তাঁহার কিছু-মাত্র যত্ন নাই। এই নগরের সমীপে বকনামে এক দুর্দ্দান্ত নরমাংসাশী রাক্ষস বাস করে। কার্য্যতঃ সেই রাক্ষসই এক্ষণে এই নগরের অধি-পতি। সে অন্য কোনরূপ রাজস্ব আদায় করে না; তাহাকে প্রতি-দিন একজন মনুষ্য, বিংশতি খারি পরিমিত তণ্ডুল এবং মহিষদ্বয় ভোজনার্থে প্রদান করিতে হয়। নগরবাসীরা পর্য্যায়ক্রমে রাক্ষসকে ঐরূপ আহার্য্য দিয়া থাকে। অদ্য আমার পর্য্যায় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু আমার সংসারে আমি, আমার স্ত্রী, একটি শিশুপুত্র ও একটি কন্যামাত্র আছে, আর কেহই নাই। আমার এমন অর্থ নাই যে, একজন মনুষ্য ক্রয় করি; স্বীয় সুহৃজ্জনকে প্রদান করাও কোনমতে বিধেয় নহে। এক্ষণে কি করি! কিরূপে রাক্ষসহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই, তাহার কোন উপায় দেখিতেছি না; এই নিমিত্ত দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে স্থির করিয়াছি যে, সপরিবারে সেই দুরাত্মা

রাক্ষসের সমীপে গমন করিব, সে আমাদিগের সকলকে এককালে ভক্ষণ করিয়া এই বিষম দুঃখ হইতে মুক্ত করিবে।"

পরদুঃখকাতরা কুন্তী আশ্রয়দাতার এই নিদারুণ বিপদের কথা শুনিয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! আপনি আর পরিতাপ করিবেন না; আমার পাঁচটী পুত্র, তাঁহাদের মধ্যে একজন আপনার হিতার্থে রাক্ষস-সমীপে গমন করিবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "শুভে! একে আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি। অতি অভদ্র ও অধার্ম্মিক লোকেরাও স্বীয় প্রাণ-রক্ষার্থে অতিথি ব্রাহ্মণের প্রাণনাশ করে না। অতিথির নিমিত্ত আপনার প্রাণ বা তদপেক্ষা প্রিয় আত্মজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমি কি করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া নিন্দা করেন। অতএব অদ্য আমি সপরিবারে রাক্ষসহস্তে প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি আপনার পুত্রবধে কদাপি সম্মত হইব না।"

কুন্তী কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! আমি যে পুত্রকে রাক্ষসসমীপে প্রেরণ করিব, রাক্ষস কখনই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমার সেই পুত্র সাতিশয় বলবান্ ও তেজস্বী। সে নিশ্চয়ই তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করিবে। আমি স্বচক্ষে তাহার বিক্রম দেখিয়াছি; অনেক মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় রাক্ষস আমার সেই পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমরশায়ী হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কুন্তীর অমৃতোপম বাক্যশ্রবণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। তৎ-পরে কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়েই ভীমসেনের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাক্ষসবধার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। ভীম

"যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহাদের অভিলষিত-সম্পাদনে অঙ্গীকার করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভীমের অসমসাহসিকতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া কুন্তীকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মাতঃ! এই দুষ্কর কার্য্য করিতে ভীম কি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছে, না আপনি উহাকে অনুমতি দিয়াছেন?" কুন্তী কহিলেন, "বৎস! ভীম আমার আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণের দুঃখমোচনার্থে এবং নগরের হিতসাধনার্থে এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মাতঃ! আপনি এ বিষয়ে ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া সজ্জনবিগর্হিত ও অতিমাত্র সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি পরপুত্ররক্ষার্থ নিজপুত্রকে বলি দিয়া থাকে? বিশেষতঃ, আমরা যে ভীমের বাহুবলে জতুগৃহদাহ প্রভৃতি অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি এবং ভবিষ্যতে যাহার বীর্য্যপ্রভাবে পুনরায় রাজ্যোদ্ধারের আশা করি, আপনি কোন্ সাহসে সেই মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বোধ করি, দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে।"

কুন্তী বলিলেন, "বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি কেন বৃথা সন্তাপ করিতেছ? আমি নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত এ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি নাই। দেখ, ব্রাহ্মণ আমাদিগের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। উপকারীর প্রত্যুপকার করা যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে পুরুষ উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করে এবং যে পুরুষ অন্যে যে পরিমাণে উপকার করে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে উপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়, সেই যথার্থ পুরুষ। আমি বাল্যাবধি ভীমের পরাক্র

বিলক্ষণ অবগত আছি। বিশেষতঃ জতুগৃহ-দাহ ও হিড়িম্ববধ-সময়ে ভীম যে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে, তাহা তুমিও অবলোকন করিয়াছ। তাই আমি ব্রাহ্মণের হিতার্থে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানকল্পে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।”

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় জননী কুন্তীর মুখে এবংবিধ ধর্ম্মোপেত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন “মাতঃ! আপনি দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের উপকারার্থ ভীমকে অনুমতি প্রদান করিয়া যৎপরোনাস্তি সুশীলতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনার পুণ্যবলে ভীমসেন নিশ্চয়ই সেই নরমাংস-লোলুপ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।”

পরদিন প্রভাতে ভীম বলি লইয়া রাক্ষসের আবাসস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং মল্লযুদ্ধে রাক্ষসকে নিহত করিয়া সমস্ত লোকের বিস্ময়োৎপাদন ও প্রভূত হিতসাধন করিলেন।

অর্জ্জুনের জয়শীলতা।

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা বকরাক্ষসের হস্ত হইতে একচক্রানগরবাসী-দিগকে পরিত্রাণ করিয়া বেদপাঠ ও শাস্ত্রালোচনাপূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। একদা তথায় এক অতিথি ব্রাহ্মণ আতিথ্যসৎকারে পরিতৃপ্ত হইয়া সুখাসীন হইলে, পাণ্ডবগণ তাঁহার মুখে বিচিত্র পবিত্র কথা ও আশ্চর্য্য ঘটনার উত্থাপন-প্রসঙ্গে পাঞ্চাল-দেশে দ্রৌপদীর অত্যদ্ভুত স্বয়ংবর সংবাদ শ্রবণ করিলেন। তাঁহারা কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে ব্রাহ্মণকে এই বিস্ময়কর ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি দ্রোণ ও দ্রুপদের বিবাদমূলক

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া পরিশেষে কহিতে লাগিলেন,—

"দ্রোণের হস্তে পরাভূত হইয়া দ্রুপদরাজ আপনাকে অপেক্ষাকৃত হীনবল বিবেচনা করিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিগ্রহ নিন্দনীয় ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ, এই জন্য তিনি দ্রোণের অযোগ্য উপচারে কোনক্রমেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি স্বীয় ক্ষাত্রতেজে দ্রোণকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য জ্ঞান করিয়া অলৌকিক ব্রাহ্মবলে দ্রোণনাশক পুত্র লাভ করিবার বাসনায় যাজনকর্ম্মদক্ষ ব্রাহ্মণগণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। একদা ভাগীরথীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে এক আশ্রমে উপনীত হইলেন। তথায় যাজ ও উপযাজ নামে দুইজন সংশিতব্রত ব্রহ্মর্ষির সন্দর্শন লাভ করিলেন। দ্রুপদরাজ সম্বৎসরকাল সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগকে সেবা ও পরিচর্য্যা দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। ঐ মহাতপাঃ মহর্ষিদ্বয় দ্রুপদের আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন এবং অচিরে অভীষ্টসম্পাদনমানসে প্রজ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিবামাত্র হুতাশনমধ্য হইতে দেবকুমারসদৃশ এক সুকুমার কুমার উত্থিত হইলেন। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণ, সুন্দর কিরীটদ্বারা সুশোভিতমস্তক, বর্ম্মাবৃতাঙ্গ, খড়্গচর্ম্মধারী, ধনুঃশরপাণি, ভীষণাকৃতি ও রথারূঢ় সেই বীরকুমার সিংহনাদ করিতে করিতে বহ্নিমধ্য হইতে নির্গত হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া পাঞ্চালদেশীয় জনসাধারণ বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে এইরূপ আকাশবাণী হইল, 'এই যশস্বী রাজকুমার দ্রোণবধের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার বল অতি অদ্ভুত, ইনি পাঞ্চালদিগের ভয় দূর করিবেন।'

ইত্যবসরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী যজ্ঞবেদিমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। ত্রিভুবনে তদীয় রূপলাবণ্যের তুলনা ছিল না। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় সুশোভন ও আকর্ণ-বিস্তৃত, কেশজাল নীলাভ ও আকুঞ্চিত, ভ্রূদ্বয় চারুদর্শন এবং তাঁহার গাত্র হইতে নীলোৎপল-সৌরভ নিঃসৃত হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কোন দেবী মানুষী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ঐ দেবরূপিণী রমণী এমন পরমা সুন্দরী যে তদ্দর্শনে দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বের মনও মোহিত হয়। তৎকালে সহসা এইরূপ আকাশবাণী সমুত্থিত হইল 'এই কন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করিয়া বিস্তর সুরকার্য্য সাধন করিবেন, ইঁহার নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকিবে।' ইহা শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালেরা সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ণকাম ব্রাহ্মণেরা পুত্রের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কন্যাটীর নাম কৃষ্ণা রাখিলেন।"

ব্রাহ্মণ-প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, পাণ্ডবেরা গুরু দ্রোণের নিধন ও স্বীয় কুলচ্ছেদের আশঙ্কা করিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর কুন্তী পুত্রদিগকে পাঞ্চালদেশে গমন করিতে পরামর্শ দিলেন। পুত্রেরা তদনুসারে জননী সমভিব্যাহারে আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া দ্রুপদরাজ্যে যাত্রা করিলেন। ইত্যবসরে ব্যাসদেব তথায় উপনীত হইয়া কুন্তীনন্দনদিগকে ধর্ম্মার্থ-সম্বদ্ধ বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক প্রসঙ্গক্রমে দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মমূলক একটী উপাখ্যান বর্ণন করিয়া কহিলেন, "সেই দেবরূপিণী রমণী দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন। অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল নগরে গিয়া অবস্থান কর। আমি

নিশ্চয় কহিতেছি, তোমরা সেই কন্যারত্ন লাভ করিয়া ভবিষ্যতে সুখী হইবে।" এই বলিয়া মহাতপাঃ মহর্ষি ব্যাস, কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে সাদরসম্ভাষণাশীঃপ্রয়োগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ সন্তুষ্টচিত্তে জননী কুন্তীকে অগ্রে করিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সোমাশ্রয়ায়ণ নামক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবীতীরে উপনীত হইলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বাগ্রে এক প্রদীপ্ত আলোক লইয়া প্রকাশার্থে ও আত্মরক্ষার্থে তথায় গমন করিলেন। অঙ্গারপর্ণনামা এক মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ঐ পবিত্র ও রমণীয় গঙ্গাজলে অঙ্গনাগণ-পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন। তিনি অকস্মাৎ জননী-সমভিব্যাহারী পাণ্ডবদিগকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে ধনুগুর্ণ আস্ফালনপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে তীব্র ভৎর্সনা ও ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন যুক্তিপূর্ণ বচনে গন্ধর্ব্বরাজের উদ্ধত বাক্যের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া কহিলেন, "ভাগীরথীর জল অতি পবিত্র। সকলেই এই স্বর্গফলদায়িনী দেবনদীতে অবাধে অবগাহন করিয়া থাকে। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে এই পবিত্র জল স্পর্শ করিব। কোন বাধা মানিব না।"

এই কথা শুনিবামাত্র অঙ্গারপর্ণ রোষপরবশ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক আশীবিষতুল্য শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন হস্তস্থিত অলোক ও চর্ম্ম বিঘূর্ণিত করিয়া তদীয় শরজাল নিবারণ করিলেন এবং ক্রোধভরে গন্ধর্ব্বের প্রতি গুরুদত্ত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। প্রয়োগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তদীয় রথ ভস্মসাৎ হইল। তখন অর্জ্জুন বিরথ, বিপন্ন ও অস্ত্রতেজে বিমোহিত গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভ্রাতৃসন্নিধানে লইয়া গেলেন। এই অবসরে গন্ধর্ব্বরাজমহিষী কুম্ভীলসী পতির প্রাণরক্ষার্থে

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইলেন। যুধিষ্ঠির কুম্ভীলসীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া গন্ধর্ব্বরাজকে মুক্ত করিবার জন্য অর্জ্জুনকে অনুজ্ঞা করিলেন। অর্জ্জুন তদনুসারে তাঁহার প্রাণদান করিলেন। অঙ্গার-পর্ণ প্রীত হইয়া প্রাণদাতা মহাত্মা অর্জ্জুনকে আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ চাক্ষুষী বিদ্যা ও গন্ধর্ব্বজ অশ্ব দান করিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের (অঙ্গারপর্ণের) উপহার-গ্রহণে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্ব! তুমি প্রীত হইয়া বা প্রাণসঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া এই বিদ্যাধন অর্পণ করিতেছ; যদি প্রতিপ্রদান না হয়, তবে তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই।" তদু-ত্তরে চিত্ররথ কহিলেন, "আমি তোমার নিকট অত্যুৎকৃষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র ও বৃদ্ধি নামক ঔষধ এই দুইটী এককালে গ্রহণ করিব।" তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি ব্রহ্মাস্ত্র বিনিময়ে তোমার নিকট গন্ধর্ব্বজ অশ্ব গ্রহণ করিব, কিন্তু আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে সর্ব্বদা আমাদের সমাগম হয়।" এইরূপে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের সহিত অর্জ্জুনের সখ্য সংস্থাপিত হইল। চিত্ররথ ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম এবং জিতেন্দ্রিয় ও বেদপারগ পুরোহিতের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া অর্জ্জুনকে তপতীর ও বশিষ্ঠের উপাখ্যান শ্রবণ করা-ইলেন; পরে ধৌম্য ঋষিকে পৌরোহিত্য কার্য্যে বরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। পাণ্ডবেরা তদনুসারে উৎকোচক নামক তীর্থে গমন করিয়া তপঃপরায়ণ বেদবিত্তম ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসন্দর্শনমানসে জননী সমভিব্যাহারে মহোৎসবময় দ্রুপদরাজ্যে গমন করিলেন। পথিমধ্যে স্বয়ংবরদর্শনার্থী কতিপয় ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের সহিত পাণ্ডবগণের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পঞ্চভ্রাতাকে তাঁহাদিগের সঙ্গে পাঞ্চালদেশে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। পরে মহাসমৃদ্ধ স্বয়ংবরোৎসব ও দ্রৌপদীর

অলোকসামান্য রূপরাশির বর্ণন করিয়া পাণ্ডবদিগের কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণপূর্ব্বক পরিহাসবাক্যে কহিলেন. "আপনারা সকলে দেবতুল্য রূপবান্ ; কৃষ্ণার নয়নপথের পথিক হইলে, তিনি অবশ্যই আপনাদিগের কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিবেন।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে আজ্ঞা, আমরা সকলেই আপনাদের সঙ্গে রাজকন্যার স্বয়ংবর-মহোৎসব সন্দর্শনে গমন করিব।" এইরূপে পাণ্ডবগণ ক্রমে ক্রমে পাঞ্চাল দেশে উপনীত হইয়া স্কন্ধাবার ও নগর নিরীক্ষণপূর্ব্বক এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিলেন এবং ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

রাজা যজ্ঞসেন মনে মনে অভিলাষ করিয়াছিলেন পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুনকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু পাণ্ডবগণের তিরোধান-সংবাদ শ্রবণে তিনি নিরাশ হইয়া সে সঙ্কল্প সংগোপন করিলেন। এক্ষণে তিনি স্বয়ংবরা কন্যার জন্য উপযুক্ত বরলাভের আশায় এক দুরানম্য সুদৃঢ় শরাসন প্রস্তুত করাইলেন, এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন "যে ব্যক্তি এই শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, আমি তাঁহাকেই কন্যা দান করিব।"

এইরূপ ঘোষণাশ্রবণে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংবরদিদৃক্ষু ঋষিগণ এবং কর্ণ-সহযাত্রী দুর্য্যোধনাদি কুরুবর্গ সমুপস্থিত হইলেন। নানা দিগ্ দেশ হইতে শত শত ব্রাহ্মণগণ আসিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। রাজগণ সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া স্বয়ংবরদর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। পৌরজন ও জানপদবর্গ দ্রৌপদী-দর্শনাভিলাষে মহোল্লাসে রাজসভায় উপনীত হইয়া, কেহ কেহ

পরার্দ্ধ মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন, কেহ কেহ বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলেন। নগরের প্রান্তবর্ত্তিনী এক পরিষ্কৃত সমতল ভূমিতে স্বয়ংবরসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণনিচয়ে সুশোভিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী তুষারজালজড়িত হিমালয়-শিখরের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ঐ সকল প্রাসাদের প্রাঙ্গণভূমি রমণীয় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত ছিল। দ্বারসকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানশ্রেণী সুসংগঠিত ছিল। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম ঐ সভার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছিল। সভামণ্ডপ সুবাসিত গন্ধবারিদ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যাসমূহ সন্নিবেশিত ছিল। কোন স্থানে নৃত্যগীত, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম, কোথাও বা নানাবিধ মহোৎসব হইতেছিল। পাণ্ডবগণ সমাগত দ্বিজসমাজে আসনপরিগ্রহ-পূর্ব্বক পাঞ্চালরাজের ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশভূষা পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্র কাঞ্চনমালা গ্রহণ করিয়া নৃপসমাজে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণদ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া তূর্য্যাজীবদিগকে বাদ্য করিতে নিবারণ করিলেন। এইরূপে সেই সভা নিস্তব্ধ হইলে, পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় ভগিনী দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং গম্ভীররবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সমাগত নরেন্দ্রবৃন্দ! আপনারা শ্রবণ করুন। এই ধনুর্ব্বাণ এবং ঐ লক্ষ্য রহিয়াছে। মধ্যপথে চক্রাকার যন্ত্র নিরন্তর

ঘূর্ণিত হইতেছে। নিম্নে সলিলমধ্যে উহার ছায়া লক্ষিত হইবে। যিনি ঐ যন্ত্রের ছিদ্রপথে পঞ্চ শর নিক্ষেপ করিয়া ঐ মৎস্য-পুচ্ছ লক্ষ্য পাতিত করিতে পারিবেন, মদীয় ভগিনী কৃষ্ণা কুলশীলরূপলাবণ্যসম্পন্ন সেই মহাত্মার ভার্য্যা হইবেন, সন্দেহ নাই। দ্রুপদপুত্র সভামধ্যে এই সংবাদ প্রচার করিয়া সমবেত ভূপতিগণের নাম, গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্ত্তন করিলেন এবং ভগিনীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থে সমাগত রাজেন্দ্রমণ্ডলীমধ্যে যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।"

তখন সেই সমস্ত বলবীর্য্যসম্পন্ন অস্ত্রশিক্ষানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্রবর্গ রূপ, যৌবন, কুল, শীল ও ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া মদস্রাবী মাতঙ্গযূথের ন্যায় ঈর্ষাকষায়িতলোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণপূর্ব্বক স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই ত্রিভুবনললামভূতা কৃষ্ণার রূপসন্দর্শনে সম্মোহিত হইলেন এবং "দ্রৌপদী আমারই হইবে" এই বলিয়া রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহারা দ্রুপদরাজকুমারীর নিমিত্ত আপন বন্ধুবান্ধবদিগের প্রতিও ঈর্ষা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। রঙ্গস্থ সমস্ত লোক কৃষ্ণার অনুপম রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া তদ্‌গতহৃদয়ে কেবল তাঁহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে বলভদ্র, জনার্দ্দন প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণ স্বয়ংবর-সভায় পাণ্ডবগণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদুপ্রবীর কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সেই গজেন্দ্রাকার পঞ্চপাণ্ডবকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলরামকে তাঁহাদের কথা জ্ঞাপন করিলেন। বলদেব সেই পঞ্চভ্রাতাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রীতমনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু অন্যান্য রাজকুমারেরা দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণাতে মনঃপ্রাণ

সমুদয় সমর্পণ করিয়াছিলেন, সুতরাং পাণ্ডবগণকে দর্শন করা দূরে থাকুক, তাঁহারা ঈর্ষান্বিত ও রোষপরবশ হইয়া অধরদংশনপূর্ব্বক আরক্ত নয়নযুগল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরাও দ্রৌপদীকে নয়নগোচর করিয়া বিস্ময়বিমোহিত হইলেন।

অনন্তর সেই সভাভবন রমণীয় গন্ধে সুবাসিত এবং বিকীর্য্যমান দিব্য কুসুমসমূহের সুগন্ধে আমোদিত হইল। মহাস্বন দুন্দুভিধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। চতুর্দ্দিক্ বেণু ও বীণা ও পণবনিনাদে পরিপূরিত হইল। দুর্য্যোধন শল্য, শাল্ব, জরাসন্ধ ও শিশুপালপ্রমুখ রাজতনয়েরা কিরীট, হার, অঙ্গদ ও চক্রবান্ প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া স্ব স্ব বলবীর্য্যপ্রদর্শন ও সিংহনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই ভীষণ শরাসনে শরসন্ধান করা দূরে থাকুক, কার্ম্মুকে জ্যারোপণ করিতেও সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা ধনুরাঘাতে আহত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের অঙ্গস্থ আভরণ সকল বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তাঁহারা নিস্তেজ ও হতাশ্বাস হইয়া ক্রমে ক্রমে শান্তভাব অবলম্বন করিলেন এবং সলজ্জবদনে দ্রৌপদীলাভ-বাসনা এককালে বিসর্জ্জন দিলেন।

ধনুর্দ্ধরপ্রবর কর্ণ রাজগণের এইরূপ বৃথা উদ্যম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরসন্ধান করিলেন। পাণ্ডুতনয়েরা কর্ণকে নয়নগোচর করিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্যভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দ্রৌপদী কর্ণের উদ্যোগ দর্শনে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।" এই কথা শুনিবামাত্র কর্ণ সামর্ষহাস্যে সূর্য্য-সন্দর্শন-পূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে ক্ষত্রিয়রাজগণ ক্রমে ক্রমে পরাঙ্মুখ হইলে, কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন

যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন-ক্রমে বিপ্রমণ্ডলীমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা পার্থকে কার্ম্মুকাভিমুখে গমনোদ্যত দেখিয়া অজিন-বিধূনন-পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কেহ কেহ বিমনা হইয়া অর্জ্জুনের দুঃসাহসের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ তাঁহার আজানুলম্বিত দীর্ঘবাহু, পীনস্কন্ধ, বিশাল উরঃস্থল, প্রশান্ত ও গম্ভীর আকৃতি এবং অবিচলিত অধ্যবসায়দর্শনে প্রহৃষ্ট হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃসিংহসকল দৃঢ়প্রযত্নেও যে ধনু সজ্য করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমেষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যা-রোপণপূর্ব্বক পঞ্চ শর গ্রহণ করিলেন; পরে ছিদ্রমধ্যে সেই অতিকষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। পার্থের বিজয়শব্দ সমন্তাৎ প্রতিধ্বনিত হইল। দেবতারা অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব উত্তরীয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাদ্যকরেরা শতাঙ্গ তূর্য্যবাদন করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতিপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। দ্রুপদরাজ পার্থকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। কৃষ্ণা শক্রপ্রতিম অর্জ্জুনকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে সুবর্ণমাল্য ও শুভ্রবসন গ্রহণপূর্ব্বক কুন্তীসুতসমীপে গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ বিজয়লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ-পরিপূজ্যমান হইয়া স্বয়ংবরসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ধনঞ্জয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা পঞ্চভ্রাতা একত্র হইয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং পাণ্ডবগণকর্তৃক পূজিত হইয়া মহার্হ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক নিভৃতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "তোমরা পঞ্চভ্রাতা, কিন্তু একাকিনী দ্রুপদ-তনয়া তোমাদিগের ধর্ম্মপত্নী, অতএব যাহাতে তোমাদিগের ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ না হয়, এমন কোন উপায় বিধান কর। পূর্ব্বকালে লোকত্রয়-বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অন্যের অবধ্য ছিল। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর এরূপ সৌহার্দ্দ ছিল, যে তাহারা একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন ও একরাজ্য শাসন করিত। কেবল তিলোত্তমার নিমিত্ত বিবাদ করিয়া তাহারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল। তোমাদের পঞ্চভ্রাতারও এক্ষণে পরস্পর যৎপরোনাস্তি সৌহার্দ্দ আছে, অতএব দেখিও যেন বিবাদ না হয়। এই নিমিত্তই আমি কোন সদুপায় স্থির করিতে পরামর্শ দিতেছি।" ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের প্রশ্নানুসারে সুন্দ ও উপসুন্দের উপাখ্যান আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

পাণ্ডুতনয়গণ মহর্ষি নারদের এইরূপ ব্যক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে পরস্পর এই নিয়ম করিলেন যে, আমাদের পঞ্চভ্রাতার মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর নিকট থাকিবে, তখন অন্য জন তথায় যাইতে পারিবে না। যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তাঁহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া

দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিলে, তপোধন নারদ পরম প্রীত হইয়া স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহাদের রাজ্যপ্রাপ্তির বহুদিনপরে একদা কতিপয় তস্কর একত্র হইয়া এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিল। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনের নিকট গমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "নৃশংস চৌরগণ আমার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, ত্বরায় রক্ষা করুন।" ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি-শ্রবণে অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া "মা ভৈঃ" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীসহ আয়ুধাগারে অধ্যাসীন ছিলেন। যদি আয়ুধ অনিবার জন্য আয়ুধাগারে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন জন্য বনগমন করিতে হইবে; বিলম্ব করিলেও দস্যুগণ পলায়ন করিবে এবং রাজ্য-পালনে উপেক্ষাজন্য কলঙ্কঘোষণা হইবে। অবশেষে নির্ব্বাসনভয়ে ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষা করিতে বিরত হওয়া নিতান্তই অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া শস্ত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া ধনুঃশর গ্রহণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই তিনি গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার যশঃ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে ব্রাহ্মণের উপকার করিয়া মহারাজ ধর্ম্মরাজের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে আর্য্য! আপনি দ্রৌপদীসহবাসে আয়ুধাগারে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে আমি তথায় প্রবেশ করিয়া দেবর্ষি-কল্পিত নিয়ম উল্লঙ্ঘন

করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গমন করিব, হৃষ্টচিত্তে অনুমতি করুন।” ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সহসা অর্জ্জুনের মুখে এবংবিধ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিতে লাগিলেন, “হে ভ্রাতঃ! তুমি কেবল ব্রাহ্মণের উপকারার্থ আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপ্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় নাই, আমার সে বিষয়ে সম্মতি আছে। সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই জ্যেষ্ঠের অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কিছুমাত্র পাপ নাই। অতএব তুমি বনগমনে নিবৃত্ত হও; তোমার ধর্ম্মলোপ হইবে না; তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমার অণুমাত্র অবমাননা হয় নাই।”

অর্জ্জুন কহিলেন, “মহারাজ! আপনিই কহিয়াছেন ছল-পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না; বিশেষতঃ এইরূপে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে করিতে নিয়মপালনের দৃঢ়তা থাকে না। অতএব আমি আয়ুধ স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না।” মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পাদবন্দনা করিয়া দ্বাদশ বর্ষের জন্য অরণ্যযাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাণ্ডবগণের সৌভ্রাত্র ও সত্যনিষ্ঠা।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মন্ত্রণায় এবং ভ্রাতৃগণের বাহুবলে মহা-সমারোহে রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। দুর্য্যোধন ঐ মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের উপায়ন-প্রতিগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত-হইলেন। যজ্ঞাবসানে একদা মাতুল শকুনি সহ ময়দানবনির্ম্মিত অপূর্ব্ব সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া উহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই রমণীয় দৃশ্য দর্শনে তিনি সহসা বিমোহিত হইলেন এবং জলভ্রমে এক স্ফটিকময় স্থলে নিপতিত হইয়া লজ্জিত হইলেন। কখনও বা স্থলভ্রমে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল ও পদ্মে সুশোভিত দীর্ঘিকাজলে সবস্ত্র পতিত হইলেন। আবার কখনও স্ফাটিক ভিত্তিকে দ্বার বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশোদ্যত হইবামাত্র মস্তকে আহত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। এইরূপ মতিভ্রম-দর্শনে যুধিষ্ঠির ব্যতীত অন্যান্য পাণ্ডবগণ এবং কৃষ্ণ, দ্রৌপদী ও অন্যান্য রমণীগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশাদর্শনে যুধিষ্ঠির তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে ভ্রাতৃগণকে আদেশ করিলেন। তাঁহারা আজ্ঞা প্রতি-পালন করিলেও হাস্যপরিহাস সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

দুর্য্যোধন তাঁহাদের উপহাসবাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া তৎকালে আপনার মনোভাব সংগোপন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রনন্দন হস্তিনা-নগরে প্রত্যাগমনকালে দারুণ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি মহাত্মা কৌন্তেয়গণের মহান্ মহিমা দর্শনে বিবর্ণ হইয়া উঠিলেন। অবিলম্বে শকুনি দুর্য্যোধনের দুশ্চিন্তার কারণ অবগত হইয়া কপটদ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। এইরূপ দুষ্ট মন্ত্রণা করিয়া তাঁহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদের পাপ অভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দ্যূতক্রীড়া মহান্ অনর্থের আকর জানিয়া দুর্য্যোধনকে প্রথমে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন; পরে তাঁহাদিগের সনির্ব্বন্ধ দৃঢ়সঙ্কল্প শ্রবণে কর্ত্তব্য অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিদুরকে আহ্বান করিতে চাহিলেন। দুর্য্যোধন ধার্ম্মিক বিদুরকে পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী জানিয়া পিতাকে তাঁহার উপদেশ লইতে নিষেধ করিলেন। এমন কি, তিনি যদি বিদুরের পরামর্শে তাঁহাকে অক্ষক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপ বলিতেও ক্ষান্ত হইলেন না। তখন ধৃতরাষ্ট্র দ্যূত-ক্রীড়া বহু দোষাবহ জানিয়াও পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া দুর্য্যোধনের মতানুসারে ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সহস্রস্তম্ভ-শোভিত, হেমবৈদূর্য্যখচিত, শতদ্বারবিশিষ্ট, ক্রোশায়ত তোরণস্ফাটিকা নামে এক সভা নির্ম্মাণ কর।" সুনিপুণ শিল্পিগণ অনুমতি পাইয়া অতিশীঘ্র সভা নির্ম্মাণ করিল এবং উহা সমুচিত দ্রব্যসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ দিল। অবিলম্বে ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রি-প্রধান বিদুরকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "তুমি শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে

গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আনয়ন কর। তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই সভায় সমাগত হইয়া সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হউন।”

ধীমান্ বিদুর দ্যূতক্রীড়ায় কুলক্ষয় ও সুহৃদ্ভেদ উভয়েরই সম্ভাবনা জানিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ অনুমতি করিতে নিষেধ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে বিদুর! আমি, তুমি, দ্রোণ ও ভীষ্ম সন্নিহিত থাকিতে কোন প্রকারে দ্যূত-জনিত কলহের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ এ জগৎ স্বাধীন নহে, সকলই দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। সেই দৈব হইতেই এইরূপ ঘটিতেছে, আমার ইহাতে কোন হাত নাই। তুমি অদ্যই ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া দুর্দ্ধর্ষ কুন্তীপুত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর।” অগত্যা বিদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগানুসারে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। দুর্দ্দৈবপ্রভাবে যুধিষ্ঠির, অক্ষক্রীড়া কলহের আকর জানিয়াও বিদুরকে কহিলেন “যখন দ্যূত-ক্রীড়ায় আহূত হইয়াছি, তখন নিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার সনাতন ধর্ম্ম।”

অনন্তর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে ভ্রাতৃগণ, দ্রৌপদী প্রভৃতি স্ত্রীগণ, বিদুর, অনুচর ও সহচরবর্গ সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে উপনীত হইলেন এবং কৌরবগণকে যথাযোগ্য প্রণাম ও অভিনন্দন করিয়া পরমসুখে তথায় নিশাযাপন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে পাণ্ডবেরা কৃতাহ্নিক হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কিতবাভিনন্দিত রমণীয় সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজগণমধ্যে সমাসীন দেখিয়া দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাব করিলেন। যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ার নিন্দা করিয়া শকুনিকে ধূর্ত্তের ন্যায় কপটাচার অবলম্বনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে নিষেধ করিলেন। শকুনি যুধিষ্ঠিরের

বাক্যে কিঞ্চিৎ ব্যথিত হইয়া 'দূতক্রীড়ায় শঠতা দোষাবহ নহে' এইরূপ প্রতিপন্ন করিলেন এবং কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! যদি তুমি আমাকে নিতান্তই ধূর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছ, যদি দ্যূতক্রীড়ায় একান্তই ভীত হইয়া থাক, তাহা হইলে দ্যূত হইতে বিরত হও।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "দ্যূতে আহূত হইলে নিবৃত্ত হইব না, ইহাই আমার নিত্যব্রত। দ্যূতক্রীড়ায় অদৃষ্টই বলবান্, আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত। অতএব কাহার সহিত ক্রীড়া করিব, বল।" এই কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন কহিলেন "হে রাজন্! আমি সমুদয় ধনরত্ন প্রদান করিব, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হইয়া ক্রীড়া করিবেন।" যুধিষ্ঠির এরূপ ক্রীড়া অসঙ্গত জানিয়াও নিবৃত্ত হইলেন না।

অনন্তর দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে, ধৃতরাষ্ট্র রাজগণ-পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর অনতিপ্রসন্নমনে তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি এই মহামূল্য মণিময় হার পণ করিলাম; তোমার প্রতিপণের বস্তু কৈ?"

দুর্য্যোধন কহিলেন "আমার বহুতর মণি ও অন্যান্য ধন আছে, তন্নিমিত্ত অহঙ্কার করি না; সে যাহাই হউক, এক্ষণে দ্যূতে জয়লাভ কর।" তৎপরে অক্ষতত্ত্ববিৎ শকুনি অক্ষ গ্রহণ করিয়া 'আমি ত এই জিতিলাম' বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারই জয় হইল।

যুধিষ্ঠির লজ্জিত হইয়া কহিলেন "আইস, পরস্পর পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছি; আমার একলক্ষ অষ্টসহস্র সুবর্ণপূরিত কুণ্ডী, অক্ষয় কোষ ও রাশীকৃত হিরণ্য আছে; তাহাই আমার পণ রহিল।"

শকুনি 'আমিত এই জিতিলাম' বলিয়া অক্ষ বিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহারই জয় হইল।

* এইরূপে শকুনিকর্তৃক কপটদ্যূতে পরাজিত এবং ক্ষোভে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া, যুধিষ্ঠির একে একে হয়, হস্তী, রথ, রথী, দাস, দাসী, গোধন প্রভৃতি পণ রাখিতে লাগিলেন এবং প্রতিবারেই শকুনির হাতে পরাস্ত হইতে লাগিলেন। দুষ্ট শকুনি যুধিষ্ঠিরকে হৃতসর্ব্বস্ব দেখিয়া অবসর বুঝিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ দ্যূতে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠির শকুনির কপটাচার বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া একে একে ভ্রাতৃগণকে পণ রাখিয়া পরাজিত হইলেন। পরে আপনাকেও হারিলেন এবং সর্ব্বশেষে শকুনির উত্তেজনায় নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় প্রণয়িনী দ্রৌপদীকেও পণ রাখিলেন। তখন সভাসদ্ বৃদ্ধগণ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের কলেবর হইতে স্বেদ-বিন্দু নির্গত হইতে লাগিল। বিদুর মস্তক ধারণপূর্ব্বক পন্নগের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া 'জয় হইল কি' 'জয় হইল কি' এই কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধনাদির হর্ষের আর পরিসীমা রহিল না। অন্যান্য সভ্যগণ অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা শকুনি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া 'এই জিতিলাম' বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারই জয় হইল।

তৎপরে যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিলে মনে যুগপৎ ঘৃণা, লজ্জা ও ক্রোধের উদয় হয়। দুরাত্মা

দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে কপটদ্যুতে জয় করিয়াছি মনে করিয়া তাঁহাকে দাসীর ন্যায় নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে প্রথমে বিদুরকে আহ্বান করিলেন। বিদুর দুর্য্যোধনের দুষ্ট বুদ্ধির কথা শুনিয়া তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। তখন দুর্য্যোধন বিদুরকে ধিক্কার দিয়া সূত প্রাতিকামীকে আজ্ঞা করিলেন, "তুমি ত্বরায় গিয়া দ্রৌপদীকে এইস্থানে আনয়ন কর।" প্রাতিকামী দুর্য্যোধনের ভয়ে ভীত হইয়া দ্রৌপদীসমীপে গমনপূর্ব্বক প্রভুর আদেশ নিবেদন করিল। তখন দ্রৌপদী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট জানিয়া আইস, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে বিসর্জ্জন দিয়াছেন?" প্রাতিকামী কৃষ্ণার বচনানুসারে সভামধ্যে সমাসীন যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদীর প্রশ্নের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তখন দুর্য্যোধন কহিলেন "হে প্রাতিকামিন্! পাঞ্চালী এই স্থানে আসিয়া সভাস্থ সর্ব্বজনসমক্ষে তাঁহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুক।" প্রাতিকামী পুনরায় দ্রৌপদীর নিকট যাইয়া দুঃখিতচিত্তে দুর্য্যোধনের কথা জানাইল। দ্রৌপদী কহিলেন, "হে সূতনন্দন! তুমি সভ্যগণসমীপে যাইয়া ধর্ম্মতঃ আমার কি করা কর্ত্তব্য জানিয়া আইস।" তখন প্রাতিকামী পুনরায় সভামধ্যে প্রত্যাগত হইয়া সভ্যগণসমীপে দ্রৌপদীর বাক্য কহিল। সভ্যগণ শ্রবণ করিয়া অধোমুখে রহিলেন। যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া দ্রৌপদীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন প্রাতিকামীকে ভীমভয়ে ভীত মনে করিয়া অনুজ দুঃশাসনকে কহিলেন "তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞসেনীকে আনয়ন কর। অবশ শত্রুগণ তোমার কি করিতে পারিবে?"

দুরাত্মা দুঃশাসন অগ্রজের আজ্ঞা পাইবামাত্র আরক্তলোচনে

ত্বরায় দ্রৌপদীসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, “হে পাঞ্চালি! তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ; সত্বর সভায় আগমন করিয়া দুর্য্যোধনের আজ্ঞা প্রতিপালন কর।” দ্রৌপদী অতিমাত্র ভীত ও দুঃখিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণসমীপে দ্রুতবেগে গমন করিলেন। দুঃশাসন ক্রোধভরে তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভাস্থলে লইয়া গেলেন। তখন দ্রৌপদী কিরূপ কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে সভাস্থ বৃদ্ধগণের নিন্দাবাদ ও পতিগণের কোপানল উদ্দীপন করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। পতিব্রতা সতী ধর্ম্মরাজের নিন্দা করা দূরে থাকুক, বরং “তিনি সজ্জনোচিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়াছেন,” এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে বিসংজ্ঞপ্রায় করিলেন এবং “দাসী দাসী” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন। কর্ণ সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। শকুনি তাহাতে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সভ্যগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

সমাগত সভ্যগণমধ্যে কেহই দুঃশাসনকে এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। দ্রৌপদী যে সূক্ষ্ম প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারও সুমীমাংসা হইল না। ভীষ্ম উহার যথার্থ উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া যুধিষ্ঠিরের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিলেন। দুর্য্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ সভাসদ্‌গণকে দ্রৌপদীর প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেও সকলেই নিরুত্তর রহিলেন। তখন তিনি দ্রৌপদীর পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং বিশিষ্ট কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দ্রৌপদী যে জয়লব্ধা হন নাই, এইরূপ প্রমাণ করিলেন। সভ্যগণ

"সাধু সাধু" বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিকর্ণের বাহু ধারণপূর্ব্বক তাহার মত অগ্রাহ্য করিয়া দ্রৌপদীকে জয়লব্ধা প্রতিপন্ন করিলেন। দুঃশাসন কর্ণের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সভামধ্যে বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীর পরিধেয় বসন আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে, দ্রৌপদী একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। দুঃশাসন যতই তাঁহার বস্ত্র আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, ধর্ম্মপ্রভাবে ততই নানা রাগ-রঞ্জিত বসন সকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ঘোরতর কলরব আরম্ভ হইল। মহীপালগণ দুঃশাসনের গর্হিত কার্য্যের নিন্দা এবং দ্রৌপদীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যখন দুঃশাসন বসনরাশি আকর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিলেন না, তখন লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। সভ্যগণ তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন ইতঃপূর্ব্বে দ্রৌপদীর দুর্দ্দশাদর্শনে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেও, অর্জ্জুনের প্রবোধবাক্যে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে দুঃশাসনের ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর অত্যাচার অবলোকন করিয়া তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ক্রোধভরে কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি সভাস্থ ক্ষত্রিয়গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যদি আমি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক এই ভারতাধম পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রুধিরপান না করি, তবে আমি যেন পূর্ব্বপুরুষগণের গতিপ্রাপ্ত না হই!" ভীম অনুরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির সত্যবদ্ধ হইয়া ধীরভাবে সমস্ত অপমান সহ্য করিলেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশবর্ত্তী হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ক্লিশ্যমানা দ্রৌপদী অনাথার ন্যায় রোদন করিতে করিতে পাণ্ডব-

দিগের অসাধারণ ধৈর্য্য ও কৌরবদিগের দুর্ব্বৃত্ততা ও ধর্ম্মহীনতার বিষয় উল্লেখ করিয়া, তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদ্রোণাদি ধর্ম্মবেত্তা বৃদ্ধগণ তদীয় প্রশ্নসমাধানে অক্ষম হইয়া ধর্ম্মরাজ্যের সিদ্ধান্তই প্রামাণ্য হইবে, এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। সভাস্থ রাজগণ ধৃতরাষ্ট্রের ভয়ে ভাল মন্দ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সৌভ্রাত্র বিনাশ করিবার কল্পনায় দ্রৌপদীকে কহিলেন, "যাজ্ঞসেনি! এক্ষণে তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে তোমার প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা কর। তাঁহারা তোমার নিমিত্ত আর্য্যলোকমধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করুন এবং সেই ধর্ম্মরাজকে মিথ্যাবাদী করিয়া তোমাকে দাসীত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করুন।" তখন ভীমসেন ভুজোত্তলন-পূর্ব্বক সগর্ব্বে কহিলেন, "যদি এই উদারস্বভাব কুলপতি ধর্ম্মরাজ আমাদের প্রভু না হইতেন, তাহা হইলে আমরা কখনই ক্ষমা করিতাম না। আমার প্রভুত্ব থাকিলে কি অদ্য পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়া দুরাত্মা জীবিত থাকিতে পারে?" ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতেছে দেখিয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁহাকে প্রশমিত করিলেন।

কর্ণ পূর্ব্বের ন্যায় দ্রৌপদীর প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিলে, ভীমসেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের অপরিণামদর্শিতার জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধন তুষ্ণীভূত অচেতনপ্রায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে 'দ্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কিনা' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বসন উত্তোলনপূর্ব্বক নির্লজ্জের ন্যায় তাঁহাকে স্বীয় মধ্যউরু প্রদর্শন করিলেন। কর্ণ হাস্য করিতে লাগিলেন।

মহাক্রোধন ভীমসেন তদ্দর্শনে কোপজ্বলিতলোচনে উচ্চৈঃস্বরে সভা-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ভূপতিগণ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ঐ উরু ভগ্ন না করি, তাহা হইলে অন্তে আমার পিতৃলোকের সমান গতি হইবে না।" এই কথা কহিতে কহিতে দহ্যমান্ বৃক্ষকোটরের ন্যায় তাঁহার লোম-কূপ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল।

মহামতি বিদুর ভীমসেনের ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণে কুরুকুলের মহান্ অনর্থপাতের আশঙ্কা করিলেন। তিনি দ্রৌপদীকে অনির্জ্জিতা জ্ঞান করিয়া গান্ধাররাজ্যের বাক্য অমান্য করিতে পরামর্শ দিলেন। দুর্য্যোধন বিদুরের বাক্যে অনাস্থা প্রকাশপূর্ব্বক পুনরায় দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে যাজ্ঞসেনি! ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের মতেই আমার মত; যদি তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে অনীশ্বর বলেন, তাহা হইলে তোমার দাসীত্ব-মোচন হইবে।"

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কেবল পাণ্ডবদিগের মনঃক্লেশ দিবার জন্যই দ্রৌপদীর এইরূপ অবমাননা করেন নাই। পাণ্ডবদিগের সত্যনাশ করাই তাহার অভিপ্রায় ছিল। যদি ভীমার্জ্জুন ধর্ম্মরাজ্যের বাক্য অবহেলা করিয়া দ্রৌপদীর উদ্ধারসাধন করেন, তাহা হইলে পাপাত্মার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ভাবিতে গেলে, এই দৃশ্য পাণ্ডবগণের মহাপরীক্ষার স্থল। একদিকে যুধিষ্ঠিরের সত্য পণ, অন্যদিকে দুঃশাসন-কৃত দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও নিষ্ঠুর নির্য্যাতন। একদিকে অগ্রজের প্রতি ভ্রাতৃগণের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা, অন্যদিকে দুর্য্যোধনকৃত অসহ্য অপমান ও ভীষণ প্রলোভন। এই মহাসঙ্কটস্থলে, পাণ্ডবগণ যেরূপ অতুলনীয় চরিত্রবল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুনিলে হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক সুহৃদ্দ্যূতে আহূত

হইয়া তৎকালোচিত রাজধর্ম্মানুসারে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। তিনি নিজে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা হইয়া কিরূপে সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী হইবেন? শকুনি সুহৃদ্দ্যূতের ভাণ করিয়া কপটতার আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক জয়লাভ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মপ্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি ক্রোধ ও মোহের বশীভূত হইয়া ক্ষণকালের জন্য জ্ঞানশূন্য হইলেন। শকুনির অবৈধ উত্তেজনায় তিনি দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন। শত্রুগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। শকুনি ছলপূর্ব্বক অক্ষ নিক্ষেপ করিয়া জয়লাভ করিলেন।

দুরাত্মা দুর্য্যোধন এইবার দ্রৌপদীকে নিগৃহীত করিয়া ময়দানবের সভায় যে দারুণ অপমান সহ্য করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-শোধ লইবার উপযুক্ত অবসর পাইলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি পাণ্ডবগণের রাজলক্ষ্মী অপহরণে এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের সৌভ্রাত্র ও সত্যধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনেও উদ্যোগী হইলেন। পাপাত্মার ধর্ম্মভয় নাই—তিনি অনায়াসে দুষ্ট দুঃশাসনের সাহায্যে কুলবধূকে সভায় আনয়ন করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত ও অবমানিত করিলেন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তিনি যে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া মহান্ অকার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া অধোমুখে রহিলেন। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি সত্যপালনে কখনই পরাঙ্মুখ হন না। দুর্য্যোধনের দারুণ প্রলোভন তাঁহার ধর্ম্মবলে প্রতিহত হইল। তিনি সত্যবদ্ধ হইয়া দ্রৌপদীর দারুণ অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিলেন। যিনি এককালে পৃথিবী জয় করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রতাপবলে সমগ্র রাজন্যসমাজ বশীভূত হইয়াছিলেন, যাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধন ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এতাদৃশ দৈন্য ও নিগ্রহ স্বীকার করা কিরূপ

অসামান্য ধৈর্য্য ও সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক, তাহা ধারণা করা সহজ নহে। দিগ্বিজয়ী ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণ অসাধারণ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিরুদ্ধাচরণ করা দূরে থাকুক, বরং ধর্ম্মরাজের সত্য-প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কৌরবদিগের ঘৃণিত অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। যে ভীম অযুতনাগতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতমাত্রে অনায়াসে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ধ্বংস করিতে পারিতেন, তিনিও ধর্ম্মের অনুরোধে ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া এইরূপ নিদারুণ অপমান সত্ত্বেও ন্যায়পথ হইতে বিচলিত হন নাই। এইরূপ সৌভ্রাত্র ও সত্যনিষ্ঠা পাণ্ডবগণের নৈতিকবলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক চিরকাল জগতে বিঘোষিত হইবে।

অতঃপর পাণ্ডবগণের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। কৌরবদিগের পাপাভিনয় এইরূপ চলিতেছে, ইত্যবসরে নানা দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অগ্নিহোত্রগৃহে গোমায়ু ও গর্দ্দভগণ চীৎকার করিতে লাগিল এবং পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ানক শব্দ করিয়া উঠিল। তত্ত্ববেত্তা বিদুর ও গান্ধারী ঐ সকল ঘোরতর উৎপাতদর্শনে সাতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করিয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক স্বাভিলষিত বর প্রদান করিতে চাহিলেন। তদনুসারে দ্রৌপদী এক বরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও তৎপুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন এবং দ্বিতীয় বরে সরথ সশরাসন ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের দাসত্বমোচন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তৃতীয় বর দিতে অভিলাষী হইলে, দ্রৌপদী নির্লোভচিত্তে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

যুধিষ্ঠির মুক্তিলাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু এইখানেই দ্যূতাভিনয় সমাপ্ত হইল না। বিধাতা পাণ্ডবদিগের সৌভাগ্য বিদূরিত করিয়া কৌরবদিগের দুরাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত করিলেন। দুঃশাসন পাণ্ডবদিগের মুক্তিসংবাদশ্রবণে বিষণ্ণচিত্তে দুর্য্যোধনকে উহা নিবেদন করিলেন। অচিরাৎ দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন কর্ণ ও শকুনি সহ মন্ত্রণা করিয়া পিতৃসন্নিধানে আগমন করিলেন এবং প্রবল শত্রুদিগকে যে কোন উপায়ে সংহার করিতে পরামর্শ দিলেন। পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার প্রস্তাব করিলেন। এবারে যিনি দ্যূত-নির্জ্জিত হইবেন, তিনি পরিজনসহ দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবেন, এই পণ রাখিয়া পাশক্রীড়া করিবার অভিসন্ধি প্রকাশ করিলেন। তাহা হইলে শকুনি অনায়াসে জয়লাভ করিয়া পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিলে, তিনি অবসরক্রমে মিত্র ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও রাজ্য-চ্যুত করিতে পারিবেন, এইরূপ ভরসা করিয়াছিলেন।

অন্ধরাজ পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া দুর্য্যোধনের দুষ্ট অভিপ্রায় অনুমোদন করিলেন। ভীষ্মদ্রোণাদি মহাত্মগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিলেন। ধর্ম্মশীলা গান্ধারী কুলপাংশুল দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হতবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র হিতৈষী সুহৃদ্বর্গের ও দেবী গান্ধারীর উপদেশবাক্য অগ্রাহ্য করিলেন। অবিলম্বে পুনর্দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন হইল। দুর্য্যোধন সভামধ্যে পিতার আদেশ বিজ্ঞাপন করিলেন। যুধিষ্ঠির স্বর্ণমৃগলুব্ধ রামচন্দ্রের ন্যায়, অথবা বহ্নিমুখ পতঙ্গের ন্যায়, বৃদ্ধরাজার নির্দেশানুসারে সৌবলের মায়াবল জানিয়াও লজ্জা ও ধর্ম্মভয়ে দ্যূতারম্ভ করিলেন। পরিশেষে শকুনিহস্তে কপটদ্যূতে

পরাজিত হইয়া সত্যপালনার্থ ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বনপ্রয়াণ করিলেন।

বিদুরের সৎসাহস।

দ্যূতক্রীড়াপ্রসঙ্গে সমাগত সমগ্র সভ্যমণ্ডলীমধ্যে বিদুর যেরূপ সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। যৎকালে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন ও শকুনির প্ররোচনায় পাণ্ডুপুত্রদিগকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিবার নিমিত্ত বিদুরকে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিতে আজ্ঞা করেন, তখন মনস্বী বিদুর দ্যূতক্রীড়ার ভাবী বিষময় পরিণাম বুঝিতে পারিয়া অন্ধরাজকে উক্ত অশুভ কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ধৃতরাষ্ট্র অনুচিত পুত্র-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তৎকালে বিজ্ঞ বিদুরের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। তিনি দুর্ব্বুদ্ধিপ্রভাবে দৈবের উপর নির্ভর করিলেন, ভীষ্ম-দ্রোণাদি অভিজ্ঞ অমাত্যবর্গের পরামর্শগ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিলেন না। অগত্যা বিদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ প্রতিপালন করিলেন।

তৎপরে ধর্ম্মবুদ্ধি যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। শকুনি কপট পাশক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে ক্রমে ক্রমে পরাস্ত করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কিন্তু বিদুর স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি লোকভয় অপেক্ষা ধর্ম্মভয়ে অধিক ভীত হইতেন।

শকুনির কপটাচার দর্শনে তিনি ব্যথিত হইলেন। দুর্য্যোধন অধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবদিগকে নিরাশ্রয় করিবেন, ইহা তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণে সহ্য হইল না। তিনি দুর্য্যোধনকে কৌরবদিগের বিবাদের নিদানস্বরূপ জ্ঞান করিয়া অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ! পাপাত্মা পুত্রকে পরিত্যাগ করুন। যেরূপ সুরাপায়ী ব্যক্তি সুরাপান করিয়া পতিত হইলে, সে তাহা জানিতে পারে না, সেইরূপ দুরাত্মা দুর্য্যোধন দ্যূতমদে মত্ত হইয়া মহারথ পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতা করিলে অচিরাৎ তাহার যে পতন হইবে, সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। আমি শুনিয়াছি ভোজবংশীয় একজন রাজা পুরবাসিবর্গের হিতার্থে স্বীয় দুঃশীল পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অন্ধক, যাদব ও ভোজগণ একত্র মিলিত হইয়া কংসকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের নিয়োগক্রমে কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিলে, সেই সকল জ্ঞাতিবর্গ পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে পারিয়াছিলেন। আপনিও অর্জ্জুনকে নিয়োগ করুন; তিনি দুর্য্যোধনকে দমন করিলে, কৌরবেরা পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। কাক ও শৃগালতুল্য দুর্য্যোধনের পরিবর্ত্তে ময়ূর ও শার্দ্দূলসদৃশ পাণ্ডবদিগকে ক্রয় করুন। আমি যে অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিতেছি, তজ্জন্য শোকার্ণবে মগ্ন হইবেন না। শাস্ত্রে কথিত আছে, কুলরক্ষার্থে এক ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার্থে কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদরক্ষার্থে গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার্থে পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে। মালাকার যেমন উদ্যানস্থিত পুষ্পবৃক্ষে বারিসেচনপূর্ব্বক কুসুম উৎপন্ন করে, তদ্রূপ আপনিও পাণ্ডবপাদপে স্নেহসলিল সেচন করিলে, সুজাত পুষ্প পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন; অতএব অঙ্গারকারীর বৃক্ষদাহের

ন্যায় উহা সমূলে দগ্ধ করিবেন না। পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ করিলে ভৃত্য, অমাত্য ও পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শমনসদনে গমন করিতে হইবে; কারণ পাণ্ডবেরা একত্র সমবেত হইলে, দেবতাপরিবৃত সাক্ষাৎ ত্রিদশাধিপতিও তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না।"

বিদুর সভামধ্যে ধৃতরাষ্ট্রকে এবংবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিলে, দুর্য্যোধন মহাক্রুদ্ধ হইয়া পিতৃব্য বিদুরকে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তিকে, বিশেষতঃ অহিতকারী মনুষ্যকে স্বীয় আবাসে স্থানদান করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব তুমি যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। তোমার এ সভায় অবস্থান করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।" বিদুর দুর্য্যোধনের দুর্ব্বাক্যে মর্ম্মপীড়িত হইয়া কহিলেন, "হে রাজন্! এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী পাপাত্মা মনুষ্য অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ। যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সদাই হিতকর বাক্য কহেন, তিনিই যথার্থ সহায়। আমি কেবল ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণের ধন ও যশঃ বৃদ্ধি করিবার বাঞ্ছায় সদুপদেশ দিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। পণ্ডিতব্যক্তি নেত্রবিষ বিষধরকে ক্রোধান্বিত করেন না, আমার এই বাক্য স্মরণ রাখিবে।" এই বলিয়া মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

আবার যখন দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে পণে জিতিয়াছি মনে করিয়া বিদুরকে আহ্বান করিলেন, "হে ক্ষত্তঃ! তুমি শীঘ্র গিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন কর; সে দাসীগণ সমভিব্যাহারে আমাদের গৃহমার্জ্জন করুক", তখনও স্পষ্টবাদী বিদুর দুর্য্যোধনের যথেষ্ট নিন্দাবাদ করিয়া সাহসপূর্ব্বক স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন, "কৃষ্ণা কখনই দাসী

হইবার উপযুক্তা নহেন, কারণ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার অনধিকারী হইয়া তাঁহাকে পণে ন্যস্ত করিয়াছেন।" পরে উপদেশচ্ছলে কহিলেন, "হে রাজন্! অন্যের মর্ম্মপীড়া দিবে না, কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না, সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না এবং যে কথা করিলে অন্যে বিরক্ত হয়, ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে না। দুর্ব্বাক্য লোকের মুখ হইতে বিনির্গত হয়, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ বাক্য উচ্চারিত হয়, উহা তাহার মর্ম্মস্পৃক্ হইয়া অহোরাত্র তাহাকে যন্ত্রণা দেয়; পণ্ডিতগণ অন্যকে লক্ষ্য করিয়া কদাপি সেরূপ বাক্য উচ্চারণ করেন না। হে দুর্য্যোধন! তুমি যেরূপ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ, পাণ্ডবগণ কি বনেচর, কি গৃহবাসী, কি তপস্বী কাহাকেও ঐরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করে না। অতি নীচ লোকেরাই ঐ প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। তুমি লোভপরতন্ত্র হইয়া সুহৃজ্জনের সদুপদেশ শ্রবণ করিতেছ না; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তোমারই দুর্ব্বৃত্ততায় কুরুবংশীয়গণ অচিরাৎ সমূলে উন্মূলিত হইবে।" কিন্তু হায়! বিদুরের হিতবাক্য দুর্য্যোধনের হৃদয়ঙ্গম হইল না; তিনি মদমত্ত হইয়া বিদুরকে ধিক্কার দিলেন।

যখন দুরাত্মা দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বসনরাশি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিবসনা করিতে পারিল না এবং সভ্যগণ ধৃতরাষ্ট্রকে নিন্দা করিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন, তখন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুর উৎক্ষিপ্ত বাহু দ্বারা সভাসদ্গণকে নিবারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে সভ্যগণ! দ্রুপদনন্দিনী যাহা জিজ্ঞাসা করিয়া অনাথার ন্যায় পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন, আপনারা তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন না; ইহাতে ধর্ম্মকে পীড়ন করা হইতেছে। আর্ত্ত ব্যক্তি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সভায় আগমন করেন, সভ্যগণের উচিত

যে তাঁহাকে সত্য এবং ধর্ম্মের দ্বারা প্রশমিত করেন। আর্য্য ব্যক্তি সত্য দ্বারা ধর্ম্ম মীমাংসা করেন; অতএব কাম ও ক্রোধাবেগ বিবর্জ্জিত হইয়া দ্রৌপদীকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। বিকর্ণ আপন প্রজ্ঞানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনাদিগের ঐ প্রশ্নের যথাবিহিত মীমাংসা করা উচিত। বিচারসমাজে উপস্থিত থাকিয়া যে ধর্ম্মদর্শী সভ্য বিচার্য্য বিষয়ে কিছুই কহেন না, তিনি মিথ্যাকথনের অর্দ্ধফল প্রাপ্ত হন; আর যিনি মিথ্যা সিদ্ধান্ত করেন, তিনি সম্পূর্ণ মিথ্যার ফলভোগ করেন, সন্দেহ নাই।" কিন্তু বিদুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ পার্থিবগণ কিছুই প্রত্যুত্তর করিলেন না।

পুনরায় যখন ভীমসেন দুর্য্যোধনের কুৎসিত ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার উরুভঙ্গ করিতে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখনও বিদুর ভারতবংশের ভাবী কুলক্ষয় ভাবিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে কহিলেন, "তোমরা অন্যায় দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ, যেহেতু সভামধ্যে স্ত্রী লইয়া বিবাদ করিতেছ। তোমরা সকলে কুমন্ত্রণা-পরতন্ত্র হইয়াছ, এক্ষণে আমার ধর্ম্মবাক্য শ্রবণ কর। দেখ, যদি রাজা যুধিষ্ঠির আত্ম-পরাজয়ের পূর্ব্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বর হইতেন; কিন্তু অনীশ্বরের নিকট বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্ন-নির্জ্জিত ধনের ন্যায়। অতএব হে কৌরবগণ! তোমরা গান্ধাররাজের বাক্য শ্রবণে বিমূঢ় হইয়া ধর্ম্মচ্যুত হইও না।" দুর্ভাগ্যক্রমে এবারও দুর্য্যোধন বিদুরের সুনীতি-বাক্য গ্রাহ্য করিলেন না।

তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে। বিদুর পদে পদে চেষ্টা করিয়াও ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম্মপথে চালিত করিতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি যেরূপ অসামান্য তেজস্বিতা ও ধর্ম্মবুদ্ধির

পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। যৎকালে দুর্য্যোধন সভামধ্যে দ্রৌপদীকে নিগৃহীত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহাত্মগণ তথায় উপস্থিত থাকিয়াও কেহই তাঁহাকে নিবারণ করেন নাই; কেবল ভীমসেন ও বিদুর তাঁহার পাপকার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ভীম বাহুবলে দৃপ্ত হইয়া ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিদুর ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রভাবে কৌরবদিগকে নিরস্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেহই দ্রৌপদীর সূক্ষ্ম প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দানে সাহসী হন নাই, কেবল বিদুর ও বিকর্ণ ন্যায়সঙ্গত উত্তর দিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবাৎসল্যপ্রযুক্ত যে অকার্য্যের প্রশ্রয় দিয়াছেন, সমাগত ভূপতিগণমধ্যে কেহই তাহার প্রতিরোধ করিতে সাহসী হন নাই; কেবল সাধুশীলা গান্ধারী ও ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন দুর্ম্মতিপ্রভাবে বিদুরের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিলেও, বিদুর তাহা সহ্য করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কল্যাণকামনায় নিজের স্বাধীন ধর্ম্মমত প্রচার করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এইরূপ ঐকান্তিক হিতচেষ্টা বিদুরের ন্যায় মহাপুরুষেই সম্ভবে। তাই আমরা বিদুরের সৎসাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। যখন যুধিষ্ঠির পুনর্দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র, পিতামহ ভীষ্ম এবং গুরু দ্রোণ, কৃপ ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণের নিকট বিদায় লইয়া বনবাস যাত্রায় উদ্যত হইলেন, তখন লজ্জাক্রমে কেহ তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল মনে মনে তাঁহার শুভানুধ্যান করিতে লাগিলেন; কিন্তু বিদুর সে লজ্জা অনুভব করিলেন না। তিনি কুন্তীকে সৎকারপূর্ব্বক নিজগৃহে আশ্রয় দিবার প্রস্তাব করিলেন। পরিশেষে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মপথানুগামী দেখিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া হিতগর্ভবাক্যে তাঁহাকে যেরূপ

প্রবোধ ও উৎসাহ দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করে।

অর্জ্জুনের তপোবল

পাণ্ডবগণ পাশ-ক্রীড়ায় পরাজিত ও বিবাসিত হইবার পরে একদা দ্বৈতবনে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ও ভীমসেনের সহিত, কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে মহাযোগী ব্যাসদেব তথায় উপনীত হইলেন। তিনি যথাযোগ্য পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তোমাকে প্রবোধ দিতে আসিয়াছি। তুমি যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ হইতে শঙ্কিত হইতেছ, আমি তাহা নিবারণ করিবার জন্য এক সদুপায় স্থির করিয়াছি।" এই বলিয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিরকে নির্জ্জনে লইয়া প্রতিস্মৃতি নাম্নী বিদ্যা প্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "অর্জ্জুন এই বিদ্যাপ্রভাবে অস্ত্রহেতু তপস্যা করিলে, মহাদেব ও মহেন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে।"

কিয়ৎকাল পরে মহাত্মা যুধিষ্ঠির কাম্যকবনে গমন করিয়া তাপস ও ব্রাহ্মণগণ সহ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদা তিনি ব্যাস-বাক্য স্মরণ করিয়া সস্নেহে অর্জ্জুনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! আমি মহর্ষি বেদব্যাস হইতে যে রহস্য বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তুমি সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া সংযতচিত্তে তপস্যা করিলে, যথাকালে দেবতাদিগের প্রসাদে দিব্যাস্ত্র সমুদয় লাভ করিতে পারিবে। তুমিই এই মহোৎকার্য্য-সাধনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমরা তোমারই অস্ত্রবল

আশ্রয় করিয়া পুনরায় রাজ্যোদ্ধার করিবার আশা করি। অতএব তুমি অদ্যই দীক্ষিত হইয়া দেবরাজের সন্দর্শন-মানসে যাত্রা কর।” এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে রহস্য-বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন এবং ব্যাসবিহিত বিধানানুসারে তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া প্রস্থানের আদেশ প্রদান করিলেন।

অর্জ্জুন অগ্রজের অনুমতি পাইয়া, পুরন্দর-সন্দর্শনার্থ কৃত-হোম ও কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীর, কবচ, বর্ম্ম ও গোধাঙ্গুলিত্র ধারণপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হইলেন। যাত্রাকালে তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের বধসাধনার্থ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ, অন্তর্হিত ভূতগণ ও দ্রৌপদী তাঁহাকে শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রা করিতে দেখিয়া জয়াশীর্ব্বাদপুরঃসর কহিলেন, “হে কুন্তীতনয়! তুমি প্রস্থান কর, তোমার জয়লাভ হইবে।” তখন মহাবীর পার্থ, পুরোহিত ধৌম্য এবং ভ্রাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া মনোহর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রবলপরাক্রান্ত তেজঃপুঞ্জ-কলেবর অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের প্রসন্নতা-লাভের নিমিত্ত প্রস্থান করিতে দেখিয়া, ভূতগণ তদীয় গমনমার্গ হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। তিনি বহু পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এক দিবসের মধ্যেই অতি পবিত্র দিব্য হিমাচলে উপনীত হইলেন। তৎপরে যোগযুক্ত হইয়া অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া হিমালয় ও গন্ধ-মাদন পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পরিশেষে ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষ হইতে “তিষ্ঠ” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবামাত্র তরুমূলে পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী কৃশকায় দিব্য-শ্রীসম্পন্ন এক তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। তপস্বী অর্জ্জুনকে অব-লোকন করিয়া কহিলেন “বৎস! ক্ষত্রিয়ব্রতধারী হইয়া ধনুঃশর ও

অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক এ স্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? ইহা শান্তপ্রকৃতি, বিনীতক্রোধ তপস্বী ব্রাহ্মণগণের আশ্রম। এখানে সংগ্রাম-সম্ভাবনা নাই, অতএব শরাসন পরিত্যাগ কর। তুমি এখানে আসিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছ।" সেই অসামান্য তেজস্বী ব্রাহ্মণ সহাস্য-বদনে এইরূপ কহিলেও দৃঢ়ব্রত অর্জ্জুনকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিলেন না। তিনি প্রীতিপ্রফুল্লমনে কহিলেন, "হে বৎস। আমি দেবরাজ ইন্দ্র, তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।" তখন মহাবীর অর্জ্জুন প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার নিকট সমগ্র অস্ত্রশিক্ষা করিবার অভিলাষে আসিয়াছি, আপনি সদয় হইয়া বর দিন যেন আমার এই কামনা পূর্ণ হয়।"

দেবেন্দ্র অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্মিতমুখে প্রত্যুত্তর করিলেন, "বৎস! তুমি যখন এইস্থলে আগমন করিয়াছ, তখন তোমার অস্ত্রশস্ত্রে আর কি প্রয়োজন? তুমি পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে অভীষ্ট লোক প্রার্থনা কর।" ধনঞ্জয় কহিলেন, "ভগবন্! আমি ভ্রাতৃগণকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া বৈরনির্যাতনের জন্য আসিয়াছি। এক্ষণে যদি লোভের বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রতারিত করি, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য কলঙ্কভাজন হইব।" তখন দেবরাজ অর্জ্জুনকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "আমি তোমার দৃঢ়সংকল্প দর্শনে প্রীত হইলাম। তুমি ভূতনাথ ত্রিলোচনের আরাধনায় মনোনিবেশ কর। যখন তুমি তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারিবে, তখন তোমার সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং আমিও সেই সময়ে তোমাকে নিখিল দিব্যাস্ত্র প্রদান করিব।" পুরন্দর পার্থকে এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, তিনি যোগসাধনে নিবিষ্ট হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন সেই শীতলতোয়-বিপুলাবর্ত্ত-স্রোতস্বতী-সুশোভিত, নানাবিধ-পুষ্পভারাবনত-পাদপরাজি-বিরাজিত, হংস-কাঁরণ্ডবাদি-কলকণ্ঠ-বিহঙ্গমধ্বনি-নিনাদিত পরমরমণীয় বনস্থলী দর্শনে পুলকিত হইলেন। তখন তিনি সেই পর্ব্বতোপরি তৃণময় বাস পরিধান-পূর্ব্বক অজিন ও দণ্ডে ভূষিত হইয়া এবং ভূতলে পতিত বিশুষ্কপত্র ভক্ষণ করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম মাসে ত্রিরাত্রান্তর, দ্বিতীয় মাসে ষড়্রাত্রান্তর, এবং তৃতীয় মাসে পক্ষান্তরে ফলভক্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্থমাসে বায়ুমাত্র সেবনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এবং পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সতত বারিধারাসিক্ত হইয়া তাঁহার জটাকলাপ বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল ও বিকশিত কমলের ন্যায় মনোহর হইয়া উঠিল। তখন মহর্ষিগণ অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যার বিষয় অবগত হইয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইলেন।

ভূতনাথ তাঁহাদিগকে অভয় দান করিয়া অর্জ্জুনের মনোরথ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ভগবান্ পশুপতি অর্জ্জুনকে পরীক্ষা করিবার জন্য কাঞ্চনদ্রুমসন্নিভ মনোহর কিরাতবেশ ধারণ করিলেন এবং দ্বিতীয় সুমেরুগিরি ও মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় প্রভান্বিত হইয়া পিনাকশরাসন ও আশীবিষসদৃশ শরসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক তুল্যবেশ-ধারিণী উমাদেবীর সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র অঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া মহাবেগে অর্জ্জুনের তপোবনে গমন করিলেন। ভূতগণ বিবিধ বেশভূষা ধারণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিল। তখন সেই স্থান অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ক্ষণকালমধ্যে সমস্ত বন-প্রদেশ নিস্তব্ধ হইল; প্রস্রবণধ্বনি ও বিহঙ্গমরব একেবারে বিলুপ্ত হইল।

কিরাতরূপী পিনাকপাণি পার্থের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, মূকনামা দানব ভীষণ বরাহরূপ ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। অর্জ্জুন তদ্দর্শনে গাণ্ডীবে জ্যারোপণ ও টঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক যেমন ঐ কপট বরাহকে তিরস্কার করিতেছেন, অমনি কিরাতবেশধারী শঙ্কর অর্জ্জুনকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "হে তাপস! আমি অগ্রে এই বরাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি। তুমি ক্ষান্ত হও।" অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যে অবহেলা করিয়া বরাহের উপর শর নিক্ষেপ করিলেন। কিরাতও সেই মুহূর্ত্তেই ঐ বরাহকে লক্ষ্য করিয়া অগ্নিশিখাসদৃশ ও অশনিতুল্য একবাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত শরদ্বয় মূকদানবের শৈলসদৃশ সুদৃঢ় ও বিশাল দেহে সমকালে নিপতিত হইলে, বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল। এইরূপ ভীষণ শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া সেই বরাহরূপী দানব ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

অর্জ্জুন স্ত্রীগণপরিবৃত কিরাতবেশধারী পুরুষকে দর্শন করিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে কনকপ্রভপুরুষ! তুমি কে? এই নির্জ্জন কাননে স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে কেন ভ্রমণ করিতেছ? তুমি কি জন্য আমার লক্ষিতপূর্ব্ব মৃগের উপর শর নিক্ষেপ করিলে? তুমি আজ আমার প্রতি মৃগয়াধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রাণসংহার করিব।"

কিরাত, সব্যসাচীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে মিষ্টবাক্যে কহিলেন. "হে বীর! আমার জন্য তুমি ভীত হইও না। এই বনভূমি আমাদিগের বাসস্থান, তুমি সুকুমার ও সুখোচিত হইয়া কি জন্য এই জনশূন্য বনে একাকী বিচরণ করিতেছ?" অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি গাণ্ডীবধনু ও অগ্নিতুল্য অস্ত্রসমূহ ধারণ করিয়া এই

মহারণ্যে বাস করিতেছি। এই ভীমকায় রাক্ষস পশুরূপ ধারণপূর্ব্বক আমাকে সংহার করিতে আসিয়াছিল, এই জন্য আমি উহার প্রাণ সংহার করিয়াছি। কিরাত কহিলেন,"হে তাপস! আমি অগ্রে শরাসন নির্ম্মুক্ত শরদ্বারা এই রাক্ষসকে বধ করিয়াছি, আমিই অগ্রে উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ও আমারই শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তোমার স্বীয় দোষ অন্যের প্রতি আরোপিত করা উচিত নহে। তুমি নিতান্ত গর্ব্বিত, এইহেতু অদ্য আমার হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না। স্থির হও, আমি তোমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতেছি, তুমিও সাধ্যানুসারে শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হও।"

অর্জ্জুন কিরাতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষভরে শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিরাত অকাতরে ও প্রসন্নমনে সেই সমুদয় শর সহ্য করিলেন। এইরূপে অর্জ্জুন যত বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিরাতরূপী শঙ্কর অনায়াসেই সহ্য করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন আপনার বাণবর্ষণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া কিরাতকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন দেবাদিদেব রুদ্র ব্যতীত আমার সহস্র সহস্র শরনিকর সহ্য করিতে পারে, এরূপ কাহারও ক্ষমতা নাই; অতএব ইনিই সেই মহাদেব হইবেন, নতুবা ইনি আমার শরপ্রভাবে জর্জ্জরিত হইয়া শমনসদনে গমন করিতেন। অর্জ্জুন এইরূপ চিন্তা করিয়াও যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। তিনি শত শত নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎসমুদয়ও পূর্ব্ববৎ ব্যর্থ হইল। ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহার সমুদয় বাণ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন অর্জ্জুন কিরাতকে শরাসনকোটী দ্বারা গ্রহণ ও জ্যাপাশ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া তাঁহার উপর বজ্রপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। কিরাতরূপী

মহাদেব তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের সেই শরাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কার্ম্মুক হস্তচ্যুত দেখিয়া ধনঞ্জয় তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক কিরাতের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। অসিবর মহাদেবের মস্তক স্পর্শ করিবামাত্র চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বৃক্ষ ও শিলা লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিরাতরূপী ভগবান্ তাহাও সহ্য করিলেন। তৎপরে মহাবলপরাক্রান্ত পার্থ সেই দুর্দ্ধর্ষ কিরাতের গাত্রে বজ্রসদৃশ মুষ্টি প্রহার করিলে, কিরাতরূপ শঙ্করও তাঁহার উপর দারুণ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পর মুষ্টি-প্রহারে ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল। এইরূপে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর মল্লযুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্ষণকালমধ্যে শঙ্করের দারুণ নিষ্পীড়নে অর্জ্জুন গতসত্ত্বের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তকালমধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া রুধিরাক্ত-দেহে ভূতল হইতে উত্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি মৃন্ময় শিব নির্ম্মাণ করিয়া মাল্যদ্বারা ভক্তিসহকারে পূজা করিতে লাগিলেন। পূজাবসানে ঐ মাল্য কিরাতের মস্তকে শোভা পাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে অর্জ্জুনের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইল। তখন তিনি সেই কিরাতরূপী মহাদেবকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন।

তখন দেবাদিদেব মহাদেব অর্জ্জুনের অলোকসামান্য কর্ম্ম সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন উমা-সমভিব্যাহারী শূলপাণি মহাদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন—"হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে নীলকণ্ঠ! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা কর, এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।" ভগবান্ শঙ্কর হাস্যবদনে অর্জ্জুনের বাহু ধারণ-

পূর্ব্বক 'ক্ষমা করিলাম' বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রীতমনে সান্ত্বনা দিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে ধনঞ্জয়! তোমার ন্যায় শৌর্য্যশালী ও ধৃতিমান্ ক্ষত্রিয় আর কেহই নাই। অদ্য তোমার ও আমার তেজ সমান বোধ হইতেছে। আমি তোমার তপোবল ও বলবীর্য্য দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে ভগবন্! যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বরদান করিতে অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে প্রসন্ন হইয়া আপনার সেই ঘোরদর্শন পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন। আমি ঐ অস্ত্রপ্রভাবে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রসাদে ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ ও কটুভাষী সূতপুত্র কর্ণকে পরাজয় করিয়া এই বিশ্বসংসার জয় করিতে সমর্থ হইব।"

মহাদেব বলিলেন, "হে পার্থ! আমি তোমাকে সেই পরমপ্রিয় পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিতেছি। তুমি উহা ধারণ, মোক্ষণ ও প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও পবন প্রভৃতি দেবগণও এই অস্ত্রাভিজ্ঞ নহেন। তুমি এই অস্ত্র কদাপি স্বল্পবীর্য্য ব্যক্তির প্রতি নিক্ষেপ করিও না, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইবে। চরাচরমধ্যে এই অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া শরাসনে সংযুক্ত করিয়া এই বাণ প্রয়োগ করিলে, অবশ্যই শত্রুকুল নির্ম্মূল হইবে।"

ধনঞ্জয়, মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর শুচি ও সমাহিত হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিশ্বেশ্বর! আমাকে উক্ত-অস্ত্রবিষয়িণী শিক্ষা প্রদান করুন।" তখন মহাদেব ত্যাগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্রসহ সেই মূর্ত্তিমান্ শমনসোদর অস্ত্র অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। তখন সেই অদ্ভুত অস্ত্র ত্র্যম্বক উমাপতির ন্যায় অর্জ্জুনকেও

ভজনা করিল ; অর্জ্জুনও প্রীতি-প্রসন্নমনে উহা গ্রহণ করিলেন। এই-রূপে অর্জ্জুন অস্ত্র প্রাপ্ত হইবামাত্র পর্ব্বত-কাননাদি-সমন্বিত সমুদয় মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত হইতে লাগিল ; সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরী-নিনাদ সমুত্থিত হইল এবং বারংবার নির্ঘাত-শব্দ হইতে লাগিল। দেবদানবগণ, সেই জাজ্বল্যমান ঘোর অস্ত্র অর্জ্জুনের পার্শ্বস্থ হইয়াছে, দেখিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব অমিততেজা অর্জ্জুনের গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় শরীরস্থ সমস্ত গ্লানি বিদূরিত হইল। তখন ভগবান্ শূলপাণি অর্জ্জুনকে স্বর্গে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। পাণ্ডুনন্দনও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অনিমেষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাদ্যুতি সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ভগবান্ ভবানীপতি পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে দানব ও পিশাচগণের অন্তকারী মহাধনু গাণ্ডীব প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সমক্ষেই উমাদেবী সমভিব্যাহারে গিরি-বরাগ্রগণ্য হিমাচল পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

আমরা নীতিকথা-প্রসঙ্গে তপস্যার অদ্ভুত প্রভাব বর্ণন করিলাম। অধুনাতন নীতি-পুস্তকে ইহা বিসদৃশ বোধ হইলেও, মহাভারতীয় নীতিকথায় ইহার স্থান অতি উচ্চ। তপস্যাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তপস্যাই শ্রেষ্ঠ নীতি, তপস্যা হইতে সার পদার্থ আর নাই, তপস্যা হইতে পরম সুখলাভ হয়, তপস্যা প্রভাবে সকল বস্তুই সিদ্ধ হইতে পারে, ব্যাসদেব এইরূপ পুনঃপুনঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই পৌরাণিক-যুগে ব্রাহ্মণেরা তপোবলে অন্যান্য বর্ণত্রয়ের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কেবল ব্রাহ্মণজাতিমধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। বীর্য্যবান্ ক্ষত্রিয় বীরগণও তপস্যাবলে দেবগণের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিতেন। অর্জ্জুন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যে মহাত্মা বাল্যকালে ভাসচক্ষুভেদপ্রসঙ্গে চিত্তসংযম ও একাগ্রতার পরিচয়

প্রদান করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, যিনি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ছদ্মব্রাহ্মণবেশে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় সমাগত সমগ্র রাজমণ্ডলীমধ্যে প্রবেশ করিয়া দুরানম্য শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষ্য ভেদ করিয়াছিলেন, যিনি হুতাশনের প্রসাদনার্থে কৃষ্ণের সাহায্যে খাণ্ডবদাহনকালে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, যিনি দিগ্বিজয়কালে মনুষ্যগণের অগম্য উত্তরকুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বদেশ ও অন্যান্য পার্ব্বত্যপ্রদেশ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্নাদি সংগ্রহপূর্ব্বক রাজসূয়-যজ্ঞে রাজা যুধিষ্ঠিরের সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় বীর পুরুষ যে তপোবলে ঋষিদিগকেও শঙ্কিত ও দেবাদিদেব মহাদেবকেও প্রসন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। ফলতঃ অর্জ্জুন যেমন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, তেমনই জিতেন্দ্রিয়, বেদপারগ, ক্ষমাশীল ও ধার্ম্মিক ছিলেন। আমরা ক্রমে ইহার আরও পরিচয় পাইব।

যুধিষ্ঠিরের সৌজন্য ও দয়া।

অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিয়া দেবরাজের নিকট দিব্যাস্ত্র সমুদয় লাভ করিলেন এবং গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট নৃত্যগীতাদি বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। পরে সুররাজ ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে নিবাতকবচ নামক দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিলেন। ইন্দ্র প্রীত হইয়া অর্জ্জুনকে এক মণিময় দিব্য কিরীট উপহার দিলেন। তদবধি তিনি "কিরীটী" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। অনন্তর তিনি দেবরাজের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভ্রাতৃগণ ও

দ্রৌপদীর সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। তাঁহারা বহুকাল পরে অর্জ্জুনের দর্শনলাভ করিয়া শূন্যদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠার ন্যায় অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা পুরোহিত ধৌম্য ও কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক এক রমণীয় সরোবর-সন্নিধানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন এবং শীতোষ্ণবাতাতপ সহ্য করিয়া কোনক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে রমণীয় কানন, উন্নত ভূধর ও স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীর তীরে বিচরণ করিতেন। সময়ে সময়ে বেদবেদাঙ্গপারগ প্রাচীন মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিতেন। তখন পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিয়া পরিতুষ্ট করিতেন।

একদা এক কথাকুশল ব্রাহ্মণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে আগমনপূর্ব্বক বনবাসক্লিষ্ট পাণ্ডবগণের দুরবস্থার কথা বর্ণন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার কথা শ্রবণে সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দুষ্টবুদ্ধি শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের সেই পরিবেদন-বাক্য শ্রবণ করিয়া সহর্ষে কর্ণসহ দুর্য্যোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক এইরূপ কুপরামর্শ দিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবগণ রাজ্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট ও সহায়শূন্য হইয়াছে। অদ্য শুনিলাম তাহারা অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছে। সুতরাং এই সুযোগে নানাবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহাদের দুর্দ্দশা দর্শন করা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? পুত্র, ধন ও রাজ্যলাভ হইলে যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, শত্রুর দুঃখদর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে।"

দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তখনই আবার দীনমনে কহিতে লাগিলেন, "হে

অঙ্গরাজ! তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে, তৎসমুদয় বহু দিবসাবধি আমার মনে জাগরূক আছে; কিন্তু পিতা যে আমাদিগকে পাণ্ডব-গণসন্নিধানে গমন করিতে অনুমতি দিবেন, এরূপ বোধ হয় না। এই জন্যই আমি এতাবৎকাল আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি নাই। ফলতঃ পাণ্ডুনন্দনগণকে বল্কলাজিনধারী দর্শন করিলে আমার যেরূপ সুখলাভের সম্ভাবনা, বোধ করি সসাগরা ধরার আধি-পত্য লাভ করিলেও তাদৃশ আহ্লাদ জন্মে না। অরণ্যমধ্যে দ্রৌপ-দীকে কাষায়বসনধারিণী দেখা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? যদি ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেন আমাকে অসামান্য সম্পত্তিশালী অবলোকন করে, তাহা হইলে আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। এক্ষণে কি উপায়ে দ্বৈতবনগমনে পিতার অনুমতি প্রাপ্ত হইব, তাহা অদ্যই স্থির কর। কল্য মহারাজের নিকট গমন করিব।" দুর্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ ও শকুনি দ্বৈতবন গমনোপায় চিন্তা করিতে করিতে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইবামাত্র তাঁহারা উভয়েই একে একে আগমন-পূর্ব্বক সহাস্যবদনে একই পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ! উপায় স্থির হইয়াছে! দ্বৈতবনে যে সমস্ত আভীরপল্লী আছে, তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব চল, আমরা ঘোষ-যাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি।" দুর্য্যোধন এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদে উভয়ের কর গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন সমঙ্গ নামে একজন গোপ তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, "মহারাজ! ধেনুগণ সমীপে রহিয়াছে।" শকুনি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "হে কৌরবরাজ! ঘোষপল্লী অতি

রমণীয়স্থানে অবস্থিত; গোবৎসদিগের বয়ঃক্রম, বর্ণ এবং সংখ্যাদি নিরূপণ ও অঙ্ক প্রদান করিবার উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনেরও সাতিশয় মৃগয়াভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব গমনে অনুমতি প্রদান করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক, কিন্তু আমি শুনিয়াছি নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে; আমি তোমাদিগকে সে স্থানে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি না। পাণ্ডবেরা সকলেই তপোবল-সম্পন্ন, সমর্থ ও মহারথ; তোমরা কেবল কপটাচরণ দ্বারা তাহা-দিগকে পরাজয়পূর্ব্বক অরণ্যে প্রেরণ করিয়া অনেক কষ্ট দিয়াছ। তোমরা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও গর্ব্বিত; পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদ ঘটিলে তোমাদের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব ধেনুগণের পরিদর্শন করিবার জন্য বিশ্বস্ত রাজপুরুষদিগকে প্রেরণ কর, স্বয়ং তোমাদের তথায় গমন করা আমার অভিপ্রেত নহে।

শকুনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "মহারাজ! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরমধার্ম্মিক; তদীয় ধর্ম্মচারী অনুজেরাও তাঁহার নিতান্ত অনুগত। অতএব তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে কদাচ আমাদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না। মৃগয়ায় আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ জন্মি-য়াছে এবং ধেনুগণকে অঙ্কন করিতেও ইচ্ছা করিয়াছি। পাণ্ডব-গণের সহিত সাক্ষাৎ কিম্বা তাহাদিগের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করিতে আমাদের আদৌ বাসনা নাই।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমাত্যসমেত দুর্য্যোধনকে দ্বৈতবনগমনে অনুজ্ঞা করিলেন। দুর্য্যো-ধন অনুমতি-প্রাপ্তিমাত্র কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ,

সহস্র সহস্র মহিলা ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে যাত্রা করিলেন। পৌরগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র দাস, দাসী, রথ, রথী, পদাতি ও গজারোহী সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অসংখ্য শকট, আপণ, বণিক, বন্দী ও মৃগয়াশীল পুরুষ তাঁহার অনুসরণ করিল। এইরূপে নরপতি দুর্য্যোধন সেই মহাকোলাহলপূর্ণ বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া দ্বৈতবনে উপস্থিত হইবার দুই ক্রোশ অন্তরে এক বাসোচিত স্থানে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন আভীরপল্লীতে উপনীত হইয়া পরিচারকদিগকে ছায়াবহুল, মহীরুহসম্পন্ন ও নির্ম্মলসলিলযুক্ত প্রদেশে রাজোপযোগী গৃহনির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন এবং গৃহসমূহ প্রস্তুত হইলে, তথায় শকুনি, কর্ণ, ও দুঃশাসনাদি সহোদরদিগের সহিত পরমাহ্লাদে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি শত সহস্র গো সন্দর্শনপূর্ব্বক গণনা ও চিহ্নদ্বারা নির্ণয় করিলেন। নৃত্যগীতবাদ্যানুরক্ত গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ বিবিধ অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল। তিনি হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে অন্নপানীয় ও প্রার্থনাধিক অর্থ প্রদান করিলেন। পরে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া মৃগ, মহিষ, বরাহ, গবয় ও ভল্লূকাদির অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং বহুসংখ্যক বন্য মাতঙ্গগণকে নিশিত শরদ্বারা বিনষ্ট করিলেন। মৃগয়ালব্ধ মাংস ভক্ষণ ও গোদুগ্ধ পান করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন। তৎপরে বনবিহার করিতে করিতে পুন্নাগ, বকুল, সপ্তচ্ছদ প্রভৃতি পাদপরাজিসমাকীর্ণ দ্বৈতবননামক পবিত্র সরোবর-সমীপে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ঐ সরোবরের পার্শ্বে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক অনায়াসলভ্য বন্য উপকরণ দ্বারা দিব্য বিধানানুসারে

নিজ সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীর সহিত একদিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন ঐ সরোবর-সন্নিধানে ক্রীড়ানিবাস প্রস্তুত করিবার জন্য শত সহস্র পরিচারকদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইল। ইতঃপূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন সপরিবারে ঐ সরোবরতীরে বিহার করিতেছিলেন, এই জন্য উহা তৎকর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইলে, গন্ধর্ব্বরাজের দ্বারপালগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিল। তখন ভৃত্যগণ বিষণ্ণচিত্তে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কুরুরাজ-সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা দুর্য্যোধন ঐ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র, "শীঘ্র গিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে আক্রমণ কর ; কিছুমাত্র শঙ্কিত হইও না" এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। তখন কৌরবগণ সহস্র সহস্র যোদ্ধগণে পরিবৃত হইয়া সিংহনাদে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিয়া বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় ধাবমান হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ মিষ্টবাক্যে গমন করিতে নিষেধ করিলেও, তাঁহারা মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া দ্রুতবেগে সেই বনে প্রবেশ করিলেন।

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অনুচরমুখে কৌরবদিগের অত্যাচার সংবাদ শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া সমাগত সৈন্যগণকে যুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ চিত্রসেনের অনুজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র সশস্ত্র হইয়া সংগ্রাম-ক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। কুরুসৈন্যগণ গন্ধর্ব্বদিগকে বেগে ধাবমান দেখিয়া ভীতিবিহ্বলচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু মহারথ কর্ণ অটল পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি নানাবিধ নিশিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ কর্ণশরে নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছে দেখিয়া, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ক্রোধকম্পিত-

কলেবরে আসন হইতে উত্থিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইলেন এবং মায়াস্ত্রপ্রভাবে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ চিত্র-সেনের বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কুরুসৈন্য-সংহারে প্রবৃত্ত হইলেও, মহাবীর কর্ণ রণে পরাঙ্মুখ হইলেন না। অনন্তর শত্রুগণ তাঁহার রথ ভগ্ন এবং অশ্বসহ সারথিকে সংহার করিলে, তিনি নিরুপায় হইয়া অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং সত্বর বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন।

কর্ণ পরাভূত হইলে, দুর্য্যোধন অসীম সাহসে দুর্জ্জয় গন্ধর্ব্ব সৈন্যের উপর অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব্বেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া সুতীক্ষ্ণবাণপ্রয়োগে তাঁহার সারথি, অশ্ব ও রথাঙ্গ সমুদয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দুর্য্যোধনকে বিরথ ও ভূতলে পতিত দেখিয়া, মহাবীর চিত্রসেন তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করি-লেন। ক্রমে দুঃশাসন বিবিংশতি প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজপত্নীগণ সহ গন্ধর্ব্বহস্তে পতিত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইলেন। তখন কুরুসৈন্যগণ গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া প্রাণভয়ে পাণ্ডবগণের শরণাগত হইল। বৃদ্ধ অমাত্যগণ অতি দীনমনে ও বাষ্পাকুললোচনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, "হে পাণ্ডবগণ! গন্ধর্ব্বগণ মহারাজ দুর্য্যোধন এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও রাজপত্নীদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে, আপনারা সত্বর তাঁহাদিগকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্ত করুন।"

ভীমসেন সেই সকল দীনভাবাপন্ন অমাত্যদিগকে যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহপ্রার্থী হইতে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া গজবাজী সংগ্রহপূর্ব্বক যে কার্য্য সযত্নে করিতাম, অদ্য গন্ধর্ব্বেরা

তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদিগের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তিও ভূমণ্ডলে আছে। আমরা নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি, কিন্তু অন্যে আমাদের ভার অনায়াসে বহন করিল; ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। যে দুর্ম্মতি আমাদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিতে আসিয়াছিল, অদ্য তাহার পাপাচারী অনুচরবর্গ এই হীন পরাভব প্রত্যক্ষ করুক। কুমন্ত্রণাপরায়ণ কৌরবেরা তাহাদের পাপকর্ম্মের ফলভোগ করুক।"

কোপনস্বভাব ভীমসেন কৌরবদিগের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন শুনিয়া রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ভীমসেন! এ সময়ে এরূপ ব্যবহার করা পুরুষোচিত নহে। কৌরবগণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া আমাদিগের আশ্রয় লইয়াছে; এক্ষণে তুমি কিরূপে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? দেখ, জ্ঞাতিভেদ, জ্ঞাতিবিবাদ ও জ্ঞাতিবৈর চিরকালই ঘটিয়া থাকে; তথাপি কুলধর্ম্ম কদাচ পরিত্যাজ্য নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎপুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতিকার করেন। দুর্য্যোধন আমাদের অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলেও, সে আমাদের জ্ঞাতি। গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে বন্ধন ও অবলাগণকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আমাদিগের কুলে কলঙ্কার্পণ করিতেছে; অতএব এক্ষণে আত্মকুলরক্ষা ও শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তোমরা শীঘ্র উত্থিত ও সজ্জিত হও। একজন সামান্য ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিকে স্বশক্তি অনুসারে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব তোমার কথা আর কি বলিব? শত্রুকে রক্ষা করা, বরপ্রাপ্তি ও রাজ্যলাভের তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুযোধন বিপদাপন্ন হইয়া তোমারই বাহুবলে জীবনলাভের অভিলাষ করিতেছে; ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? এক্ষণে তুমি

সন্ধিস্থাপন করিয়া সুযোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্ত কর। যদি তুমি তাহাতে কৃতকার্য্য না হও, তাহা হইলে অল্পমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কার্য্য সাধন করিবে। ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পার, তবে উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক শক্র-শাসন করিয়া সুযোধনকে পরিত্রাণ করিবে। এক্ষণে আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি, নতুবা আমিও সানন্দে তোমাদের অনুগমন করিতাম।"

ভীমাদি চারিভ্রাতা, ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে গন্ধর্ব্বগণের সহিত মৃদুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পরে যখন দেখিলেন গন্ধর্ব্বগণ মৃদু-যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নহে, তখন অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিবার জন্য গন্ধর্ব্বগণকে মিষ্টবাক্যে অনুরোধ করিলেন। তাহারা চিত্রসেনের আজ্ঞাক্রমে অর্জ্জুনের বাক্য গ্রাহ্য করিল না। তখন অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "বল প্রকাশপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করা তোমাদের একান্ত অনুচিত। যদি অবিলম্বে উহাদিগকে পরিত্যাগ না কর, তবে আমি স্বীয় ভুজবলে তোমাদের হস্ত হইতে নিশ্চয়ই উহাদিগকে মুক্ত করিব।" তিনি এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি শাণিত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহারা শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া কৌরবদিগকে লইয়া শূন্যমার্গে উত্থিত হইল এবং অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলস্থ অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন অপূর্ব্ব শিক্ষাকৌশলে নানাবিধ দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে জর্জ্জ-রিত ও নিহত করিতে লাগিলেন। যেরূপ দৈত্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্রে ব্যাকুল হইয়াছিল, তদ্রূপ গন্ধর্ব্বেরা অর্জ্জুনবাণে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ-ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অর্জ্জুন ভল্লাস্ত্রদ্বারা তাহাদের গতিরোধ করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বদিগকে নিতান্ত ত্রাসিত দেখিয়া, এক আয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান

হইলেন। অর্জ্জুন মুহূর্ত্তমধ্যে শরপ্রয়োগে তদীয় হস্তস্থিত গদা সপ্তধা ছেদন করিলেন। তখন চিত্রসেন মায়াবিদ্যাপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন স্বীয় অস্ত্রদ্বারা গান্ধর্ব্বাস্ত্র নিবারণ করিলেও, চিত্রসেন মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হওয়ায় তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইল। তখন তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া আকাশগামী দিব্যাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া শব্দবেধী বাণ প্রয়োগ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ পার্থশরে পীড়িত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রিয় সখা চিত্রসেন।" অর্জ্জুন যুদ্ধকাতর চিত্রসেনকে সন্দর্শন করিয়া অস্ত্র সংহার করিলেন এবং পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য পাণ্ডবগণও অশ্বগণকে সংযত করিয়া ধনুঃশর প্রতি-সংহার করিলেন।

চিত্রসেন অর্জ্জুনের প্রশ্নানুসারে সভার্য্য দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিবার কারণ জ্ঞাপন করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন যে দুষ্টাভিপ্রায়ে বনমধ্যে আসিয়াছিল এবং সুররাজ ইন্দ্র তদীয় দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অমাত্যসমেত দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিবার জন্য তাঁহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, চিত্রসেন তৎসমুদয় বর্ণন করিলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "হে চিত্রসেন! আপনি যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দুর্য্যোধনকে মুক্ত করুন; কারণ দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা, উঁহাকে মুক্ত করা ধর্ম্মরাজের নিতান্ত অভিপ্রেত।" চিত্রসেন প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করা কোনক্রমে উচিত নহে। ধর্ম্মরাজ ইহার দুষ্টাভিপ্রায় জানিতে পারেন নাই। চল, তাঁহার নিকটে গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করি; পরে তিনি যাহা কহিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে।"

অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ ও তাহাদিগের অঙ্গনা-দিগকে বিমুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা যে সমর্থ হইয়াও এই দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধন এবং ইহার অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গের কোন হিংসা কর নাই, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমরা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ; দুর্য্যোধনকে মুক্ত করাতে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষিত হইল।" চিত্রসেন ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অশেষ প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণ যে সমুদয় গন্ধর্ব্বকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতবর্ষণদ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

পাণ্ডবগণ এইরূপে জ্ঞাতিগণ ও তাহাদের পত্নীগণকে বিমুক্ত করিয়া পরমপ্রীত হইলেন। কৌরবগণ স্ত্রীপুত্রসমভিব্যাহারে তাঁহাদের পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা যজ্ঞমধ্যস্থ অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে ভ্রাতঃ! তুমি আর কখনও এরূপ দুঃসাহস করিও না, অসমসাহসিক ব্যক্তি কদাপি সুখী হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে ভ্রাতৃগণসহ পরম সুখে গৃহে গমন কর; অন্তঃকরণে কোনপ্রকার দুঃখানুভব করিও না।"

নরপতি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে

আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ প্রস্থান করিলে, ভ্রাতৃচতুষ্টয়সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত ও অমরমণ্ডলীমধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় তপোধনগণে পরিবৃত হইয়া পরমাহ্লাদে সেই দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন।

আমরা পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতে শত্রুর প্রতিও যুধিষ্ঠিরের অসাধারণ সৌজন্য ও সদয় ব্যবহার দর্শনে মোহিত হই। দুর্য্যোধন আজীবন তাঁহার অহিতচেষ্টা করিলেও, তিনি অসামান্য ঔদার্য্যগুণে তাঁহাকে শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি 'অজাতশত্রু' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই হিতৈষণা কেবল মানবজাতিমধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, ইতর জীবের প্রতিও তিনি কিরূপ দয়াশীল ছিলেন, নিম্নোক্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত পাঠে আমরা তাহা অবগত হইতে পারি।

একদা রজনীযোগে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নিদ্রাবসানের পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিলেন যে, কতকগুলি মৃগ বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে ও কম্পিতকলেবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কিজন্য এখানে দাঁড়াইয়া আছ? তোমাদিগের কি বলিবার আছে, বল।"

মৃগেরা যুধিষ্ঠিরের আশ্বাসবাক্যে উৎসাহিত হইয়া প্রত্যুত্তর করিল, "হে মহারাজ! আমরা মৃগ, এই দ্বৈতবনে বাস করি। আপনার অস্ত্রকুশল ও পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগণ মৃগয়া করিয়া এই বন প্রায় মৃগশূন্য করিয়াছেন; আমরা কেবল কয়েকজনমাত্র অবশিষ্ট আছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক অন্য বনে গমন করুন, নতুবা আমরা সমূলে নির্ম্মূল হইব। যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তবে পুনরায় আমাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়।"

সর্ব্বভূতহিতৈষী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই হতাবশিষ্ট মৃগগণের অনুনয়-বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাহাদিগকে অতিশয় ভীত ও কম্পান্বিত অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, "হে মৃগগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিব।"

রাত্রিশেষে এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির জাগরিত হইয়া ভ্রাতৃগণ-সন্নিধানে স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! তাহারা যথার্থ কহিয়াছে; বনবাসিগণের প্রতি দয়া করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমাদের বনবাসের আর এক বৎসর আটমাস অবশিষ্ট আছে। এই সময়ে আমাদিগকে মৃগমাংসও আহার করিতে হইবে। অতএব আইস, আমরা মরুভূমির প্রান্তস্থিত তৃণবিন্দু সরোবরের সমীপবর্ত্তী সেই পরমরমণীয় কাম্যকবনে গমনপূর্ব্বক তথায় বনবাসের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করি।"

ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপদেশবাক্য শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণ-গণ, অন্যান্য সহযাত্রী ও ইন্দ্রসেনপ্রমুখ ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বিবিধ ফলপুষ্পপ্রসূ-বৃক্ষরাজি-সুশোভিত ও জলাশয়-সমাকীর্ণ বন প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে কাম্যক-কানন নয়নগোচর করিলেন। যেমন সুকৃতিশীল ব্যক্তিরা স্বর্গে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ তাঁহারা সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্রৌপদীর পাতিব্রত্য

মহাভারতকার রূপকচ্ছলে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষস্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন; অর্জ্জুন ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ, ভীমসেন উহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেব, উহার পুষ্প ও ফল এবং শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মণগণ উহার মূল; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, দ্রৌপদীর সহিত ঐ বৃক্ষের সম্বন্ধ-নির্ণয় করেন নাই। সাহিত্যমোদী পাঠক নিশ্চয়ই এই রহস্যোদ্ঘাটনের নিতান্ত অভিলাষী হইবেন। আমাদের সামান্য বুদ্ধি ও বিবেচনায় পতিব্রতা পাঞ্চালী পুণ্যময় পাণ্ডব-পাদপের সামান্য স্থান অধিকার করেন নাই। সেই অসামান্যরূপবতী পতিপ্রাণা দ্রৌপদী যেমন অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ও প্রণয়প্রকাশে পতিগণের চিত্তানু-বর্ত্তন ও চিত্তাকর্ষণ করিতেন, তেমনই সঙ্কটকালে তাঁহাদিগের শান্তি-স্বরূপিনী আশ্রয়দায়িনী ছিলেন। যেমন তাঁহার ভুবনমোহিনী রূপশ্রী সন্দর্শনে ত্রিলোক মুগ্ধ হইত, তেমনই তিনি অন্নপূর্ণারূপে আশ্রিত ও অভ্যাগত জনকে অতিথি-সৎকারে পরিতৃপ্ত করিতেন। স্বয়ং কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসামুনিও তাঁহার চিরপ্রথিত আতিথ্যধর্ম্মে বাধা প্রদান করিতে পারেন নাই। এইজন্য আমরা অনুমান করি, সাধ্বী দ্রুপদতনয়া যেমন একদিকে পাণ্ডবতরু নবকিসলয়ে সুসজ্জিত ও মধুপঝঙ্কারে মুখরিত করিতেন, তেমনই অন্যদিকে অমৃতনিস্যন্দিনী শান্তিনির্ঝরিণীরূপে সেই পাদপমূলে রসসঞ্চার করিয়া উহার মনো-হারিত্ব ও চির-সজীবতা রক্ষা করিতেন। আবার কখনও সেই মহা-মহীরুহের সুশীতল ছায়ারূপে আতপক্লিষ্ট পান্থদিগকে আশ্রয় প্রদান-পূর্ব্বক বিগতক্লম ও প্রফুল্লচিত্ত করিতেন; কিন্তু কৌরবরূপী

ক্রূরসর্প সেই ছায়া স্পর্শ করিতে সমর্থ হইত না। আমাদের এই ধারণা কতদূর সত্য, পাঠক নিম্নোক্ত কাহিনী পাঠে তাহা বিচার করিতে পারেন।

দ্রৌপদীর জন্মবৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি কুরুকুল-বিনাশার্থ যজ্ঞবেদীমধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। দ্রোণের সহিত দ্রুপদের বৈরভাবই সেই যজ্ঞের মূলীভূত কারণ। যাজনকর্ম্মদক্ষ সংশিতব্রত যাজ ও উপযাজনামা ব্রহ্মর্ষিদ্বয় দ্রুপদের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া প্রজ্বলিত অনলে আহুতি প্রদান করিবামাত্র হুতাশনমধ্য হইতে দেবকুমারসদৃশ সুকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ননামা দ্রোণান্তক পুত্র এবং যজ্ঞবেদীমধ্য হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃষ্ণানাম্নী কুরুকুলনাশিনী কন্যা সমুত্থিত হইয়াছিলেন। দ্রৌপদী দুর্ব্বৃত্ত কৌরবদিগের কালস্বরূপিনী হইলেও, তিনি ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবদিগের লক্ষ্মীস্বরূপিনী ছিলেন। ফলতঃ বিধাতা তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই নিরুপমা কুমারী বালা জন্মগ্রহণ করিবার পরে অল্পকালমধ্যেই পাণ্ডব-দিগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বামিসহবাস হইতে বিচ্যুত হন নাই।

লক্ষ্যবেদ্ধা বিজয়ী পার্থ সেই ত্রিভুবনললামভূত কন্যারত্ন লাভ করিয়া ভীমসেন সমভিব্যাহারে অপূর্ব্ব বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ঈর্ষাপরবশ সমবেত রাজেন্দ্রবৃন্দকে রণবিমুখ করিলেন। তৎপরে উভয়ে ভার্গবা-লয়ে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রীতমনে মাতা কুন্তীদেবীকে নিবেদন করিলেন, "মাতঃ! অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে।" তখন পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই কহিলেন, "বৎসগণ! যাহা প্রাপ্ত হইয়াছ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর।" অনন্তর কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, "আমি কি কুকর্ম্ম

করিলাম।" পরে ধর্ম্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা হইয়া যাজ্ঞসেনীর হস্তধারণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, "পুত্র! ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী, তোমার অনুজগণ ইঁহাকে আমার নিকটে আনয়ন করিয়া ভিক্ষা বলিয়া ব্যক্ত করেন। আমি অনবধানতা-প্রযুক্ত আজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। এক্ষণে আমার বাক্য যাহাতে মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম্মও দ্রুপদ-কুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর।" ধীরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তান্বিত হইলেন এবং অর্জ্জুন ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণের মনোভাব পর্য্যালোচনা করিয়া মাতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। তিনি অনুজদিগকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "দ্রৌপদী আমাদের সকলের ভার্য্যা হইবেন।"

রাজকুমারী দ্রৌপদী পতিগৃহে প্রবেশ করিলে, পাণ্ডবেরা পরমসুহৃদ্ কৃষ্ণ ও বলরামের দর্শনলাভ করিলেন। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সভামধ্যে সমাসীন ভিক্ষুকবেশধারী পুরুষশ্রেষ্ঠদিগকে পাণ্ডব বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, পরে ভীমার্জ্জুনের বিচিত্র সমরকৃত্য দর্শনে তাঁহাদের সংশয় নিরাকৃত হইয়াছিল। তখন তাঁহারা অনুসন্ধানক্রমে ভার্গব-কর্ম্মশালায় প্রবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং পরস্পর সাদর সম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসান্তে পিতৃষ্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করিলেন। তৎপরে রামকৃষ্ণ কিয়ৎকাল পাণ্ডবগণের সহিত শিষ্টালাপ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে দ্রৌপদীসমাগম সর্ব্বপ্রথমেই পাণ্ডব-গণের সুহৃৎ-সম্মিলন সূচিত করিয়াছিল। অনন্তর সেই রজনীযোগে দ্রুপদরাজতনয়া যেরূপ সুশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও অনন্যসাধারণ। চিরসুখাভ্যস্তা বিলাসবর্দ্ধিতা সুকুমারী রাজপুত্রী

ভিক্ষাজীবী পাণ্ডবগণের দৈন্যদশা দর্শনে কিছুমাত্র অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করেন নাই। তিনি কুন্তীর আদেশানুসারে প্রসন্নচিত্তে রন্ধনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে নকুল ও সহদেব ভূমিতলে কুশসজ্জা প্রস্তুত করিলে, সকলে স্ব স্ব অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া দক্ষিণশিরাঃ শয়ন করিলেন। কুন্তী তাঁহাদিগের শিরোভাগে শয়ান হইলেন এবং দ্রৌপদী তাঁহাদিগের পদতলে শয়ন করিলেন। দ্রৌপদী পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে ভূমিশয্যায় শয়ান এবং তাঁহাদিগের চরণোপাধানভূত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না এবং তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন করিলেন না।

ব্যাসদেব দ্রৌপদীর পঞ্চপতিলাভ বিধিবিহিত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বলাবাহুল্য তৎকালে এক নারীর বহুপতিত্ব লোকাচারসিদ্ধ বা শাস্ত্রসঙ্গত ছিল না। যুধিষ্ঠির মূলতঃ মাতৃবাক্য পালনার্থই দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চভ্রাতার বিবাহ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্রুপদরাজ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বেদবিরুদ্ধ প্রস্তাবে কখনই সহজে সম্মত হন নাই। তখন ভগবান্ বেদব্যাস দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বজন্মরহস্যোদ্ভেদ করিয়া দ্রুপদরাজের ধর্ম্মসংশয়চ্ছেদন করিয়াছিলেন। অবশেষে রাজা যজ্ঞসেন, দ্রৌপদী মহাদেবের বরপ্রভাবে পঞ্চপাণ্ডবের জন্য যজ্ঞে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তাঁহাদিগের সহিত পাঞ্চালীর পরিণয়ক্রিয়া বিধানানুসারে সম্পন্ন করিলেন।

এইরূপে দ্রৌপদীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইলে, পাণ্ডবগণের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগকে যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র সুবর্ণাভরণ, মহার্হ বসনভূষণ, দাসদাসী,

গজাশ্ব প্রভৃতি বিবিধ বহুমূল্য উপহার প্রদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের পুনরভ্যুদয় ও পরিণয়-বার্ত্তা শ্রবণে প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাদিগকে হস্তিনানগরে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বিদুরকে দ্রুপদরাজ-সমীপে প্রেরণ করিলেন। অবিলম্বে মহানুভব কৌন্তেয়গণ কুন্তী ও নবপরিণীতা কৃষ্ণা সমভিব্যাহারে মহাসমাদরে স্বরাষ্ট্রে সমানীত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিবিরোধ-নিবারণার্থে তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠতাতের আদেশানুসারে পরমরমণীয় খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত ও সুরনগরীর ন্যায় সুশোভিত হইল। ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চপাণ্ডব সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে উহার শোভাসম্পদ বর্দ্ধিত করিলেন। তাঁহারা ভুজবলে অন্যান্য ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া প্রভূত ধনরত্ন আহরণ করিলেন। কালক্রমে কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী অর্জ্জুনভার্য্যা সুভদ্রা সুবিখ্যাত ও সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত অভিমন্যু নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ সময়ে শুভলক্ষণা দ্রৌপদীও পঞ্চপতি হইতে মহাবলপরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র লাভ করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা দেবকুমারসদৃশ আত্মজগণের সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্নিদত্ত দিব্যরথে আরোহণ ও দিব্যাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দেবরাজরক্ষিত খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিলেন। শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়দানব অর্জ্জুনের প্রীতিসাধনার্থে ইন্দ্রপ্রস্থে এক মণিমাণিক্যখচিত অলোকসামান্য দিব্য সভা নির্ম্মাণ করিলেন। যুধিষ্ঠির যথাবিধি দেবপূজা সম্পাদনপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণসহ সেই রমণীয় সভায় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।

মহর্ষিগণ পাণ্ডবগণের সহিত সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া অতি পবিত্র কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়রাজগণ সভায় উপস্থিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। গীতবিদ্যা-বিশারদ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন এবং ধনঞ্জয়ের সখা তুম্বুরু, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে তানলয়বিশুদ্ধস্বরসংযোগে সঙ্গীত করিয়া পাণ্ডুনন্দনগণের প্রীতিসম্পাদন করিতে লাগিলেন। যেরূপ স্বর্গে দেবতারা ব্রহ্মাকে আরাধনা করেন, তদ্রূপ সেই মহতী সভায় সকলে সমাসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য ও মহিমা ত্রিলোক-বিখ্যাত হইলে, যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞসম্পাদনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে ভীমের দ্বারা মগধরাজ দুরাত্মা জরাসন্ধের বধসাধন করিয়া কারারুদ্ধ রাজগণের মোচন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজ্য নিরাপদ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ভীমসেন পূর্ব্বদিক্ অর্জ্জুন উত্তরদিক্, নকুল পশ্চিমদিক্ এবং সহদেব দক্ষিণদিক্ জয় করিয়া এই সসাগর ধরামণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন। সূর্য্য ও সূর্য্যসদৃশ পঞ্চপাণ্ডবদ্বারা ধরণীমণ্ডল যেন ষট্‌সূর্য্যে উদ্ভাসিত হইল। অবশেষে বাসুদেব অসূয়াপরবশ মদোদ্ধত চেদিরাজ শিশু-পালকে সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজের রাজসূয়যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিলেন। যুধিষ্ঠির সার্ব্বভৌমপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পাণ্ডবগণের যশঃসৌরভে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। তাঁহারা সৌভাগ্যের চরমসীমায় উপনীত হইলেন। পতিব্রতা পাঞ্চালীর পুণ্যপ্রভাবে, পাণ্ডবতরু এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য ও সুষমায় বিকসিত ও বিভূষিত হইয়াছিল।

কিন্তু অদৃষ্ট চক্রনেমির ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাণ্ডব-

গণের ভাগ্যচক্র কালের আবর্ত্তনে কিরূপ বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের আহ্বানে শকুনির সহিত সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত শকুনি ধর্ম্মরাজকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিল। যুধিষ্ঠির শকুনির অবৈধ উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে ধনসম্পত্তি দাসদাসী, ভ্রাতৃগণ ও আপনাকে অক্ষক্রীড়ায় বিসর্জ্জন দিয়া পরিশেষে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমূল্যরত্ন দ্রৌপদীকেও পণে হারিলেন। দুরাত্মা দুঃশাসন অগ্রজের আজ্ঞাক্রমে কুলবধূ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনয়ন করিল। 'এই বীভৎস দৃশ্য দর্শনে সভাসদ্‌গণ নীরবে অধোমুখে রহিলেন। কর্ণ, শকুনি ও কৌরবগণ সুখানুভব ও হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সত্যবদ্ধ হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। সনাথা দ্রৌপদী অনাথার ন্যায় কাতরস্বরে রোদন করিলেও, দুর্ব্বৃত্ত কৌরবগণের পাষাণ হৃদয় বিচলিত হইল না। কিন্তু তৎকালে পতিব্রতা পাঞ্চালী নিতান্ত নিগৃহীতা হইয়াও পতিগণের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন নাই, বরং "মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন সজ্জননিষেবিত ধর্ম্মপথই অবলম্বন করিয়াছেন; আমি স্বামীর বাক্যে গুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কদাচ দোষারোপ করিতে বাঞ্ছা করি না"—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধিমতী পাঞ্চালী পাষণ্ডদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া ইতঃপূর্ব্বে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন, মহাত্মা ভীষ্মও তাহার সদুত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলেন। "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কাহার অধীশ্বর হইয়া দ্রৌপদীকে পণে ন্যস্ত করিয়াছিলেন? পাঞ্চালী বিজিতা বা অজিতা?"—এই ঘোর সমস্যায় সভাসদ্‌গণের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু কেহই এই সূক্ষ্ম প্রশ্নের মীমাংসা করিতে

পারিলেন না। বিকর্ণ ও বিদুর স্বীয় প্রজ্ঞানুসারে পাঞ্চালীর পক্ষ সমর্থন করিলেও, নির্লজ্জ কর্ণ তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া দুঃশাসনকে সেই দুর্ব্যবসায়ে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বসনরাশি পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে না পারিয়া অবশেষে লজ্জিত হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। সভ্যগণ দুঃশাসনকে ধিক্কার দিয়া দ্রুপদনন্দিনীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞসেনী স্বীয় অলৌকিক ধর্ম্মবলে সতীত্ব রক্ষা করিলেন। সতীর মহিমা জগতে বিঘোষিত হইল!

অনন্তর দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধি-নিবন্ধন সেই দ্যূতাভিনয় অতি জঘন্যভাব ধারণ করিলে, নানা দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হইতে লাগিল। তত্ত্ববেত্তা বিদুর ও গান্ধারী তদ্দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, "হে দ্রুপদতনয়ে! তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদয় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তদুত্তরে দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়। কেন না প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, "হে কল্যাণি! আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।" তখন

দ্রৌপদী কহিলেন, "হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্বমোচন হউক।"

ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় কহিলেন, "হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুইবর দ্বারা তোমার যথেষ্ট সৎকার করা হয় নাই; তুমি ধর্ম্মচারিণী, আমার সমুদয় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ।" তখন দ্রৌপদী কহিলেন, "হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি অন্য বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি, যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্যকর্ম্মদ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে সমর্থ হইবেন।" এইরূপে পুণ্যশীলা দ্রৌপদী পতিগণকে দাসত্ব হইতে বিমুক্ত করিলেন। পাণ্ডবগণ দুস্তর জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইতেছিলেন, পাঞ্চালী তরণী হইয়া তাঁহাদিগের উদ্ধারসাধন করিলেন।

তৎপরে পাণ্ডবগণ পুনর্দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বিবাসিত হইলে, পাঞ্চালী ছায়ার ন্যায় পতিগণের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। যে রমণী সম্পদ্‌কালে পতিগণের নিয়ত পূজা করিতেন, তিনি এই ঘোর দুর্দ্দিনে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে দ্বিধা করিবেন কেন? কুন্তী দ্রৌপদীকে গমনোদ্যতা দেখিয়া শোকবিহ্বলা ও সাতিশয় কাতরা হইয়া গদ্‌গদস্বরে অতিকষ্টে কহিতে লাগিলেন, "বৎসে! দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না। তুমি স্ত্রীধর্ম্মাভিজ্ঞা, সুশীলা, সাধ্বী ও সদাচারবতী। তোমার গুণে উভয়কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে; অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা তোমাকে উপদেশ

দিবার আবশ্যক নাই। হে অনঘে! কৌরবেরা পরম ভাগ্যবান্, যেহেতু তোমার কোপানলে তাহারা দগ্ধ হয় নাই। আমি সর্ব্বদাই তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর, পথে কিছুমাত্র অমঙ্গল হইবে না। ভবিতব্য অখণ্ডনীয় জানিয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর চিত্ত কখনই বিকৃত হয় না। তুমি গুরুজন ও ধর্ম্মকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া অচিরকালমধ্যে শ্রেয়োলাভ করিবে, সন্দেহ নাই। বনে সর্ব্বদা যত্নপূর্ব্বক সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণ করিও, তিনি যেন এই দুঃসহ দুঃখ পাইয়া বিষণ্ণ না হন।" মুক্তবেণী একবস্ত্রা দ্রৌপদী শ্বশ্রূর বাক্যে অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া অবিরল-বিগলিত-অশ্রুধারাকুললোচনে অনাথার ন্যায় প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসলা কুন্তী পুত্রগণকে বস্ত্রাভরণবিহীন হইয়া মৃগচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক লজ্জানম্রমুখে গমন করিতে দেখিয়া শোকার্ত্তচিত্তে বহুক্ষণ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। বিদুর পাণ্ডবগণের দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়াও শোকবিহ্বলা কুন্তীকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যুধিষ্ঠির বসনদ্বারা আপনার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া এবং ভীমসেন বিশাল বাহুদ্বয় অবলোকন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন; সব্যসাচী বালুকাবপন করিতে করিতে জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইলেন; সহদেব আবৃতমুখে এবং পরমসুন্দর নকুল আকুলহৃদয়ে ও ধূলিধূসরিতকলেবরে অগ্রজগণের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। আয়তলোচনা সুকুমারী দ্রুপদকুমারী আলুলায়িত কেশপাশে মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিয়া রোদন করিতে করিতে পতিগণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। পুরোহিত ধৌম্য, যাম্য, সাম ও রৌদ্র মন্ত্র সকল গান করিতে করিতে তাঁহাদিগের সহগামী হইলেন।

দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, অনিসন্ধিৎসু পাঠক তাহা জানিবার জন্য কৌতূহলী হইতে পারেন। এই বিষয়ে দ্রৌপদী স্বমুখে সত্যভামাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহাই বর্ণন করিতেছি। অরণ্যপ্রবাসী পাণ্ডবগণ তীর্থযাত্রা সম্পন্ন করিয়া গন্ধমাদনপর্ব্বতে পার্থসহ পুনর্মিলিত হইয়া কাম্যকবনে প্রত্যাগত হইলে, একদা পাণ্ডবহিতৈষী মহাত্মা কৃষ্ণ সত্যভামা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ বহুকালপরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া পরমপ্রীতচিত্তে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। তৎকালে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বিবিধ পুরাবৃত্তকাহিনী বর্ণন করিয়া তাঁহাদের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিলেন। মহাভারতের সেই অত্যুৎকৃষ্ট নীতিকথা মার্কণ্ডেয়-সমস্যা নামে অভিহিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণ সেই বিচিত্র আখ্যানমালা শ্রবণান্তে বিপ্রবর্গে বেষ্টিত হইয়া আশ্রমমধ্যে সুখে সমাসীন আছেন, এমত সময়ে দ্রৌপদী ও সত্যভামা তথায় প্রবেশ করিলেন। পরস্পর প্রিয়বাদিনী সেই কামিনীদ্বয় বহুদিবসের পর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া পরমপ্রফুল্লচিত্তে উপবেশনপূর্ব্বক কৃষ্ণ ও যদুবংশ-সংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা একান্তে বসিয়া যাজ্ঞসেনীকে কহিলেন, "হে দ্রৌপদি! তুমি লোকপালসদৃশ সুদৃঢ়-কলেবর মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হন না, প্রত্যুত ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছেন যে তোমা-ভিন্ন আর কাহাকেও মনে করেন না, ইহার কারণ কি?"

যশস্বিনী সত্যভামা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, পতিব্রতা দ্রৌপদী কহিতে লাগিলেন, "হে সত্যভামে! আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর ঃ—

"আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রীগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি, অভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্যমনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া থাকি। দুর্ব্বাক্যপ্রয়োগ ও দুরবেক্ষণে সতত শঙ্কিত থাকি, কদাপি মন্দরূপে গমন বা কুৎসিতরূপে উপবেশন করি না এবং সেই সূর্য্যসমতেজস্বী অরাতিনিপাতন মহারথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া সতত তাঁহাদের সেবা করি। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পরমসুন্দর যুবা পুরুষ কাহাকেও মনে স্থান প্রদান করি না। ভর্ত্তা ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আসন ও উদক প্রদান করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথাসময়ে ভোজনপ্রদান ও সাবধানে ধান্যরক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্টা স্ত্রীগণের সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কারবাক্য মুখেও আনি না, সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কালযাপন করি। পরিহাসসময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে বা গৃহোপবনে সতত বাস করি না। অতিহাস ও অতিরোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি; তাঁহাদিগকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুখলাভ করিতে পারি না। স্বামী কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রোষিত হইলে, পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য, সেবন বা ভোজন না করেন, আমিও তৎসমুদয় পরিত্যাগ করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও সংযত হইয়া স্বামিগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি।

"হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের

সনাতন ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি ; এই জন্য তাঁহার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গর্হিত। আমি পতিগণকে অতিক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার পরিধান করি না এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। আমার শ্বশ্রূ গৃহধর্ম্ম বিষয়ে আমাকে যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, ও মান্যগণের পূজা প্রভৃতি যে সকল গার্হস্থ্য কর্ম্ম আমার মনে জাগরূক আছে, আমি অতন্দ্রিতচিত্তে তৎসমুদয় প্রতিপালন করি। ইন্দ্রপ্রস্থবাসকালে আমি প্রত্যহ বীরপ্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে স্বয়ং অন্নপান ও আচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক সেবা করিতাম; কদাপি উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন-ভূষণ পরিধান করিতাম না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ সহস্র সহস্র স্নাতক ও ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেন। তথায় মহারাজের নৃত্যগীতবিশারদ শত শত দাসী ছিল; তাহারা মহার্হ মাল্যে ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়, কেয়ূর, নিষ্ক ও মণি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকিত। অগণিত দাসদাসী নিরন্তর পাত্রহস্তে অতিথিগণকে ভোজন করাইত। অসংখ্য হস্ত্যশ্ব ধর্ম্মরাজের অনুযাত্র ছিল। গোমহিষাদি পশুগণে রাজধানী পরিপূর্ণ ছিল। আমি এই সমুদয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করিতাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদয় পোষ্যবর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন, আমি সমুদয় সুখ পরিহারপূর্ব্বক দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম। দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান করিয়া এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত পাণ্ডবগণের সেবা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে জাগরিত

ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত হইতাম। এইরূপে সতত সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরুশুশ্রূষা দর্শনে স্বামিগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন। হে শুভে! আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি, কিন্তু অসদাচার-কামিনী-গণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না, তাহা করিতে অভিলাষও করি না।"

দ্রৌপদীর অতিথিসৎকার চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। "দুর্ব্বাসার পারণ" ইহার চূড়ান্ত নিদর্শন। দুর্ব্বাসামুনি দুর্য্যোধনের আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহার অনুরোধক্রমে অসময়ে পাণ্ডবগণের অতিথি হইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার মানসে একদা মহর্ষি দুর্ব্বাসা পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে কৃতভোজন ও সুখাসীন জানিয়া দশসহস্র শিষ্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের বসতিবনে উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই অতিথিকে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রত্যুদগমন ও অভ্যর্থনা করিয়া উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন এবং যথাবিধি পূজা ও আতিথ্যগ্রহণে নিমন্ত্রণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবন্! শীঘ্র স্নানাহ্নিক সম্পন্ন করিয়া আগমন করুন।" 'ইনি কি প্রকারে আমাকে ও আমার শিষ্যগণকে ভোজন করাইবেন' এই চিন্তা করিতে করিতে মহর্ষি শিষ্যবৃন্দ সহ স্নান করিতে গমন করিলেন।

এদিকে আতিথ্যপরায়ণা দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তান্বিতা হইয়া যখন কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, তখন মনে মনে কংসনিসূদন মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন, "হে কৃষ্ণ! হে বাসুদেব! হে দেবকীনন্দন! হে গোপীনাথ! হে জগন্নাথ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে শরণাগতবৎসল! আমি তোমার শরণা-

পন্ন হইয়াছি, কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর। হে বিপদ্‌ভঞ্জন! তুমি পূর্ব্বে যেমন সভামধ্যে দুঃশাসনের হস্ত হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে, এক্ষণে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর।” অচিন্ত্যগতি ভক্তবৎসল বাসুদেব দ্রুপদনন্দিনীর স্তবে তাঁহার বিপদবার্ত্তা অবগত হইয়া সত্বর সেই বনে আগমন করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া প্রণতিপুরঃসর দুর্ব্বাসার আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন “দ্রৌপদি! আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, অগ্রে আমাকে ভোজন প্রদান কর, পশ্চাৎ অন্য কর্ম্ম করিও।” দ্রৌপদী তাঁহার বাক্যশ্রবণে লজ্জাবনতমুখী হইয়া কহিলেন, “দেব! আমার ভোজন পর্য্যন্ত সূর্য্যদত্ত স্থালী অন্নে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু আজি আমি ভোজন করিয়াছি, এখন ত আর তাহাতে কিছুই নাই।” তখন কমলায়তলোচন বাসুদেব কহিলেন, “দ্রৌপদি! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এক্ষণে কি পরিহাস করা উচিত? শীঘ্র যাও, সেই স্থালী আনিয়া আমাকে প্রদর্শন কর।” দ্রৌপদী তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থা হইয়া স্থালী আনিয়া প্রদর্শন করিলেন। সেই স্থালীর কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল। বাসুদেব তাহা ভোজন করিয়া কৃষ্ণাকে কহিলেন “ইহাতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন” এবং ভীমসেনকে কহিলেন, “তুমি শীঘ্র ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর।”

ইত্যবসরে দুর্ব্বাসাপ্রমুখ মুনিগণ দেবনদীতে স্নানাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে সলিল হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পর সান্নরস উদ্গার অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন এবং দুর্ব্বাসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “হে বিপ্রর্ষে! আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলিয়া স্নানার্থ আগমন করিয়াছি, কিন্তু আমরা

অধুনা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে কোনক্রমেই আহার করিতে পারিব না; অতএব অকারণে পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, এক্ষণে কি করিব?" দুর্ব্বাসা বৃথাপাক নিমিত্ত রাজর্ষির নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা পাণ্ডবগণের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইবার ভয়ে শিষ্যগণকে শীঘ্র পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহারা দুর্ব্বাসার বাক্যানুসারে দশদিকে পলায়ন করিলেন।

ভীমসেন দেবনদীতে মুনিগণকে অবলোকন না করিয়া ইতস্ততঃ তীর্থে তীর্থে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তথায় তাপসগণের মুখে তাঁহাদিগের পলায়ন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ তাঁহা-দিগের প্রত্যাশায় কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে "দুর্ব্বাসা নিশীথসময়ে সহসা আগমন করিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিবেন, তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে পরিত্রাণ পাইতে পারিব?"

ধীমান্ বাসুদেব চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবদিগকে মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন "হে পাণ্ডবগণ! পাঞ্চালকুমারী কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসা হইতে আপদ্‌ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন; আমি তন্নিমিত্ত সত্বর আগমন করিয়াছি; অতএব দুর্ব্বাসা হইতে আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি তোমাদের তেজে ভীত হইয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মের অনুগত, তাঁহারা কখনই অবসন্ন হয়েন না। হে ধার্ম্মিকগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক, আমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।" দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ কেশবের বাক্য শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, "হে গোবিন্দ! সিন্ধুনিমগ্ন ব্যক্তির ভেলাপ্রাপ্তির ন্যায় আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া

এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম, এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গৃহে গমন কর।” ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা দ্রৌপদী এইরূপ অলৌকিক ধর্ম্মবলে অত্যাশ্চর্য্য আতিথ্যধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নবতী হইয়া পাণ্ডবগণকে সেই বিষম সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা

কাম্যকবনে অবস্থানকালে একদা পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া মৃগয়াপ্রসঙ্গে এককালে চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইলেন। এই অবসরে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ বিবাহার্থী হইয়া সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক বহুসংখ্যক ভূপালগণ সমভিব্যাহারে সেই বনে উপস্থিত হইলেন; এবং দূর হইতে দেখিলেন, পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী রূপপ্রভায় সেই বনবিভাগ আলোকময় করিয়া আশ্রমদ্বারে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদীর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত ও মোহিত হইয়া দুষ্টমনে প্রিয়সহচর রাজা কোটিকাস্যকে কহিলেন, “হে সখে! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভুবনমোহিনী কাহার রমণী? ইনি মানুষী, কি অপ্সরা, কি দেবকন্যা তাহাও অবগত নহি; তুমি সত্বর ইঁহার সম্যক্ পরিচয় লইয়া আইস। আমি বিবাহার্থ ইঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি।”

জয়দ্রথের আজ্ঞানুসারে কোটিকাস্য শৃগাল যেমন ব্যাঘ্রীকে জিজ্ঞাসা করে, তদ্রূপ দ্রৌপদীর নিকটে উপনীত হইয়া কহিলেন, “হে সুলোচনে! তুমি কে? তুমি কাহার আশ্রয়ে এই নির্জ্জন স্থানে

অবস্থিতি করিতেছ? তোমার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে তোমাকে মানুষী বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে তোমার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহল-নিবৃত্তি কর। আমি সুরথ রাজার পুত্র; আমার নাম কোটিকাস্য। আমার সমভিব্যাহারী যে সব রাজকুমার এই বনে আগমন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সৌবীররাজ জয়দ্রথ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; বোধ করি, তুমি লোকপরম্পরায় তাঁহার নাম অবশ্যই শ্রবণ করিয়া থাকিবে। ইনি দেবগণপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ত্রিগর্ত্ত, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় মহাবীর রাজকুমারগণ সমভিব্যাহারে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।" দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কোটিকাস্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সলজ্জবদনে কহিলেন, "হে নরেন্দ্রনন্দন! তোমার সহিত নিভৃতে কথোপকথন করা মাদৃশী মহিলার নিতান্ত অনুচিত, কিন্তু এস্থানে তোমার বাক্যের উত্তর দিতে পারে এমন কেহই নাই এবং তুমি যখন সুরথের পুত্র কোটিকাস্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছ, এইজন্য আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি।" এই বলিয়া দ্রৌপদী পিতা ও পতিগণের নামোল্লেখ করিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে অতিথির ন্যায় পূজা করিবার মানসে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

কোটিকাস্য জয়দ্রথসমীপে প্রত্যাগত হইয়া দ্রৌপদীর পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন বৃক যেমন সিংহগোষ্ঠে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দুষ্টমতি জয়দ্রথ কোটিকাস্যের বাক্য শ্রবণানন্তর 'আমি দ্রৌপদীকে দেখিব' বলিয়া, পাণ্ডবগণের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং কৃষ্ণাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বরারোহে! তোমার মঙ্গল ত? তোমার ভর্ত্তৃগণ ও বান্ধবগণ ত কুশলে আছেন?" সরল-হৃদয়া দ্রৌপদী জয়দ্রথকে অতিথি জ্ঞান করিয়া তাঁহার রাজ্য, কোষ

ও বলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে পতিগণের কুশল-সংবাদ দান করিয়া কহিলেন "হে রাজপুত্র! এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ কর, আমি তোমার প্রাতরাশ সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চশত মৃগ প্রদান করিতেছি। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আসিয়া স্বয়ং তোমাকে এণ, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর, গবয়, বরাহ ও মহিষ প্রভৃতি বিবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন।"

জয়দ্রথ প্রত্যুত্তর করিলেন, "হে বরাননে! আমি তোমার নিমন্ত্রণে পরম আপ্যায়িত হইলাম। এক্ষণে শ্রীহীন হৃতরাজ্য অরণ্যচারী পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমার রথে আরোহণ কর। তুমি আমার ভার্য্যা হইলে আমার সহিত সমুদয় সিন্ধু ও সৌবীররাজ্য পরমসুখে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিবে।"

দ্রুপদতনয়া পাঞ্চালী জয়দ্রথমুখে এইরূপ হৃদয়কম্পন বাক্য শ্রবণ করিয়া তথা হইতে গমনোদ্যত হইয়া ভ্রূকুটী-কুটীল-মুখে তাঁহাকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক কহিলেন "রে দুরাত্মন্! তোমার কি লজ্জা হয় না? তুমি এরূপ বাক্য আর কদাচ প্রয়োগ করিও না।" জয়দ্রথ তাহাতেও ক্ষান্ত না হওয়াতে, দ্রৌপদী স্বীয় পতিগণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া, মিষ্টবাক্যদ্বারা সেই দুরাত্মাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে ক্রোধান্বিত হইয়া পুনরায় জয়দ্রথকে কহিলেন, "অরে মূঢ়! তুমি স্বধর্ম্মনিরত, মহেন্দ্রতুল্যপরাক্রমশালী, যক্ষরাক্ষস ও দেবগণেরও অজেয়, যশস্বী মহারথ পাণ্ডবগণের নিন্দা করিয়া লজ্জিত হইতেছ না? সাধু ব্যক্তিরা কদাচ পরমপূজ্য কৃতবিদ্য বনবাসী বা গৃহস্থ তপস্বীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন না; পামরগণেরাই তাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে। আমার বোধ হয় ক্ষত্রিয়সমাজে এমন কোন ব্যক্তি তোমার সমভিব্যাহারে নাই যে, মহাগর্ত্তে পতনোন্মুখ মানবের

হস্তধারণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করে।" এই বলিয়া দ্রৌপদী পতিগণের অদ্ভুত বীরত্বের বর্ণনা করিয়া পাপাত্মা জয়দ্রথকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যখন দুরাত্মা তাহাতেও ভীত না হইয়া উত্তরোত্তর সাহস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন দ্রৌপদী পুনরায় কহিলেন, "আমি পাণ্ডবগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে কখন মনেও স্থান প্রদান করি নাই ; অদ্য সেই সতীত্ববলে অচিরাৎ অবলোকন করিব যে, পাণ্ডুনন্দনগণ তোমাকে সমরাঙ্গণে আকর্ষণ করিতেছেন। তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়াও ভীত করিতে পারিবে না ; আমি কুরুবংশাবতংস পাণ্ডবগণ সমভিব্যাহারে কাম্যকবনে সমাগত হইয়াছি।"

এইরূপে বিশালনেত্রা যাজ্ঞসেনী পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইবার মানসে তাঁহাদের আগমনকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পতিগণের নিন্দাবাদ করিলেন না। তিনি বারংবার জয়দ্রথকে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া পুরোহিত ধৌম্যকে আহ্বান করিলেন। দুরাত্মা জয়দ্রথ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় উত্তরীয় বসন ধারণ করিল এবং বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন দ্রুপদনন্দিনী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক অগত্যা সিন্ধুরাজের রথে আরোহণ করিলেন। মহামতি ধৌম্য জয়দ্রথকে তাহার নিন্দিত কার্য্যের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া, তাহার পদাতি সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীর অনুগমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা ভিন্ন ভিন্ন দিকে মৃগয়া করিতে গমন করিয়া নানাবিধ বন্যপশু সংহারপূর্ব্বক পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন।

তখন যুধিষ্ঠির মৃগপক্ষিসমাকুল কাম্যকবনমধ্যে মৃগগণের করুণ বিলাপ শ্রবণ ও অন্যান্য দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, "দেখ, বায়স ও শৃগাল প্রভৃতি অশুভসূচক জন্তুগণ অকস্মাৎ আমাদের পার্শ্বে আসিয়া যখন ভীষণ শব্দ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা কৌরবেরা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক আমাদিগের অবমাননা বা গুরুতর অপকার করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তোমরা শীঘ্র আশ্রমে প্রত্যাগমন কর।" তাঁহারা অবিলম্বে আশ্রমাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলেন প্রিয়তমার দাসী ধাত্রেয়িকা রোদন করিতেছে। সারথি ইন্দ্রসেন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে ধাত্রেয়িকার নিকট গমনপূর্ব্বক জয়দ্রথকর্ত্তৃক দ্রৌপদীহরণবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণকে নিবেদন করিল। তখন পাণ্ডবগণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া জয়দ্রথের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দিবার জন্য বারংবার শরাসন হইতে জ্যানিক্ষেপ ও সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ধাত্রী-নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবিত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া শত্রুসৈন্যের বাজিখুরোত্থিত গগনগামী ধূলিপটল অবলোকন করিলেন এবং পদাতিমধ্যগত ধৌম্য 'শীঘ্র আগমন কর' বলিয়া ভীম নিনাদ করিতেছেন শ্রবণ করিলেন। এদিকে সেই সমস্ত রাজপুত্র ধৌম্যকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন "মহাশয়! এরূপ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; আপনি স্বচ্ছন্দে আগমন করুন।"

জয়দ্রথ-সৈন্যেরা দূর হইতে পাণ্ডবদিগের রথনির্ঘোষ-শব্দ শ্রবণ করিয়া বেগে ধাবমান হইল। পাণ্ডবেরা জয়দ্রথ ও তাহার রথস্থ দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া সিন্ধুরাজের প্রতি এমন আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে শত্রুগণের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাহাদিগের দিগ্‌ভ্রম হইতে লাগিল। রাজা

জয়দ্রথ পাণ্ডবগণের রথের ধ্বজাগ্রভাগ অবলোকন করিয়া ভগ্নোৎসাহচিত্তে দ্রৌপদীকে কহিতে লাগিলেন, "হে যাজ্ঞসেনি! ঐ দেখ, অদূরে পঞ্চরথ লক্ষিত হইতেছে; বোধ হয়, উহাতে তোমার ভর্ত্তৃগণ আগমন করিতেছেন; অতএব এক্ষণে তুমি ক্রমান্বয়ে উঁহাদের পরিচয় প্রদান কর।"

দ্রৌপদী কহিলেন, "রে মূঢ়! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে? এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, আমি ধর্ম্মানুরোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর ঃ—

"যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপনন্দ নামক সুমধুর মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে, যাঁহার কান্তি কাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত—উনি আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উঁহার অনুসরণ করিয়া থাকেন। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণদান করেন। অতএব তুমি যদি আপনার শ্রেয়ঃ ইচ্ছা কর, তাহাহইলে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বেই উঁহার শরণাপন্ন হও।

"যিনি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, আনন ভ্রূকুটীকুটিল এবং ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংহত, যিনি মুহুর্মুহু ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন—উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর। আয়ানেয় নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্লমনে উঁহাকে বহন করিয়া থাকে। উঁহার কর্ম্ম সকল অলোকসামান্য এবং উঁহার 'ভীম' এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে। উঁহার নিকট অপরাধী

হইলে, অতি বলবতী জীবিতাশাও পরিত্যাগ করিতে হয়। ইনি শত্রুতা কদাপি বিস্মৃত হন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তিলাভ করেন না।

"ঐ আমার পতি, যশস্বী অর্জ্জুন। ইনি ভয়, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসাচারেও নিরত হন না। ইনি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়ার্ত্তের ত্রাতা। ইঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে। অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন।

"ঐ আমার পতি, মহাবীর নকুল। ইনি খড়্গযুদ্ধে অদ্বিতীয়; আজি দৈত্যসৈন্যমধ্যবর্ত্তী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রণস্থলে ইঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদয় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর যাঁহাকে সূর্য্যসমতেজঃসম্পন্ন দেখিতেছ, উনি আমার পতি, সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব। উঁহার তুল্য বুদ্ধিমান্ ও বক্তা আর নাই। উনি প্রাণান্তেও অধর্ম্মব্যবহারে প্রবৃত্ত হন না এবং কদাপি অপ্রিয়াচরণ সহ্য করিতে পারেন না। উনি আর্য্যা কুন্তীর প্রিয়তম পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।"

এদিকে ইন্দ্রকল্প পঞ্চপাণ্ডব নিতান্ত ভীত ও বদ্ধাঞ্জলি পদাতিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য সৈন্যগণের প্রতি ক্রোধভরে অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ "আক্রমণ কর" "প্রহার কর" "ধাবমান হও" বলিয়া সেই সমুদয় ভূপতিগণকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ রণস্থলে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পঞ্চপাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া ঘোরতর কোলাহল করিতে লাগিল। শিবি, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় ভূপতিগণ ব্যাঘ্রের

ন্যায় বলসম্পন্ন সেই পঞ্চ পুরুষব্যাঘ্রকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় শঙ্কান্বিত হইলেন। তখন পাণ্ডবেরা সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জয়দ্রথের বহুসংখ্যক সৈন্য বিনাশ করিলেন। মহাবীর ত্রিগর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, রুধির বমন করিতে করিতে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। ভীমসেন গদাঘাতে গজ, গজারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিসৈন্য সংহার করিয়া অবশেষে প্রাসদ্বারা কোটিকাস্যকে নিহত করিলেন। ধনঞ্জয় নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া বহুসংখ্যক শিবি, ইক্ষ্বাকু, ত্রিগর্ত্ত ও সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে নকুল ও সহদেব খড়্গাঘাতে গজযূথসহ গজারোহিগণকে ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন। তখন রণক্ষেত্র মস্তকহীন কলেবর ও কলেবরহীন মস্তকদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কুক্কুর, গৃধ্র, কঙ্ক, কাকোল, ভাস, গোমায়ু ও বায়সগণ নিহত বীরপুরুষগণের মাংসভক্ষণ ও শোণিতপান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক দুরাত্মা জয়দ্রথ সৈন্যনাশ দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া আত্মপ্রাণ-রক্ষার্থ দ্রৌপদীকে রথ হইতে অবতারণপূর্ব্বক স্বয়ং পলায়ন করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৌম্য-সমভিব্যাহারিণী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে নিরীক্ষণ করিয়া মাদ্রীসুতের সহিত তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন। এই সময়ে সব্যসাচী জয়দ্রথকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীমসেনকে সৈন্য সংহার করিতে নিষেধ করিয়া ঐ পাপাত্মার অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। ভীমসেন ধনঞ্জয়ের বাক্যানুসারে সৈন্যসংহারে বিরত হইয়া জয়দ্রথকে নিধন করিতে মানস করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন,

"হে মহাবীর! জয়দ্রথ নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু ভগিনী দুঃশলা ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী যশস্বিনী গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া উহাকে সংহার না করাই কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব ও ধৌম্য সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীকে লইয়া সেই বহুবিধ-মঠসঙ্কুল আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে ভীমার্জ্জুন জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। জয়দ্রথ তথা হইতে একক্রোশ দূরে পলায়ন করিয়াছে জানিয়া তাঁহারা বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনঞ্জয় মন্ত্রপূত শরনিকরদ্বারা সেই স্থান হইতে জয়দ্রথের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। জয়দ্রথ তদ্দর্শনে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক প্রাণপণে বনমধ্যে ধাবমান হইল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন জয়দ্রথের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিলেন, "ওহে রাজপুত্র! তুমি এই সাহসে বলপূর্ব্বক কামিনী হরণ করিতে বাসনা করিয়াছিলে; ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; তোমার পলায়ন করা নিতান্ত অনুচিত। তুমি কি বলিয়া শত্রুমধ্যে অনুচরগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ?" ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল দুরাত্মা জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও পলায়ন করিতে ক্ষান্ত হইল না। তখন মহাবল বৃকোদর 'তিষ্ঠ', 'তিষ্ঠ' বলিয়া তাহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। দয়াশীল অর্জ্জুন 'উহার প্রাণসংহার করিও না' বলিয়া ভীমসেনকে নিষেধ করিলেন।

অবিলম্বে ভীমসেন জয়দ্রথের কেশপাশ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ তাঁহার ভীষণ প্রহারে পীড়িত হইয়া করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের উপদেশবাক্য স্মরণ করাইয়া

দিলেন। ভীম অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া জয়দ্রথকে বিনাশ না করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রবাণদ্বারা উহার মস্তকের পঞ্চস্থান মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড় করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "রে নরাধম! যদি তুই জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিস্, তবে সভামধ্যে আমাদের দাস বলিয়া তোকে পরিচয় দিতে হইবে, নতুবা এক্ষণেই তোর প্রাণনাশ করিব। যুদ্ধনির্জ্জিত শত্রুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই চিরপ্রসিদ্ধ।" জয়দ্রথ অগত্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন মৃতকল্প জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া অর্জ্জুনের সহিত রথারোহণ করিলেন এবং অবিলম্বে আশ্রমে উপনীত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তে তদবস্থ শত্রুকে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাহাকে দেখিবামাত্র সহাস্যমুখে ভীমসেনকে বলিলেন, "হে ভীম! তুমি অবিলম্বে ইহাকে মুক্ত কর।" ভীম কহিলেন, "মহারাজ! এই নরাধম আমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে; অতএব ইহার মুক্তির বিষয় দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন।" তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক ভীমকে কহিলেন, "যদি আমার বাক্যরক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে অচিরাৎ এই দুরাচারকে পরিত্যাগ কর।" দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মহাবীর ভীমকে কহিলেন, "এই দুরাচার তোমাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে এবং তুমি ইহার মস্তক মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড় সম্পন্ন করিয়াছ; অতএব ইহাকে শীঘ্রই মুক্ত কর।"

জয়দ্রথ বন্ধনবিমুক্ত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনপূর্ব্বক সম্মুখীন মুনিগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ জয়দ্রথকে নিরীক্ষণ করিয়া তিরস্কারবাক্যে কহিলেন "হে নরাধম!

এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে, কিন্তু এইরূপ গর্হিত কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্রাশয়েরাই তোমার একমাত্র সহায়। তুমি পরস্ত্রীলোলুপ, তোমায় ধিক্! তোমার ন্যায় নীচপ্রকৃতি না হইলে, আমাদিগকে গতাসু বোধ করিয়া এইরূপ অন্যায় আচরণে কোন্ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারে?" অনন্তর তিনি সদয়হৃদয়ে কহিলেন, "এক্ষণে তুমি হস্ত্যশ্ব-রথপদাতি সমভিব্যাহারে স্বনগরাভিমুখে গমন কর; আর কখনও অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিও না। প্রার্থনা করি, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিই পরিবর্দ্ধিত হউক।"

কথিত আছে, জয়দ্রথ এইরূপ হীন অপমানে ক্ষুণ্ণ হইয়া লজ্জাবনতমুখে গঙ্গাদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রতিশোধমানসে ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলে, ত্রিলোচন তথায় আবির্ভূত হইয়া পূজোপহার গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।" জয়দ্রথ প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন "হে দেবদেব! আমি যেন আপনার বরপ্রভাবে একাকী রথারূঢ় হইয়া মহাবল-পরাক্রান্ত পঞ্চপাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারি।" তখন শঙ্কর কহিলেন, "হে সিন্ধুরাজ! আমি বরপ্রদান করিতেছি, তুমি কেবল মহাবাহু অর্জ্জুন ব্যতিরেকে একদিনের জন্য সেই অজেয় ও অবধ্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারিবে।" এই বলিয়া ভগবান্ ত্রিলোচন অন্তর্হিত হইলে, রাজা জয়দ্রথ স্বভবনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

কর্ণের দানশীলতা।

কর্ণ জনসমাজে সূতপুত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত নিরতিশয় রহস্যময়। দুর্য্যোধন তাঁহার অপূর্ব্ব অস্ত্র-কৌশল দর্শনে তাঁহাকে উচ্চকুলোদ্ভব বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার অলৌকিক বলবীর্য্য সন্দর্শনে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। ফলতঃ তাদৃশ বীরত্ব কখনই সূতকুলে সম্ভবে না। তিনি প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যদেবের ঔরসে অনূঢ়া কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন। কুন্তী লোকাপবাদভয়ে জন্মিবামাত্র তাঁহাকে মঞ্জূষামধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করেন। পরে ঐ মঞ্জূষা ভাসিতে ভাসিতে ভাগীরথীতীরস্থ চম্পা নগরীতে উপনীত হইলে, ধৃতরাষ্ট্রের সখা সূত অধিরথ ও তদীয় পত্নী রাধা উহা প্রাপ্ত হইয়া কৌতূহলচিত্তে উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক তন্মধ্যে দেখিলেন, তরুণারুণসন্নিভ হেমবর্ম্মধারী কুণ্ডলবিভূষিত এক অচির-প্রসূত শিশুসন্তান শয়ান রহিয়াছে। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে ঐ বালককে পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছিলেন বলিয়া উনি সূতপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। ব্রাহ্মণগণ ঐ বালককে সহজাত সুবর্ণপ্রভ কবচ ও কুণ্ডলদ্বয়-বিভূষিত দেখিয়া উহার নাম 'বসুষেণ' রাখিলেন। বসুষেণ কালক্রমে স্বীয় বিক্রমপ্রভাবে দুর্য্যোধনের চিত্তাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ঐ বসুষেণই পরে 'কর্ণ' নাম ধারণ করিয়া দুর্য্যোধনের বৈরনির্য্যাতনার্থ সর্ব্বদা পাণ্ডবগণের হিংসা করিতেন। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। তাঁহারা

পরস্পর বলবীর্য্য ও অস্ত্রবিদ্যাবিষয়ে সতত স্পর্দ্ধা করিতেন। কিন্তু কর্ণের জন্মরহস্য লোকমধ্যে অপ্রকাশিত ছিল; কর্ণও এ বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না। রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণকে সূতপুত্র জানিয়াও তাঁহাকে সহজ কবচ ও কুণ্ডলধারী নিরীক্ষণ করিয়া সমরে অবধ্য বিবেচনা করিতেন এবং তজ্জন্য মনে মনে সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতেন।

অরণ্যমধ্যে পাণ্ডবগণের দ্বাদশবৎসর অতিক্রান্ত হইলে, একদা দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় পুত্র অর্জ্জুনের হিতার্থে কর্ণের নিকট কবচকুণ্ডল ভিক্ষা করিবার মানস করিলেন। সহস্ররশ্মিও সহস্রলোচনের অভি-প্রায় অবগত হইয়া অপত্যস্নেহবশতঃ করুণার্দ্রহৃদয়ে রজনীযোগে কর্ণের নিকটে আগমন করিলেন। কর্ণ মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর বেদবিৎ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক স্বপ্নযোগে তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস কর্ণ! আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর; দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিতাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে কুণ্ডলাপহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার সমীপে আগমন করিবেন। তুমি সাধুগণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে প্রার্থনানুরূপ দান করিয়া থাক, কখনই প্রত্যাখ্যান কর না। তোমার এই স্বভাব অবগত হইয়া পাকশাসন তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিবেন। তুমি যাচমান পুরন্দরকে কুণ্ডলযুগল প্রদান না করিয়া সাধ্যানুসারে অনুনয় বিনয় করিবে। তিনি কুণ্ডললাভের নিমিত্ত বহুবিধ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বাগ্‌জাল বিস্তার করিবেন; তুমি তাঁহাকে অন্যান্য নানাবিধ ধনরত্ন দানে পরিতুষ্ট করিবে। তুমি কবচ ও কুণ্ডল-যুগল-সম্পন্ন বলিয়াই সমরে অরাতিগণের অবধ্য হইয়াছ। তোমার রত্নময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হইতে সমুত্থিত হইয়াছে; অতএব যদি

জীবিত থাকিতে বাসনা কর, তাহা হইলে উহা রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমি সূর্য্য, তুমি আমার নিতান্ত ভক্ত বলিয়াই তোমার হিতাভিলাষে আমি এইরূপ হিতোপদেশ দিতেছি। যদি তুমি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে জয় করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে দেবরাজকে কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না।”

কর্ণ কহিলেন, “হে দিবাকর! যখন আপনি আমার হিতান্বেষী হইয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তখন আমি অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিব। আমি আপনার পরম ভক্ত; আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। হে বিভাবসো! যদি আমি আপনার প্রীতিভাজন হইয়া থাকি, তবে আমাকে ব্রতপালনে পরাঙ্মুখ করিবেন না। লোকমধ্যে আমার এই ব্রত প্রচারিত হইয়াছে যে, আমি ব্রাহ্মণগণকে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকি। অতএব যদি দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিতকামনায় আমার নিকটে বর্ম্ম ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আগমন করেন, আমি অবশ্যই তাঁহাকে উহা সমর্পণ করিব। আমি আমার ত্রিভুবন-সঞ্চারিণী কীর্ত্তি বিনষ্ট করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। আমি প্রাণদান করিয়াও কীর্ত্তিলাভ করিতে বাসনা করি। কীর্ত্তিমান্ লোকই স্বর্গলাভ করে এবং কীর্ত্তিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কীর্ত্তি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করেন; কিন্তু অকীর্ত্তি জীবিত মনুষ্যকেও গতজীবিত করিয়া ফেলে। অতএব আমি শরীরজাত অচিরস্থায়ী কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিব। হে ভগবন্! আমি মৃত্যু অপেক্ষা মিথ্যা হইতে সমধিক ভীত হইয়া থাকি; বিশেষতঃ, সাধু ব্রাহ্মণগণের নিকট অনৃতাচারে সাতিশয় শঙ্কিত হই। কেহ আমার প্রাণ প্রার্থনা করিলেও কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিতে পারি। আপনি অর্জ্জুনের কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে

যেরূপ কহিলেন, তজ্জন্য কিছুমাত্র শঙ্কিত হইবেন না ; আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব। আমি মহাত্মা জামদগ্ন্য ও দ্রোণ হইতে যে সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি বারংবার প্রণিপাত পূর্ব্বক আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে ব্রত-সাধনে অনুমতি প্রদান করুন।"

সূর্য্য কহিলেন, "বৎস! যদি তুমি নিতান্তই আখণ্ডলকে কুণ্ডল প্রদান কর, তাহা হইলে অগ্রে প্রিয়োক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক সুররাজের সহিত এইরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিবে যে, 'অগ্রে আপনি আমাকে এক শত্রুঘাতিনী অমোঘ শক্তি প্রদান করুন ; পশ্চাৎ আমি আপনাকে বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদান করিব।' তুমি দেবরাজকে এইরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া কুণ্ডলযুগল প্রদান করিবে ; তাহা হইলে সেই শক্তিদ্বারা অনা-য়াসে সমরে শত্রু সংহার করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।" এই বলিয়া সূর্য্যদেব তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ নিশাবসানে সূর্য্যসন্নিধানে স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যো-পান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন ভগবান্ ভানু হাস্যমুখে সমস্ত কথা স্বীকার করিলেন।

মহাবীর কর্ণ মধ্যাহ্নসময়ে সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া সবিতা দেবের স্তব করিতেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মণগণ ধনলাভার্থ আগমন করিয়া যিনি যাহা যাচ্ঞা করিতেন, তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহাই দান করিতেন। কর্ণের এইরূপ দানশীলতার বিষয় অবগত হইয়া সুররাজ শতক্রতু উপযুক্ত সময়ে তাঁহার নিকটে আগমন পূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। বীরবর কর্ণ ব্রাহ্মণবেশধারী দেবরাজকে চিনিতে না পারিয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রাহ্মণ! সুবর্ণা-

ভরণবিভূষিতা প্রমদা অথবা গোমহিষাদিপূর্ণ গ্রাম, ইহার মধ্যে কি প্রদান করিব, বলুন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি সুবর্ণাভরণবিভূষিতা প্রমদা অথবা অন্য কোন প্রীতিজনক বস্তুর অভিলাষ করি না। যদি আপনি যথার্থই সত্যব্রত হন, তবে আপনার সহজাত বর্ম্ম ও কুণ্ডলদ্বয় উন্মোচনপূর্ব্বক প্রদান করুন, তাহা হইলে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিব।"

কর্ণ কহিলেন, "হে বিপ্র! আমি পৃথিবী, প্রমদা, ধেনু ও বহুবর্ষ-সম্ভূত ধান্যাদি প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কুণ্ডল ও বর্ম্ম প্রদান করিতে সমর্থ নহি।" এই কথা বলিয়া কর্ণ সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা ও অশেষ প্রকার সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগল-বিহীন হইলে, শত্রুগণ আমাকে অনায়াসে আক্রমণ করিবে। অতএব আমি কোন প্রকারেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমি আপনাকে অতি বিশাল ক্ষেমাস্পদ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন।" এইরূপে ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বহুবিধ যত্ন করিলেও তিনি কবচ ও কুণ্ডল ভিন্ন অন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। তখন কর্ণ সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে দেবদেবেশ! আমি আপনাকে পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, এক্ষণে আপনাকে অন্য ভিক্ষা প্রদান করা বৃথা। আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, অতএব আপনি অগ্রে আমাকে বর প্রদান করুন।"

ইন্দ্র সহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, "কর্ণ! আমি তোমার স্বপ্নবৃত্তান্ত বিশেষ জ্ঞাত আছি। এক্ষণে বজ্র ভিন্ন অন্য যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই প্রদান করিব।"

কর্ণ হৃষ্টমনে বাসবকে কহিলেন, "হে সুরনাথ! আপনি বর্ম্ম ও কুণ্ডলের বিনিময়ে আমাকে শত্রুবিনাশিনী শক্তি প্রদান করুন।" সুর-

রাজ কর্ণবাক্য শ্রবণে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "হে ভানুজ! তুমি সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ কর; আমি দানবকুল সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, এই অমোঘ শক্তি আমার করচ্যুত হইয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিয়া পুনরায় আমারই হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু এক্ষণে তোমাকে উহা এই নিয়মে গ্রহণ করিতে হইবে যে, উহা তোমার করচ্যুত হইয়া কেবল একজন মাত্র মহাবল-পরাক্রান্ত শত্রু সংহার করিয়া পুনরায় আমার নিকটে উপস্থিত হইবে। যে স্থলে অন্যান্য শস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে, সে স্থলেও যদি তুমি প্রমত্ত হইয়া এই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ কর, তাহা হইলে ইহা তোমারই গাত্রে নিপতিত হইবে।" কর্ণ কহিলেন, "ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা কদাচ অন্যথা হইবে না, আমি প্রাণসংশয়কালেই এই শক্তি প্রয়োগ করিব!" এই বলিয়া কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক এক শাণিত অস্ত্র দ্বারা আপনার চর্ম্ম উৎকীর্ণ করিয়া কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক আর্দ্র থাকিতে থাকিতেই ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মুখবর্ণ বিবর্ণ হইল না; প্রত্যুত তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেব ও দানবেরা সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দিব্য দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ কর্ণের অলৌকিক দানশীলতা ও সত্যপ্রতিপালনে দৃঢ়তা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "হে কর্ণ! তোমার মনে কদাচ বীভৎস রসের সঞ্চার বা শরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইবে না। যেরূপ তোমার পিতা সূর্য্যদেবের বর্ণ ও তেজ, তুমিও সেইরূপ বর্ণ ও তেজ প্রাপ্ত হইবে।"

কৌরবগণ কর্ণ প্রতারিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ ও

অহঙ্কারশূন্য হইলেন ; এদিকে পাণ্ডবেরা এই ব্যাপার অবগত হইয়া কাননমধ্যে একান্ত হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেন। এইরূপে সুররাজ পাণ্ডব-হিতার্থে কর্ণকে প্রবঞ্চিত করিয়াও তাঁহাকে বীরেন্দ্রসমাজে যশস্বী ও চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মরাজের ধৈর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠা।

একদা বাসুদেব ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণের দর্শনাভিলাষে কাম্যক বনে উপনীত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের অশেষ প্রশংসাপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন "রাজন্! রাজ্যলাভ অপেক্ষা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট, ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, আপনি সেই ধর্ম্মকে সত্য ও সারল্য দ্বারা প্রতিপালন করিয়া ইহলোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। আপনি ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক চিরপ্রথিত যাগযজ্ঞ সকল সংসাধন করিয়াছেন। আপনি কামপরতন্ত্র হইয়া কদাপি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, অর্থলোভেও কখন ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই ; এই নিমিত্তই আপনি ধরণীতলে 'ধর্ম্মরাজ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। রাজ্য, ধন ও বহুবিধ ভোগ-লাভ করিলেও, দান, সত্য, তপ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল বিষয়ে আপনার সবিশেষ অনুরাগ আছে। যখন শত্রুগণ সভামধ্যে সর্ব্বজনসমক্ষে দ্রৌপদীকে বিবসনা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তৎকালে কাহার সাধ্য উহা সহ্য করে? কেবল আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাদৃশ দুর্ব্বিষহ নৃশংসাচার সহ্য করিয়াছিলেন

মহাভারতীয় আখ্যানমালায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই প্রবন্ধে উদাহরণোপযোগী একটী বিচিত্র আখ্যান বর্ণন করিতেছি।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দুরাত্মা জয়দ্রথের হস্ত হইতে দ্রৌপদীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া কাম্যকবন পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সুস্বাদু-ফলমূল-সমন্বিত বিচিত্র-পাদপরাজি-বিরাজিত দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা নিরন্তর সংযতব্রত ও ফলমূলাশী হইয়া ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত ভাবিসুখ-প্রসবিনী ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতেন। একদা কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্থদণ্ড বৃক্ষে বদ্ধ ছিল। এক মৃগ সহসা তথায় আসিয়া গাত্রঘর্ষণ করায়, উহার শৃঙ্গে সেই মন্থদণ্ড সংসক্ত হইল। তৎক্ষণাৎ সেই মৃগ উহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র অপহৃত হইল দেখিয়া উহার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় ত্বরিতপদে অজাতশত্রুর সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের হোমোপকরণ অপহৃত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন এবং উহার পুনরুদ্ধারমানসে ভ্রাতৃগণসহ সশস্ত্র হইয়া সাতিশয় যত্ন-সহকারে মৃগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিদূরে সেই মৃগকে অবলোকন করিয়া কর্ণি, নালীক ও নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই তাহাকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মৃগ তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া গহন বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সুশীতল ছায়াসম্পন্ন এক ন্যগ্রোধ বৃক্ষের মূলে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর সকলে ক্লান্ত হইয়া বনবাসক্লেশ অনুভব করিতেছেন, ইত্যব-

সরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মাদ্রেয়! তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন, অতএব উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ কর; দেখ, কোন সমীপবর্ত্তী স্থানে পাদপরাজিসমাকীর্ণ জলাশয় বিদ্যমান আছে কি না?" নকুল জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞানুসারে বৃক্ষারোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, "মহারাজ! আমি দেখিতেছি একস্থানে সলিলাশ্রিত বৃক্ষরাজি বিদ্যমান রহিয়াছে; অতএব ঐ স্থানেই জলাশয় আছে, তাহার সন্দেহ নাই।" নকুলের বাক্যাবসানে রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন "তবে শীঘ্র সেই স্থানে গমন করিয়া এই সকল তূণদ্বারা পানীয় আনয়ন কর।" নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে জলাশয়ের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সারসকুল-পরিবৃত বিমল সরোবর অবলোকনপূর্ব্বক জলপানকামনায় যেমন অবতীর্ণ হইলেন, অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষের বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, "বৎস মাদ্রেয়! ঈদৃশ সাহস করিও না, আমি পূর্ব্বে এই সরোবর অধিকার করিয়াছি। অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পশ্চাৎ সলিল পান বা গ্রহণ করিও।" নকুল অতিশয় পিপাসিত ছিলেন, এই নিমিত্ত যক্ষবাক্য উপেক্ষা করিয়া যেমন সুশীতল সলিল পান করিলেন, অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেবকে প্রেরণ করিলেন। সহদেব আজ্ঞামাত্র সেই জলাশয়ের অভিমুখে গমন করিলেন এবং তথায় উপনীত হইয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ধরাশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন। অনন্তর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সলিল পান করিবার মানসে সরোবরে

অবতীর্ণ হইবামাত্র পূর্ব্ববৎ যক্ষবাক্য শ্রবণ করিলেন। পিপাসাতুর সহদেব সেই বাক্যে অনাদর করিয়া জল পান করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এই অবসরে রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের বিলম্ব দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! নকুল ও সহদেব বহুক্ষণ গমন করিয়াছে কিন্তু এখনও প্রত্যাগত হইল না; অতএব তুমি তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া সলিল আহরণ কর। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি দুঃখভারাক্রান্ত ভ্রাতৃগণের একমাত্র আশ্রয়।" ধনঞ্জয় অগ্রজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনুঃশর ও খড়্গচর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সরোবর-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সলিল আহরণে গমন করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। নরসিংহ শ্বেতবাহন তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং শরাসন উদ্যত করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রাণীই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তিনি শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, "হে কৌন্তেয়! বলপূর্ব্বক জলগ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না; যদি মদুক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর, তাহা হইলে সলিল পান ও গ্রহণ করিতে পারিবে।"

ধনঞ্জয় এইরূপ অশরীরী বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তুমি অন্তর্হিত হইয়া নিবারণ করিতেছ; কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া নিবারণ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ বাণবর্ষণ করিয়া তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিব, তাহা হইলে পুনরায় আর এরূপ বলিতে পারিবে না।" অর্জ্জুন এইরূপ কহিয়া শব্দভেদী বাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দশদিকে কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে উত্তর করিলেন, "হে পার্থ! বৃথা শরবর্ষণ

করিতেছ, অগ্রে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া পরে জলপান কর, নতুবা বলপুর্ব্বক জলপান করিলে, তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।” ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক জলপান করিবামাত্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

এদিকে রাজা যুধিষ্ঠির সাতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া ভীমসেনকে কহিলেন, “ভ্রাতঃ! নকুল, সহদেব ও ধনঞ্জয় জল আনয়ন করিতে গমন করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হওয়ায় আমি অতিশয় চিন্তাকুল হইয়াছি। তোমার কল্যাণ হউক, তুমি সত্বর তাহাদিগের উদ্দেশ লইয়া জল আহরণ কর।” ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃগণের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ‘ইহা কোন যক্ষ বা রাক্ষসের কর্ম্ম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই’; পরিশেষে জল-পানানন্তর যুদ্ধ করিবেন, ইহা স্থির করিয়া সলিলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে পূর্ব্ববৎ যক্ষবাক্য শ্রবণ করিলেন। ভীমসেন সেই বাক্য উপেক্ষা করিয়া জলপান করিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।

ইত্যবসরে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের জন্য নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ সানুচতুষ্টয়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে অতিমাত্র শোকে সমাকুল হইয়া গলদশ্রু-লোচনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শোকাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, সেই মহাসত্ত্ব, মহারথ ও অপরাজেয় ভ্রাতৃগণের শরীর অক্ষত ও অপ্রমৃষ্ট দেখিয়া বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইলেন। পরে মনে মনে নানা তর্ক বিতর্ক করিয়া ঐ

ব্যাপারের কারণনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া জল পরীক্ষা করিবার জন্য সেই সরোবরে অবগাহন করিলেন। তিনি সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন,—

"রাজপুত্র! আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক; আমিই তোমার অনুজগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি; যদি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না কর, তাহা হইলে তোমাকেও ইহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে।"

অকস্মাৎ নেপথ্যে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে মহাবল! হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয়—এই অবিচলিত পর্ব্বতচতুষ্টয়কে কে পাতিত করিয়াছে? ইহা পক্ষীর কর্ম্ম নহে, বোধ হয় এই অসাধ্য কর্ম্ম আপনিই করিয়াছেন। আপনি কে? আপনি কি রুদ্র, বসু বা মরুদ্গণের অধিপতি? কি আশ্চর্য্য! দেবাসুরগণও যাঁহাদিগের ভীষণ পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ নহেন, আপনি কিরূপে তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করিলেন? ভগবন্! অধুনা আপনার কি অভিপ্রায় জানিবার জন্য আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও ভয় যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছে, হৃদয় কম্পিত হইতেছে, শিরোবেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে?"

যক্ষ কহিলেন, "তোমার মঙ্গল হউক, আমি যক্ষ, জলচর পক্ষী নহি, আমি তোমার মহাতেজা ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছি।"

রাজা যুধিষ্ঠির যক্ষের মুখে এইরূপ পরুষাক্ষর অশিব বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, বিরূপাক্ষ মহাকায় তাল-সমুন্নত সূর্য্যাগ্নিসদৃশ পর্ব্বতোপম এক যক্ষ বৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি অকস্মাৎ ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রাজন্! আমি তোমার এই ভ্রাতৃগণকে বারংবার

নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারা আমার বাক্য উপেক্ষা করিয়া বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহাদিগের প্রাণসংহার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকেও কহিতেছি, যদি প্রাণরক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তবে জলপান করিতে সাহস করিও না। আমি পূর্ব্বে এই সরোবর অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পরিশেষে সলিল পান ও গ্রহণ করিও।"

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে যক্ষ! আপনার অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই, এক্ষণে আপনার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বলুন। আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না, কারণ সাধু ব্যক্তিরা সতত আত্মশ্লাঘার নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি এইমাত্র কহিতেছি যে, নিজবুদ্ধি ও সাধ্যানুসারে আপনার প্রশ্নের-প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।"

যক্ষ-যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর নীতিশাস্ত্রসিন্ধুর উজ্জ্বলতম রত্নে মণ্ডিত। নিম্নে সেই প্রশ্নোত্তরমালার কতিপয় প্রসূন পাঠকগণকে উপহার দিতেছি:—

(১)

প্রশ্ন।

ধরা হ'তে গুরুতর কি আছে জগতে ?
স্বর্গ হ'তে উচ্চতর কিবা তব মতে ?
বায়ু হ'তে দ্রুতগামী কিবা মনে লয় ?
তৃণ হ'তে বহুতর কা'র সংখ্যা হয় ?

উত্তর।

পৃথিবী অপেক্ষা গুরু জননী বন্দিতা,
স্বর্গাপেক্ষা উচ্চতর পূজনীয় পিতা।

বায়ুগতি অতিক্রমি চিত্ত সদা ধায়,
তৃণাপেক্ষা বহুতর চিন্তা গণনায়।

(২০)

প্রশ্ন।

প্রবাসীর মিত্র কেবা, কেবা গৃহস্থের ?
মুমূর্ষুর মিত্র কেবা, কেবা আতুরের ?

উত্তর।

সঙ্গী প্রবাসীর মিত্র, ভার্য্যা গৃহস্থের,
মুমূর্ষুর মিত্র দান, বৈদ্য আতুরের।

(৩)

প্রশ্ন।

ধর্ম্ম-যশঃ-স্বর্গ-সুখ গুণ চতুষ্টয়,
নিরূপয় ইহাদের প্রধান আশ্রয়।

উত্তর।

ধর্ম্মের আশ্রয় দয়া একমাত্র জানি,
যশের আশ্রয় নিত্য দান অনুমানি।
আশ্রয় খ্যাত সত্য সনাতন,
সুখের আশ্রয় সদা শীল সুশোভন।

(৪)

প্রশ্ন।

কোন্ ধর্ম্ম লোকমধ্যে পূজিত প্রধান ?
কোন্ ধর্ম্ম সুবিখ্যাত নিত্য ফলবান্ ?
সংযত করিলে কিবা শোক নাহি রয় ?
কার সনে সন্ধি কভু ভঙ্গ নাহি হয় ?

উত্তর।

আনৃশংস্য ধর্ম্মমধ্যে পূজিত প্রধান,
বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম নিত্য ফলবান্।
চিত্ত সংযমিলে লোকে শোক নাহি রয়,
সাধুর সহিত সন্ধি ভঙ্গ নাহি হয়।

(৫)

প্রশ্ন।

কি ত্যাগ করিলে লোক সর্ব্বপ্রিয় হয় ?
কি ত্যাগ করিলে লোক শোক পাশরয় ?
কি ত্যাগ করিলে লোক অর্থবান্ হয় ?
কি ত্যাগ করিলে লোক সদা সুখে রয় ?

উত্তর।

অভিমান-ত্যাগী লোক সর্ব্বপ্রিয় হয়,
ক্রোধ-বিবর্জ্জিত লোক শোকশূন্য হয়।
কামনা ত্যজিলে লোক অর্থবান্ হয়,
লোভ পরিহরি লোক নিত্যসুখী হয়।

(৬)

প্রশ্ন।

তপোদম-ক্ষমা-লজ্জা, শুন হে রাজন্!
লক্ষণ জানহ যদি, কহ বিবরণ।

উত্তর

স্বধর্ম্ম পালন খ্যাত তপ চরাচরে,
মনের নিগ্রহ করা দম নাম ধরে।

দ্বন্দ্বকালে সহিষ্ণুতা ক্ষমা পরিচয়,
অকার্য্যবিরতি জানি লজ্জার আশ্রয়।

(৭)

প্রশ্ন।

জ্ঞান-শম-দয়ার্জ্জব, ধর্ম্ম চতুষ্টয়,
পরিচয় জান যদি, কহ সুনিশ্চয়!

উত্তর।

তত্ত্বজ্ঞান-উপলব্ধি জ্ঞানের শরণ,
চিত্তের প্রশান্ত ভাব শমের কারণ।
সর্ব্বজীবে সুখ ইচ্ছা দয়ার আধার,
সমচিত্তবৃত্তি সদা আর্জ্জব-আচার।

(৮)

প্রশ্ন।

কোন্ শত্রু পুরুষের বিষম দুর্জ্জয়?
কোন্ ব্যাধি অন্তহীন কহিবা নিশ্চয়।
অসাধু কাহাকে বলে, সাধু কোন্ জন?
স্থিরচিত্তে কহ শুনি, পার্থ বিচক্ষণ!

উত্তর।

নরের দুর্জ্জয় শত্রু, ক্রোধ মূর্ত্তিমান্,
ব্যাধিমধ্যে অন্তহীন, লোভ বীর্য্যবান্।
সর্ব্বজীব-হিতকারী সাধু বলি তা'রে,
নির্দ্দয় পুরুষ জ্ঞেয় অসাধু সংসারে।

(৯)

প্রশ্ন।

মোহ মান আলস্য ও শোকের লক্ষণ
পূর্ব্বাপর কহ রাজা করি বিবেচন।

উত্তর।

ধর্ম্মে অবিজ্ঞতা, যক্ষ, মোহ অভিধান,
আত্মাভিমানিতা নিত্য মানের নিদান।
ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ক্ষান্তি আলস্য কথিত,
অজ্ঞানতা লোকমধ্যে শোকসমাশ্রিত।

(১০)

প্রশ্ন।

স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য-স্নান-দান নৈতিক বিধান
পরিচয় দেহ মোরে, ওহে নীতিমান্!

উত্তর।

স্বধর্ম্মে স্থিরতা সদা স্থৈর্য্য অভিধেয়,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নিত্য ধৈর্য্য পরিচেয়।
মনের মালিন্য-ত্যাগ স্নান নিরমল,
প্রাণিগণে রক্ষা করা দান অবিরল।

(১১)

প্রশ্ন।

ধর্ম্ম অর্থ কাম, এরা বিরোধী বিশেষ,
কি প্রকারে তবে বল, হয় সমাবেশ?

উত্তর।

ধর্ম্ম ভার্য্যা পরস্পর বশবর্ত্তী হ'লে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম, এরা মিলে অবহেলে।

(১২)

প্রশ্ন।

কোন্ কর্ম্মফল-ভোগ অক্ষয় নরক,
কহ শীঘ্রগতি মোরে, হে ধর্ম্মপালক!

উত্তর।

যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণে আহ্বানি,
যে জন বঞ্চিত করে চিন্তি অর্থহানি।
দেব দ্বিজ ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ চতুষ্টয়,
পিতৃপিতামহধর্ম্ম পবিত্র আশ্রয়।
মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যে বা অনাদরে,
অর্থ বিদ্যমানে কভু দান নাহি করে।
সেই সব লোক যায় অক্ষয় নরক,
ইহাতে সংশয় নাই, হে প্রশ্নকারক!

(১৩)

প্রশ্ন।

প্রিয় বাক্য বলি নর কিবা ফল পায়?
বিচারি' করিলে কার্য্য, কিবা ফল তায়?
বহু মিত্র হয় যদি, কিবা ফলোদয়?
ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকি, কি ফল লভয়?

উত্তর।

প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় সদা হয়,
বিমৃষ্যকারীর, যক্ষ, লাভ সদা জয়।
সুখে বাস করে বহুমিত্রশালী জন,
সদ্গতি লভয়ে নিত্য ধার্ম্মিক সুজন।

(১৪)

প্রশ্ন।

কোন্ জন নরমধ্যে সুখী এ সংসারে?
কি আশ্চর্য্য, কিবা পথ, বার্ত্তা বলি কারে?
যদি মম এই চারি প্রশ্ন উত্তরিবে,
ভ্রাতৃগণ সদ্য তব জীবিত হইবে।

উত্তর।

অপ্রবাসে বিনা ঋণে যার কাল যায়,
যদ্যপি পরাহ্নকালে শাক অন্ন খায়।
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর,
শুন, যক্ষ, এই মম প্রথম উত্তর।

প্রতিদিন প্রাণিগণ যায় যমঘরে,
অবশিষ্ট লোক সদা ইহা মনে করে,
আমরা ত চিরজীবী, রহিব অক্ষয়,
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়?

তর্কের স্থিরতা নাই, বেদ ভিন্ন ভিন্ন,
দুই মুনি নাই হেন, মত নহে অন্য।

ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞানগুহা-লীন,
মহাজন-গতি যাহে পথ সমীচীন।

দিবারাত্র ইন্ধনেতে সূর্য্য-অগ্নি জ্বালি,
মহামোহ-কটাহেতে প্রাণিগণে ঢালি,
মাসঋতু-দর্ব্বী ল'য়ে, কাল মহাবলী,
পাক দেয় অবিরত—সার বার্ত্তা বলি।

(১৫)

প্রশ্ন

প্রশ্নের উত্তর মম দিয়াছ যথার্থ,
এই হেতু প্রীত আমি তোমা প্রতি, পার্থ!
'পুরুষ' কে কহ এবে, কেবা 'সর্ব্বধনী',
নিরূপণ কর দেখি, ওহে নৃপমণি!

উত্তর।

পুণ্যকর্ম্ম-অনুষ্ঠাতা নরের সুনাম,
স্বরগ পরশি যাহা ব্যাপে বিশ্বধাম।
যতদিন সেই নাম রহে এ ভুবনে,
তাবৎ 'পুরুষ' তাঁরে কহে সর্ব্বজনে।

অতীব বা অনাগত সুখ দুঃখ ভবে,
প্রিয়াপ্রিয়-তুল্যদর্শী সম ভাবে সবে।
নরলোকে সেই ধন্য, সেই 'সর্ব্বধনী',
শুন হে, উত্তর মম, যক্ষের অগ্রণি!

ধর্ম্মরাজের এতাদৃশ জ্ঞানগর্ভ সদুত্তর শ্রবণে যক্ষ পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি 'পুরুষ' ও 'সর্ব্বধনী' শব্দের অর্থ করি-

য়াছ, এইজন্য এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনমাত্র জীবিত হইবে।”

যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে যক্ষ! এই শ্যামকলেবর লোহিতলোচন বিশালবক্ষাঃ মহাবাহু নকুল জীবিত হইয়া শালশাখীর ন্যায় সমুত্থিত হউন।”

যক্ষ কহিলেন, “হে ধর্ম্মরাজ! তুমি অযুতনাগতুল্য বলশালী পরম-প্রীতিপাত্র ভীমসেন অথবা তোমাদের প্রধান আশ্রয় ও আশাস্থল ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণ-দান করিতে ব্যাকুল হইয়াছ?”

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, “ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে, ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিলে তিনিও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; অতএব আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না এবং ধর্ম্মও যেন আমাকে কদাপি পরিত্যাগ না করেন। হে যক্ষ! আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম; আমি আনৃশংস্য অবলম্বন করিতে সতত অভিলাষ করি। সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন, অতএব আমি কোনক্রমেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কুন্তী ও মাদ্রী উভয়ই আমার আরাধ্যা জননী; আমি উঁহাদিগকে তুল্যজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি। উভয়ই পুত্রবতী হইয়া থাকুন, ইহাই আমার অভিলাষ। অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।”

যক্ষ কহিলেন, “হে রাজন্! তুমি অর্থতঃ ও কামতঃ আনৃশংস্য-পরায়ণ, এই নিমিত্ত তোমার ভ্রাতৃগণ জীবিত হউক।”

যক্ষবাক্যানুসারে পাণ্ডবগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহাদি-গের ক্ষুৎপিপাসা ক্ষণমাত্রেই অপনীত হইল। এদিকে অপরাজিত

যক্ষ একচরণে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনি কে? আপনাকে যক্ষ বলিয়া বোধ হয় না। আপনি বসু, রুদ্র কিম্বা মরুদ্গণের মধ্যে প্রধান একজন হইবেন, সন্দেহ নাই, নতুবা এরূপ ব্যাপার ঘটিত না। এই ভূমণ্ডলে এমন যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না, যে ঈদৃশ যুদ্ধকুশল ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করে। ইঁহারা যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিবোধিত হইয়াছেন এবং ইঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল যেরূপ অবিকৃত রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, আপনি আমাদিগের সুহৃৎ বা পিতা হইবেন।"

যক্ষ কহিলেন, "তাত! আমি তোমার পিতা অমিত-পরাক্রম ধর্ম্ম, তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যশঃ, সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আমার শরীর; অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপঃ, শৌচ ও অমৎসরতা আমার ইন্দ্রিয়। হে যুধিষ্ঠির! তুমি আমার সাতিশয় প্রীতিভাজন, তুমি পঞ্চ যজ্ঞে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছ এবং পাপকারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্য্য পরাজয় করিয়াছ। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার আনৃশংস্য দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি আমার ভক্ত, সে কদাপি দুর্গতি ভোগ করে না।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "যে ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থদণ্ড মৃগকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তাঁহার অগ্নিহোত্র সকল যেন বিলুপ্ত না হয়, ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা।"

ধর্ম্ম কহিলেন, "আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে

ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থদণ্ড অপহরণ করিয়াছিলাম, তাহা প্রদান করিতেছি, তুমি এক্ষণে অন্য বর প্রার্থনা কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি, ত্রয়োদশ বর্ষ সমুপস্থিত। অতএব এক্ষণে আমরা যে স্থানে বাস করিব, কেহ যেন উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয়, এইরূপ বর প্রদান করুন।"

ভগবান্ ধর্ম্ম "প্রদান করিতেছি" বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন এবং আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তাত! যদ্যপি ছদ্মবেশ পরিগ্রহ না করিয়া সমস্ত ধরামণ্ডল ভ্রমণ কর, তথাপি ত্রিলোকমধ্যে কোন লোকই তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হইবে না। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর আমার প্রসাদে গূঢ়বেশে বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করিবে; তোমাদিগের মধ্যে যিনি যে রূপ ধারণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছন্দে তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিবেন, আর এই অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর। হে প্রিয়দর্শন! তুমি আমার আত্মজ; বিদুর আমার অংশজ। আমি তোমাকে বর প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না; অতএব তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হে দেবদেব! আমি সাক্ষাৎ সনাতন দেবতাকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি। হে পিতঃ! এক্ষণে আপনি প্রীত হইয়া যে বর প্রদান করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিব। হে তাত! আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে পরাজয় করিতে পারি; আমার অন্তঃকরণ যেন তপঃ, দান ও সত্যে অনুরক্ত থাকে।"

ধর্ম্ম কহিলেন, "হে পাণ্ডব! তুমি স্বভাবতঃই ঐ সকল গুণে বিভূষিত আছ, এক্ষণে পুনর্ব্বার যথোক্ত ধর্ম্মভূষণে সমধিক শোভমান

হইবে!” এই কথা বলিয়া যক্ষরূপী ভগবান্ ধর্ম্ম সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুখপ্রসুপ্ত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসনাথ মন্থদণ্ড প্রদান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃহন্নলার শৌর্য্য ও মহানুভবতা।

মহামনা যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞানুসারে ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সমভি-ব্যাহারে দ্বাদশবৎসর অতিকষ্টে বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়া বর্ষব্যাপী অজ্ঞাতবাসের কথা স্মরণ করিলেন এবং অনুজগণকে একত্র করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ত কোন উৎকৃষ্ট স্থান নির্ণয় করিতে আদেশ করিলেন। অর্জ্জুন পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য প্রভৃতি কয়েকটি দেশের নামোল্লেখ করিয়া অভিমত স্থান মনোনীত করিতে ধর্ম্মরাজকে অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপ্রদত্ত অব্যর্থ বরপ্রভাবে অকুতোভয়ে বাস করিতে পারিবেন, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়া, মৎস্যদেশ মনোনীত করিলেন এবং তাঁহারা পঞ্চভ্রাতা কি ভাবে তথায় বাস করিবেন, তাহাও স্থির করিয়া ক্রমে ক্রমে বিরাটরাজসভায় গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির তথায় গমন করিয়া কঙ্ক-নামা অক্ষকুশল দ্যূতপ্রিয় ব্রাহ্মণ বলিয়া, ভীমসেন বল্লব-নামা সুনিপুণ সূপকার ও মল্লযোদ্ধা বলিয়া, অর্জ্জুন বৃহন্নলা-নামধারী নৃত্যগীতবিশারদ ও অন্তঃপুরচারী ক্লীব বলিয়া, নকুল গ্রন্থিক-নামা অশ্ববিদ্যানিপুণ অশ্বরক্ষক বলিয়া এবং সহদেব তন্ত্রিপাল-নামা গোবিদ্যাপারদর্শী গোরক্ষক বলিয়া পরিচয় দিলেন। তাঁহারা সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের অধীনে কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র ছিলেন, ইহারও

উল্লেখ করিলেন। বিরাটরাজ পঞ্চভ্রাতার দেবোপম আকৃতি ও সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অচিরাৎ তাঁহাদিগকে প্রার্থনানুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে দ্রৌপদীও বিরাটরাজমহিষী সুদেষ্ণার নিকট সৈরিন্ধ্রী বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী তাঁহাকে মালিনী বলিয়া আহ্বান ও আদর করিতেন, তাহারও উল্লেখ করিলেন। সুদেষ্ণা তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে সৈরিন্ধ্রী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, পরে পরিচয় পাইয়া পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে সাহস করিতে পারিলেন না। তখন দ্রৌপদী কহিলেন, "পাঁচজন গন্ধর্ব্ব যুবা আমার স্বামী, তাঁহারা কোন মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বরাজের তনয়; ঐ পাঁচজন সতত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দান না করেন এবং পদ-প্রক্ষালন না করান, আমার গন্ধর্ব্ব পতিগণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। যে পুরুষ ইতর কামিনীজ্ঞানে আমার প্রতি অভদ্রোচিত ব্যবহার করে, তাহাকে সেই রাত্রেই শমনসদনে গমন করিতে হয়। আমার প্রিয়তম গন্ধর্ব্বগণ এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।" সুদেষ্ণা দ্রৌপদীর বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সৈরিন্ধ্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই-রূপে সসাগর-ধরাধীশ্বর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ প্রতিজ্ঞা-পূরণের নিমিত্ত উদ্বিগ্নচিত্তে বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস উদ্যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সর্ব্বদা দ্রৌপদীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

অনন্তর চতুর্থমাসে মৎস্যনগরে সুসমৃদ্ধ ব্রহ্মমহোৎসব আরম্ভ হইল। ঐ মহোৎসবে চতুর্দ্দিক্‌ হইতে মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায়

অসুরসদৃশ মল্লগণ সমুপস্থিত হইল। তন্মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান মল্ল অন্য সমস্ত মল্লদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইল না। তখন ভীমসেন রাজার অনুরোধ ও অনুমতিক্রমে জীমূতনামা ঐ প্রবলপরাক্রান্ত মহামল্লকে মল্লযুদ্ধে পরাজয় করিয়া ধরাতলে পাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত মল্ল ও মৎস্যদেশ-নিবাসিগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মৎস্যরাজ প্রসন্নমনে ভীমসেনকে রঙ্গস্থলে বিপুল উপহার প্রদান করিলেন। এইরূপে মহাবীর বৃকোদর সমস্ত মল্ল ও বীরপুরুষগণকে পরাস্ত করিয়া মৎস্যরাজের পরম প্রিয়পাত্র হইলেন।

একদা বিরাটভূপতির সেনাপতি মহাবল কীচক দ্রুপদনন্দিনীর অপরূপ রূপলাবণ্য অবলোকনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, ভীমসেন কৌশলক্রমে তাঁহাকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, শমনসদনে প্রেরণ করেন। তখন দ্রৌপদী এই সংবাদ প্রচার করিলেন যে, তাঁহার গন্ধর্ব্ব পতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দুরাত্মা কীচককে নিহত করিয়াছেন। তৎপরে উপকীচকগণ কীচকের নিধন-সংবাদ শ্রবণে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তদীয় মৃতদেহ বহির্দেশে নিষ্কাসিত করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে দ্রৌপদীকে অনতিদূরে অবলোকন করিল। "এই পাপীয়সী সৈরিন্ধ্রীই আমাদের ভ্রাতার নিধন-হেতু" এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহারা বিরাটরাজের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিল এবং কীচকের মৃতদেহোপরি আরোপিত করিয়া শ্মশানাভিমুখে গমন করিল। দ্রৌপদী প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পতিদিগের আশ্রয়লাভের নিমিত্ত করুণস্বরে জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল, এইরূপ ছদ্ম নামে তাঁহাদিগকে

আহ্বান করিতে লাগিলেন। ভীমসেন দ্রৌপদীর করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া, অন্যের অলক্ষ্যে গুপ্তপথ দিয়া শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অবিলম্বে দশব্যাম পরিমিত এক বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা উদ্যতদণ্ড কৃতান্তের ন্যায় একশত পঞ্চজন উপকীচককে সংহার করিলেন।

এইরূপে কীচক ও উপকীচকগণ নিহত হইলে, সমুদয় লোকে অত্যাহিত-শঙ্কায় শঙ্কিত ও যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। কি বিরাট নগরে, কি জনপদের অভ্যন্তরে, সর্ব্বত্রই গন্ধর্ব্বহস্তে কীচক-দিগের নিধন-বার্ত্তা রাষ্ট্র হইল। ইতঃপূর্ব্বে রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব-গণের অনুসন্ধানার্থে দেশে দেশে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা নানা গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্রে অন্বেষণপূর্ব্বক এই সময়ে বিফলমনোরথ হইয়া হস্তিনানগরে উপস্থিত হইল এবং রাজ-সন্নিধানে এই সংবাদ প্রদান করিল যে, বিরাট-সারথি কীচক ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। পূর্ব্বে মহাবলপরাক্রান্ত দুরাত্মা কীচক বারংবার ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে সবান্ধবে পরাজিত করিয়াছিল। এক্ষণে কুরুসভাসীন সুশর্ম্মা কীচকের দুর্গতির বিষয় শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত অবসরবোধে ব্যগ্রতাসহকারে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে মহারাজ! বিরাটরাজ, বলবান্ কীচকের সাহায্যে ভূয়োভূয়ঃ আমাকে পরাভূত করিয়াছিল। এক্ষণে সেই ক্রূরাত্মা কীচক গন্ধর্ব্বগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; বিরাটরাজও তাহার মৃত্যুতে হতদর্প, নিরাশ্রয় ও নিরুৎসাহ হইয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব যদি আপনার ও সমস্ত কৌরবগণের অভিরুচি হয়, তাহা হইলে মৎস্যদেশে গমন এবং বিরাটনগর নিপীড়নপূর্ব্বক বহুসংখ্যক সৈন্যক্ষয় করিয়া, বিবিধ ধন, রত্ন, গ্রাম, রাজ্য ও গোসমূহ হরণ

করিয়া ন্যায়ানুসারে বিরাটরাজকে বশীভূত করিব। তাহা হইলে আপনারও বলবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই।"

দুর্য্যোধন সুশর্ম্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া, দ্রোণ ও কর্ণের সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তাহাদিগের সম্মতিক্রমে স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে শীঘ্র বাহিনী যোজনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। তদনুসারে বীরবর সুশর্ম্মা স্ববলবাহন সমভিব্যাহারে অগ্রে বিরাটরাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরদিবস দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথ-সমন্বিত বিপুল বাহিনী লইয়া বিরাটরাজ্যে গমনপূর্ব্বক গোসমূহ আক্রমণ করিলেন। সুশর্ম্মা অগ্রে বিরাটনগরে গমন ও গোরক্ষক-গণকে প্রহার করিয়া বিরাট রাজার বহুসহস্র গোধন হরণ করিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট, সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, মত্তমাতঙ্গসঙ্কুল অশ্বপদাতিসমন্বিত সৈন্যদলসহ ত্রিগর্ত্তরাজকে আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর সুশর্ম্মা মৎস্যসেনাগণকে পরাজিত ও বিরাটরাজকে ধৃত করিয়া স্বরথে স্থাপনপূর্ব্বক স্বনগরা-ভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ এতক্ষণ আত্মপ্রকাশভয়ে দৃঢ় বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে বিরাটরাজের ঈদৃশী দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিয়া, আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির মহাবল ভীমসেনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৃকোদর! ঐ দেখ ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে লইয়া প্রস্থান করিতেছে। আমরা উঁহার আশ্রয়ে পরমসুখে বাস করিতেছি। আমাদের সম্মুখে উনি বিপক্ষের করগত হইবেন, ইহা উপেক্ষা করিতে পারি না; অতএব তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে উঁহাকে মোচন

কর।" মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ ভীমপরাক্রমে সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। এদিকে যুধিষ্ঠিরও নকুল সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া বিপক্ষসেনা সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে অচিরে তাঁহারা সুশর্ম্মাকে রণে পরাজয় করিয়া গোধন মুক্ত করিলেন।

এদিকে মহারাজ দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণে পরিবৃত হইয়া বিরাটনগরের অন্যভাগ আক্রমণ পূর্ব্বক বহুসহস্র গোধন হস্তগত করিলেন। গোপালাধ্যক্ষ ভয়ব্যাকুলচিত্তে সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক বিরাটতনয় উত্তরের নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বিরাটতনয় উত্তর তৎকালে অন্তঃপুরমধ্যে ছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র, তিনি স্ত্রীগণমধ্যে আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিলেন, "পিতা সমস্ত সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, এক-জন সারথিও এখানে উপস্থিত নাই। আমি সেনা চাহি না, একজন তুরঙ্গনিয়োগবিশারদ সারথি প্রাপ্ত হইলে, একাকী শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে রণে পরাজিত করিয়া পশুযূথ প্রত্যানয়ন করিতে পারি, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ পিতা একজনও সারথি রাখিয়া যান নাই। কৌরবগণ শূন্যদেশ পাইয়া, সমস্ত গোধন অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে। আমি তথায় উপস্থিত থাকিলে, তাহারা কি এই ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইত?" দ্রৌপদী রাজকুমারের এবংবিধ আত্মশ্লাঘা শ্রবণে উত্তরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজপুত্র! প্রিয়দর্শন বৃহন্নলা পূর্ব্বে ধনঞ্জয়ের সারথি ছিলেন। যদি তিনি আপনার সারথ্যপদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন। আপনার যবীয়সী ভগিনী অনুরোধ করিলে, তিনি অবশ্যই তাঁহার বাক্য রক্ষা

করিবেন।” অনন্তর বৃহন্নলা বিরাটকুমারী উত্তরার অনুরোধে প্রীত হইয়া উত্তরের সারথ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন উত্তর বৃহন্নলা-পরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে উত্তরা প্রভৃতি রাজকন্যাগণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, “বৃহন্নলে! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধগণ পরাজিত হইলে, তুমি তাঁহাদিগের বিচিত্র বসন সকল আনয়ন করিও; আমরা তদ্দ্বারা পুত্তলিকা সুসজ্জিত করিব।” ধনঞ্জয় সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন, “যদি রাজপুত্র সংগ্রামে সেই মহারথগণকে পরাভূত করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই বসন সকল আনয়ন করিব।” এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যাভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন।

তখন রাজকুমার অকুতোভয়ে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সারথিকে কহিলেন, “বৃহন্নলে! কৌরবগণের সমীপে রথ উপনীত কর, আমি অবিলম্বে সেই দুরাত্মাদিগকে পরাজিত করিয়া গোধন গ্রহণপূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিব।” অর্জ্জুন আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া শ্মশানসমীপস্থ এক শমীবৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সাগরোপম মহাবল কৌরবদল তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্যগণের পাদোদ্ভূত ধূলিপটলে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল, যেন আকাশপথে একটি বহুল-পাদপ মহারণ্য বিচরণ করিতেছে। তখন উত্তর শঙ্কিতচিত্তে কহিতে লাগিলেন, “বৃহন্নলে! পিতা আমাকে শূন্যগৃহে রাখিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছেন। আমি একাকী বালক, বিশেষতঃ পরিশ্রমে অপটু, কৌর-

বেরা কৃতাস্ত্র ও বহুসংখ্যক; উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা আমার কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে, অতএব তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।" কিন্তু বৃহন্নলা উত্তরকে বিবিধ উপায়ে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে নিষেধ করিলেন। তখন উত্তর কহিলেন, "বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করুক, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমাকে উপহাস করুক, সমুদয় গোধন অপহৃত ও নগর শূন্য হউক বা পিতা আমাকে তিরস্কার করুন, আমি কোনক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।" এই কথা বলিয়া বিরাটতনয় যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া ধনুর্ব্বাণের সহিত মান ও দর্পে জলাঞ্জলি দিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, "মহাশয়! যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর।" মহাবীর ধনঞ্জয়, এই কথা বলিয়া, সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। গতিবেগে তাঁহার সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত এবং বসন সকল শিথিল ও ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় কতিপয় সৈনিকপুরুষ হাস্য করিয়া উঠিল।

কৌরবেরা তথাবিধ অদ্ভুতরূপ ও দ্রুতপদগামী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ছদ্মবেশী এ ব্যক্তি কে? ইহার অবয়ব কিয়দংশ পুরুষের ন্যায় ও কিয়দংশ স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিতেছি। এ ক্লীবরূপী, কিন্তু ইহাতে পুরুষের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে! ইহার মস্তক, গ্রীবা, বিশাল বাহুযুগল ও বলবিক্রম অর্জ্জুনের ন্যায়; অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এ ধনঞ্জয়, অন্য কেহ নহে।" কৌরবেরা

ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া সকলেই এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।

এদিকে অর্জ্জুন শতপদমাত্র গমন করিয়া পলায়মান উত্তরের কেশধারণ করিলেন। তখন বিরাটতনয় উত্তর নিতান্ত অনুনয় প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৃহন্নলে! শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর, জীবিত থাকিলে অনেক শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। আমি তোমাকে বিশুদ্ধসুবর্ণনির্ম্মিত একশত দীনার, মহাপ্রভাসম্পন্ন হেমবদ্ধ অষ্টবৈদূর্য্য-মণি, সুশিক্ষিতঅশ্ব-সংযুক্ত হেমদণ্ড-সুশোভিত রথ এবং দশটী মত্তমাতঙ্গ প্রদান করিব, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।" উত্তর এইরূপে বিলাপ করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলে, অর্জ্জুন সহাস্যবদনে তাঁহাকে রথের নিকট আনয়ন করিয়া কহিলেন, "হে রাজপুত্র! তুমি সারথি হইয়া আমার অশ্বচালনা কর, আমি স্বয়ং যুদ্ধ করিব, তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।" জয়শীল অর্জ্জুন এইরূপ প্রবোধবাক্যে ভয়বিহ্বল উত্তরকে আশ্বাসিত করিয়া তাহাকে লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষমূলে গমন করিলেন এবং উত্তরকে কহিলেন, "তুমি অনতি-বিলম্বে শমীবৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন সমুদয় আনয়ন কর।" উত্তর কহিলেন, "শুনিয়াছিলাম এই বৃক্ষে একটী শবদেহ বদ্ধ রহিয়াছে। আমি রাজকুমার হইয়া, কিরূপে উহা স্পর্শ করিব?" অর্জ্জুন কহিলেন, "হে উত্তর! তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। উহা কার্ম্মুক, মৃতদেহ নহে। শব হইলে আমি তোমাকে উহা স্পর্শ করিতে বলিতাম না।" তখন উত্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং অর্জ্জুনের আদেশক্রমে বৃক্ষ হইতে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ভূতলে অবতারিত করিয়া, পরিবেষ্টনপত্র বিমোচন করিবামাত্র, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের শরাসন সমুদয় তাঁহার

নয়নগোচর হইল। যেমন উদয়কালে গ্রহগণের দিব্য প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তৎকালে সেই সমুদয় শরাসনের বিচিত্র প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল। রাজপুত্র কৌতূহলী হইয়া সেই সমস্ত সায়ক ও কার্ম্মুকনিকরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, অর্জ্জুন একে একে পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশস্ত্রের বর্ণনা করিলেন। তখন উত্তর অর্জ্জুন-প্রমুখাৎ পাণ্ডবদিগের পরিচয় লাভে সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "হে মহাবাহো! আজি আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম। আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যদি কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা মার্জ্জনা করিবেন।"

অর্জ্জুন রাজকুমারের বাক্যে প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক সারথ্যে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ও আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে উত্তরের সিংহধ্বজ অপনয়ন ও শমীবৃক্ষমূলে সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি অবিলম্বে দৈবী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক সিংহলাঙ্গুললক্ষণ, বানরচিহ্নিত, পাবকপ্রসাদলব্ধ, কাঞ্চনধ্বজ আবাহন করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে ঐ পতাকা আকাশ হইতে অতি বিচিত্র তূণীরসম্পন্ন হইয়া তদীয় রথে দ্রুতবেগে নিপতিত হইল। অর্জ্জুন সেই পতাকা প্রদক্ষিণ ও রথে আরোহণ করিয়া অঙ্গুলিত্র ধারণ ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন এবং মহাবেগে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, তুরঙ্গম সকল প্রবলবেগে ধাবমান হইল। উত্তর তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া রথগর্ভে উপবেশন করিলেন। অর্জ্জুনের সেই হৃদয়-কম্পন শঙ্খধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া, উত্তর নিতান্ত বিমোহিত ও ব্যথিত হইলেন। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন,

"হে উত্তর! তুমি দৃঢ়তররূপে অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া সাবধানে উপবেশন কর। আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব।"

অনন্তর অর্জ্জুন ভীমরবে শঙ্খ নিনাদিত করিলে, কৌরবগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, দিক্ সকল মুখরিত হইল, গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত ও ভূধর সকল কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার শঙ্খধ্বনি, রথচক্রের নির্ঘোষ ও গাণ্ডীবের টঙ্কারশব্দে ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন কৌরবগণ অশনিনির্ঘোষসদৃশ সেই ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ইহা মহাবীর অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধ্বনি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভীতিবিহ্বলচিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। দুর্য্যোধন ও কর্ণ তাঁহাদের বাক্যে অনাস্থা প্রকাশপূর্ব্বক সৈনিকগণকে সমরে উৎসাহিত করিয়া স্পর্দ্ধাসহকারে অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার অভিলাষী হইলেন এবং অজ্ঞাতবাস উদ্যাপিত হইবার পূর্ব্বে অর্জ্জুন প্রকাশিত হইয়াছেন মনে করিয়া, পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণকে পুনরায় দ্বাদশবর্ষের জন্য বনবাসপণ প্রতিপালন করিতে হইবে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন।

তখন কুরুপিতামহ ভীষ্ম বীরগণের মধ্যে ভেদ ও বিবাদ আশঙ্কা করিয়া সকলকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক ঐকমত্য স্থাপন করিলেন এবং দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "হে কুরুনন্দন! পাণ্ডবগণের বনবাসকাল ত্রয়োদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া পঞ্চমাস ও ছয়দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহারা যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎসমুদয় অবিকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া, অর্জ্জুন সমাগত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অতএব শীঘ্র

যুদ্ধোপযোগী কল্যাণকর বিধির অনুষ্ঠান কর। যদি শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় শ্রবণ কর। তুমি এই সকল সৈন্যকে চতুরংশে বিভক্ত করিয়া, তাহার একাংশ লইয়া প্রস্থান কর; অপর একভাগ গোধন লইয়া গমন করুক। পরে কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও আমি, আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই অংশ লইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। যেমন বেলাভূমি উচ্ছ্বলিত বারিনিধিকে নিবারণ করে, তদ্রূপ যদি বিরাটরাজ অথবা স্বয়ং ইন্দ্রও আগমন করেন, তথাপি আজি আমি তাঁহাদিগের নিরাকরণ করিব, সন্দেহ নাই।" কুরুরাজ দুর্য্যোধন তন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ভীষ্ম প্রথমতঃ দুর্য্যোধনকে, তৎপরে গোধন সকল প্রেরণপূর্ব্বক ব্যূহরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, দ্রোণাচার্য্যকে কহিলেন, "আচার্য্য! আপনি মধ্যস্থানে অবস্থিতি করুন, অশ্বত্থামা বাম পার্শ্ব ও ও কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিবেন। সূতপুত্র কর্ণ অগ্রসর হইবেন এবং আমি পশ্চাতে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব।"

এদিকে অর্জ্জুন রথঘর্ঘরশব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্যগণমধ্যে সহসা সমুপস্থিত হইলেন। সম্মুখে গুরু দ্রোণকে সন্দর্শন করিয়া অদ্ভুত শিক্ষাপ্রভাবে শরযোজনাপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্রোণ বহুকালপরে শিষ্যের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন কৌরবসৈন্যমধ্যে দুর্য্যোধনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। উত্তর অর্জ্জুনের নিদেশানুসারে, যে দিকে দুর্য্যোধন গোধন হরণপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছিলেন, সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন। তখন কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ দুর্য্যোধনের পার্শ্বরক্ষার্থ অগ্রসর হইয়া ক্রমান্বয়ে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিলেন; কিন্তু

তাঁহারা সব্যসাচীর শরপ্রভাবে জর্জ্জরিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। কর্ণের ভ্রাতা নিহত হইলে, কর্ণ ভীমপরাক্রমে অর্জ্জুনের সহিত দুইবার দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তিনি সম্মুখসংগ্রামে অর্জ্জুনহস্তে দুইবারই পরাভূত হইলেন। এইরূপে দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ পরাস্ত হইলে, ভীষ্ম অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন। তখন ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই কুরুবংশাবতংস বীরপুরুষদ্বয় পরস্পর অস্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক অদ্ভুত রণক্রীড়া প্রদর্শনে সকলকে চমৎকৃত করিলেন। দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থান করিয়া ভীষ্মার্জ্জুনের রণনৈপুণ্য দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাদিগের মস্তকে দিব্য পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শান্তনুনন্দন অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণধার দশবাণে বিদ্ধ হইয়া মোহাবিষ্ট হইলে, সারথি রথ লইয়া পলায়ন করিল। তখন দুর্য্যোধন অর্জ্জুনের সম্মুখে আগমন করিলেন; কিন্তু তিনিও অর্জ্জুনের দুঃসহ শরজালে বিদ্ধ হইয়া প্রতিহত হইলে, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ অর্জ্জুনকে যুগপৎ চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিলেন। তখন গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্রদ্বারা কৌরবগণের অস্ত্রসস্ত্রসমুদয় প্রতিহত করিয়া অনিবার্য্য "সম্মোহন" অস্ত্র আবির্ভূত ও শর সমূহে দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া, গাণ্ডীবনির্ঘোষে কৌরবগণের হৃদয় ব্যথিত করিলেন। পরে অতি ভামরব মহাশঙ্খ আধ্মাত করিলে, দিগ্‌ বিদিক্, আকাশ প্রভৃতি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুরুবীরগণ, অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

তখন ধনঞ্জয় উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া উত্তরকে কহিলেন, "হে বীর! কৌরবগণ এখন সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে, অতএব তুমি সত্বর

হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শুক্ল বস্ত্রদ্বয়, কর্ণের পীতবস্ত্র এবং অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্রদ্বয় অপহরণ কর। ভীষ্ম এই অস্ত্রের প্রতিঘাতকৌশল অবগত আছেন, বোধ হয় তিনি বিচেতন হন নাই। অতএব তাঁহার অশ্বগণকে বামদিকে রাখিয়া সতর্কতাপূর্ব্বক গমন করিতে হইবে।" বিরাটপুত্র রশ্মি পরিত্যাগ ও রথ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক মহারথগণের বস্ত্র গ্রহণ করিয়া, পুনরায় স্বরথে আরোহণ করিলেন। প্রত্যাগমনকালে ভীষ্ম অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাস্ত ও উত্তরকে আশ্বস্ত করিয়া রথবৃন্দ হইতে বিমুক্ত হইলেন। অনন্তর কুরুবীরগণ সংজ্ঞালাভ করিলে, দুর্য্যোধন অতি-মাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিলেন? উহাকে এইরূপ আহত করুন যে আর বিমুক্ত হইতে না পারে।" তখন ভীষ্ম হাস্য করিয়া কহিলেন, "দুর্য্যোধন! এতক্ষণ তোমার বলবুদ্ধি কোথায় ছিল? তোমরা যখন হতচেতন হইয়া সমুদয় বাণ ও বিচিত্র ধনু পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তখন মহাবীর পার্থ তোমাদিগকে যে নিধন করেন নাই, ইহা তোমাদিগের পরম সৌভাগ্য। ইনি নৃশংস কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, ইহাঁর মন কদাচ পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয় না। ত্রৈলোক্য-লাভ হইলেও, ইনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। এই জন্যই তোমরা আজ পরিত্রাণ পাইলে; এক্ষণে সত্বর হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান কর।"

দুর্য্যোধন পিতামহমুখে হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য বীরগণ তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় কুরুবীরগণকে প্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে মুহূর্ত্তকাল শরদ্বারা তাঁহাদিগের

সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অদ্ভুত শিক্ষা-কৌশলে বিচিত্র শরদ্বারা পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও মান্যতম কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া দুর্য্যোধনের মহার্হ মুকুট ছেদন করিলেন। অনন্তর অন্যান্য বীরগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক গাণ্ডীব-ঘোষে সমস্তলোক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে দেবদত্ত শঙ্খনিনাদে অরাতিগণের হৃদয় বিদীর্ণ এবং সহেমজাল ধ্বজদ্বারা সমুদয় শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া বিরাটপুত্রকে কহিলেন, "উত্তর! এক্ষণে অশ্বগণকে আবর্ত্তিত কর, তোমার পশুযূথ প্রত্যাহৃত হইয়াছে; উহারা অগ্রে গমন করুক, পশ্চাৎ তুমি হৃষ্টচিত্তে গমন করিবে।"

এইরূপে ধনঞ্জয় সেই ভীষণ সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া বিরাটরাজের গোধন সমস্ত উদ্ধার করিলেন। তখন ভয়বিহ্বলচিত্ত, মুক্তকেশ, ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর কতকগুলি বৈদেশিক কুরুসৈন্য অরণ্যানী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জ্জুনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, "আমরা আপনার কি করিব, অনুমতি করুন।" অর্জ্জুন কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে আশ্বাস দান করিতেছি, তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, তোমরা পরমসুখে প্রস্থান কর; আমি কদাচ আর্ত্তব্যক্তির প্রাণহিংসা করি না।" সৈনিকগণ অর্জ্জুনের অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন মেঘসঙ্কাশ কুরুসৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া বিরাটনগরাভিমুখে যাত্রাকালে উত্তরকে কহিলেন, "রাজপুত্র! পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করিতেছেন, তাহা তুমিই কেবল অবগত হইলে; কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া উহা কদাচ প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে অতিমাত্র ভয়হেতু তোমার পিতার প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তুমি তাঁহার নিকটে

কৌরবগণের পরাজয় ও গোধন-প্রত্যাহরণ আত্মকৃত বলিয়া প্রকাশ করিবে।”

পাঠক! বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুনের শৌর্য্য ও মহানুভবতা অনুভব করুন। যে জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ইন্দ্রালয়ে অবস্থানকালে স্বর্গবিদ্যাধরী উর্ব্বশীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিরাটরাজ-ভবনে অজ্ঞাতবাসকালে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রে স্বকীয় অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া, হীন দাস্যভাবে নর্ত্তকীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও, তাঁহার নৈসর্গিক তেজঃপুঞ্জের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই—তাঁহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি যেরূপ অসামান্য অস্ত্র-নৈপুণ্য ও সমরকৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক ভীষ্মদ্রোণাদি দুর্দ্ধর্ষ মহারথগণকে প্রতিহত ও অভিভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ আনৃশংস্য ও দাক্ষিণ্যগুণে আকৃষ্ট হইয়া আর্ত্ত, অস্ত্রহীন ও সমরবিমুখ শত্রুসৈন্যের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার এইরূপ অসামান্য শৌর্য্য ও অবিচলিত মহানুভবতা জনসমাজে বহুল-প্রচারিত হওয়ায়, তিনি যথাক্রমে ‘জিষ্ণু’ ও ‘বীভৎসু’ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

কঙ্কের ক্ষমা।

বিরাটরাজ, ভীমের ভুজবলে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে পরাজয় করিয়া, স্বনগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন, তাঁহার প্রিয় পুত্র উত্তর, একাকী বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে, গোধনাপহারক মহারথ কৌরবগণের

সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণে, তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া চতুরঙ্গিণী সৈন্যমণ্ডলীকে উত্তরের প্রাণরক্ষার্থে যুদ্ধযাত্রা করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে সৈন্যগণ! তোমরা ত্বরায় কুমার জীবিত আছে কি না, এই সংবাদ অবগত হইয়া আমার কর্ণগোচর কর; বোধ হইতেছে যখন ক্লীব সারথি হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছে, সে কদাচ জীবিত নাই।" সভাসদ্ কঙ্ক মৎস্যরাজের বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! বৃহন্নলা যখন রাজকুমারের সারথি হইয়া গমন করিয়াছে, তখন অন্য কেহ আপনার গোধন হরণ করিতে পারিবে না; অতএব আপনি নিশ্চিন্ত হউন।"

ইতিমধ্যে দূতগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, রাজকুমার উত্তরের বিজয়সংবাদ প্রদান করিলে, মন্ত্রী বিরাটরাজকে কহিলেন, "মহারাজ! রাজকুমার উত্তর কৌরবগণের পরাজয় ও গোধন সকলের উদ্ধার-সাধন করিয়া সারথির সহিত আগমন করিতেছেন।" তখন কঙ্ক কহিলেন, "মহারাজ আজ ভাগ্যবলে কৌরবগণ পরাজিত ও গোধন সকল প্রত্যানীত হইয়াছে। যাহা হউক, আপনার আত্মজ যে কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে, কারণ বৃহন্নলা যাহার সারথি, নিশ্চয়ই তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে।"

বিরাটরাজ হৃষ্টান্তঃকরণে দূতগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া, মন্ত্রীদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "এক্ষণে রাজপথে পতাকা সকল উড্ডীন ও পুষ্পোপহারদ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা কর। যোদ্ধা, বালক ও বাদকেরা উত্তরের প্রতিগমন করুক। অধিকৃত লোকেরা মত্ত বারণে আরোহণ করিয়া চতুষ্পথে জয় ঘোষণা করুক; আর উত্তরা, উজ্জ্বল

বেশবিন্যাস করিয়া, কুমারীগণ সমভিব্যাহারে সত্বর উত্তরকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করুক।”

অনন্তর রাজার আদেশক্রমে, ভেরী, তূরী ও শঙ্খ সকল বাদিত হইতে লাগিল; বালকেরা উজ্জ্বল বেশে উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করিল, সূত ও মাগধগণ রাজকুমারকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তখন মৎস্যরাজ প্রফুল্লমনে সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “হে সৈরিন্ধ্রি! এক্ষণে অক্ষ আনয়ন কর, আমি কঙ্কের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব।” কঙ্করূপী যুধিষ্ঠির, এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! হৃষ্ট ও ধূর্ত্তের সহিত ক্রীড়া করা নিতান্ত গর্হিত। আজি আপনাকে সাতিশয় সন্তুষ্ট দেখিতেছি, সুতরাং এক্ষণে আপনার সহিত ক্রীড়া করা নিতান্ত অনুচিত। কিন্তু যদি আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক্ষণে দ্যূতে প্রবৃত্ত হইব।”

দ্যূতারম্ভ হইলে, মৎস্যরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “কঙ্ক! অদ্য আমার তনয়, মহাবীর কৌরবগণকে রণস্থলে অনায়াসে পরাজয় করিয়াছে; ইহার তুল্য সুখের বিষয় আর কি আছে? আমার পুত্র যে, এতাদৃশ যুদ্ধবিশারদ হইয়াছে, তাহা আমি এতদিন জানিতে পারি নাই।” সত্যসন্ধ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিরাটপতিকে এইরূপ হর্ষ প্রকাশ করিতে দেখিয়া কহিলেন, “মহারাজ! বৃহন্নলা যাঁহার সারথি, সংগ্রামে অবশ্যই তাঁহার জয়লাভ হইয়া থাকে।” বিরাট যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, “হে কঙ্ক! তুমি আমার পুত্রের প্রশংসা না করিয়া, বারংবার সেই ক্লীবের প্রশংসা করিতেছ; তোমার বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই, এইজন্য এক্ষণে আমারই অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। আজি বয়স্যভাব-প্রযুক্ত তোমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম; কিন্তু যদি জীবিত-লাভের অভিলাষ

থাকে, তাহা হইলে আর কদাচ এরূপ কথা কহিও না।” যুধিষ্ঠির তথাপি কহিতে লাগিলেন, “মহারাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, প্রভৃতি মহারথগণ রণস্থলে উপস্থিত হইলে, বৃহন্নলা ব্যতীত কেহই তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি একত্র সমবেত দেব, দানব ও মানবগণকে অক্লেশে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়, তাহার সাহায্যে কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারে?”

বিরাটরাজ উত্তরোত্তর ক্লীব বৃহন্নলার এবংবিধ প্রশংসাবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া, কঙ্ককে তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ব্বক তাঁহার মুখমণ্ডলে অক্ষাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নাসিকা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু উহা ধরাতল স্পর্শ করিতে না করিতেই তিনি অঞ্জলি-দ্বারা ধারণ করিলেন। অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বারিপূর্ণ এক সুবর্ণপাত্রে ঐ শোণিতধারা ধারণ করিলেন। ইত্যবসরে রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলা সহ দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, বিরাটরাজ তাঁহাদিগের উভয়কে সভায় আনয়ন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্বারবানের কর্ণকুহরে কহিলেন, “তুমি একাকী উত্তরকে এখানে আনয়ন কর, বৃহন্নলাকে কদাচ এখানে আনিও না। তাহাকে এখানে আনয়ন করিলে, এখনই তোমাদের রাজার প্রাণনাশ হইবে। অতএব সাবধান, কখনই তাহাকে এখানে আনয়ন করিও না।” অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের কলেবর হইতে শোণিতপাত করিবে, তিনি তাহাকে জীবিত রাখিবেন না। এইজন্য যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে সভায় আনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সভায় আসিলে, নিশ্চয়ই বিরাটরাজের প্রাণরক্ষা হইত না।

উত্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার চরণবন্দনা করিয়া, কঙ্ককে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন, কঙ্ক শোণিতাক্ত-কলেবরে অধোবদনে ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন, সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে। তখন তিনি নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ! কে ইঁহাকে প্রহার করিয়াছে? কাহার সর্ব্বনাশের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে?" বিরাট কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম, কিন্তু কুটিলস্বভাব ব্রাহ্মণ তাহাতে অনুমোদন না করিয়া, কেবল ক্লীব বৃহন্নলাকে প্রশংসা করিতে লাগিল, আমি তন্নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইঁহাকে প্রহার করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া, উত্তর ভীতচিত্তে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, শীঘ্রই ইঁহাকে প্রসন্ন করুন, নচেৎ দারুণ ব্রহ্মবিষে সমূলে নির্ম্মূল হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।" বিরাটরাজ পুত্রের বাক্য শ্রবণানন্তর ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনসদৃশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন "মহারাজ! আমি অনেকক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি, আমার বিন্দুমাত্র ক্রোধ নাই। যদি আমার রুধির ভূতলে নিপতিত হইত, তাহা হইলে আপনি অবশ্যই বিনষ্ট হইতেন, আপনার রাজ্যও উৎসন্ন হইয়া যাইত। আমাকে বিনাপরাধে প্রহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি তন্নিমিত্ত আপনার অণুমাত্রও অপরাধ গ্রহণ করি নাই। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, বলবান্ প্রভুরা সহসা অধিকৃতের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া উঠেন।"

যুধিষ্ঠিরের নাসিকা-নিঃসৃত শোণিত অপনীত হইলে, বৃহন্নলা তথায় প্রবেশপূর্ব্বক বিরাট ও ধর্ম্মরাজকে অভিবাদন করিলেন। মৎস্যরাজ বৃহন্নলাকে অভিনন্দন করিয়া, তাঁহার সমক্ষেই উত্তরকে প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে বৎস! তোমা হইতেই আমি পুত্রবান্ হইয়াছি,

তোমার তুল্য পুত্র আর হয় নাই ও হইবে না। তুমি কিরূপে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? তুমি যে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা আমি কখনই আশা করি নাই।" উত্তর কহিলেন, "হে তাত! আমি স্বয়ং সেই সকল বিপক্ষগণকে পরাজয় করিয়া, গোধন প্রত্যাহরণ করি নাই; এক দেবপুত্র ঐ সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছিলাম; তিনি আমাকে নিবারণপূর্ব্বক স্বয়ং রথে অধিষ্ঠান করিয়া কুরুগণের পরাজয় ও গোধন-প্রত্যাহরণ করিলেন।" বিরাটরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণান্তে কহিলেন, "বৎস! যে দেবপুত্র কৌরবগণের নিকট হইতে আমার গোধন ও তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি কোথায়? আমি তাঁহাকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।" উত্তর কহিলেন, "হে তাত! তিনি এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন; কল্য হউক, বা পরশ্বই হউক, পুনরায় আবির্ভূত হইবেন।" তখন মৎস্যরাজ প্রচ্ছন্নবেশী মহাবীর অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বিরাটরাজের আদেশানুসারে স্বয়ং উত্তরার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই অপহৃত বস্ত্র সমুদয় প্রদান করিলেন। রাজপুত্রী, মহামূল্য বিবিধ নূতন বসন প্রাপ্ত হইয়া, পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

এইরূপে পাণ্ডবগণ, সন্তান যেমন জননীর গর্ভে অবস্থিতি করে, সেইরূপ বিরাটরাজপুরে পরমসুখে অজ্ঞাতবাস করিলেন। ধনঞ্জয় বিরাটপুত্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে নিবেদন করিলেন। পরিশেষে বিরাটরাজ উত্তরের মুখে পাণ্ডবগণের প্রকৃত পরিচয় ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কৌরবগণের পরাভববার্ত্তা শ্রবণে, 'কি সৌভাগ্য!' 'কি সৌভাগ্য!' বলিয়া তাঁহাদিগকে

আলিঙ্গনপূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং রাজা যুধিষ্ঠিরকে শিষ্টাচারসহকারে সৎকারপূর্ব্বক দণ্ড, কোষ ও নগরসমেত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া, মহাসমারোহে অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর সহিত স্বীয়তনয়া উত্তরার বিবাহ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য।

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বগুণাধার সনাতন আদিপুরুষ—তিনি দ্বাপরযুগে ধর্ম্মদ্বেষী পাপাসক্ত অসুর-সম্ভব নৃপতিগণের অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবার জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ভক্ত হিন্দুদিগের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস। মহাভারতে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ নরনারায়ণের অবতার-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা এই প্রবন্ধে কৃষ্ণের অমানুষী ঐশী শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াসী নহি;—তাঁহার আদর্শ মনুষ্যত্বই আমাদের লক্ষ্য। তাঁহার অসীম গুণাবলী নির্ণয় করা অসাধ্য, এইজন্য সংক্ষেপে 'মাহাত্ম্য' নামের সূচনা করিলাম। কৃষ্ণ মহাভারতের প্রধান আশ্রয়, তিনি যুধিষ্ঠির-রূপী ধর্ম্মবৃক্ষের মূলস্বরূপ, তাই আমরা এই ক্ষুদ্র 'নীতিকথা'র কেন্দ্রস্থানে নীতিজ্ঞ 'অচ্যুত'কে সংস্থাপিত করিলাম।

সুধীর পাঠক মহাভারতে পদে পদে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারেন। যৎকালে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর-সভায় নিমন্ত্রিত ক্ষত্রিয়-রাজগণ শ্রবণ করিলেন, দ্রুপদরাজ লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুনকে কন্যা-সম্প্রদান করিবেন, এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কেহই

পাণ্ডুপুত্রদ্বয়ের তেজ সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা পরাস্ত হইয়াও পুনরায় ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন যদুবীর কৃষ্ণ কহিলেন "হে রাজগণ! ইঁহারাই ধর্ম্মতঃ কৃষ্ণাকে লাভ করিয়াছেন, অতএব তোমরা যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও।" তৎকালে রাজগণ মহাত্মা কৃষ্ণের সুনীতিবাক্য অনুসরণ করিয়া সেই অবৈধ সমরস্পৃহা প্রশমিত করিয়াছিলেন।

যৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয়যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার মানসে কৃষ্ণের সুপরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তখন কৃষ্ণ কৌশলে মগধরাজ জরাসন্ধের বধোপায় উদ্ভাবন করিলেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া ষড়শীতিজন ভূপতিকে পশুর ন্যায় কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; আর চতুর্দ্দশজন পূর্ণ হইলেই উঁহাদিগের সকলকেই পশুপতির উদ্দেশে বলি দিবার বাসনা করিয়াছিল। কৃষ্ণ সেই পাপাত্মার দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া, ভীমের দ্বারা তাঁহার বিনাশসাধন করিয়া পুণ্যাত্মা ক্ষত্রিয়রাজগণকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন।

যৎকালে কুরুবৃদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ ও শৌর্য্যশালী ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞকালে সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণকেই অর্ঘদান করিতে পরামর্শ দিলেন এবং সহদেব তদীয় আজ্ঞানুসারে কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ প্রদান করিলেন, তখন কৃষ্ণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানানুসারে সেই অর্ঘ প্রতিগ্রহ করিলেন, কিন্তু চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া, সভামধ্যে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অল্পবুদ্ধি শিশুপাল কৃষ্ণের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার অজস্র নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরিশেষে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে সমরে আহ্বান করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাকে ক্ষমার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া, আয়ুধশ্রেষ্ঠ সুদর্শন চক্রদ্বারা, তাঁহার মস্তক

ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই কৃষ্ণের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্পদে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন হিংসাদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবদিগকে কপট দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া মনে করিলেন, পাণ্ডবেরা বনবাসক্লেশে নিস্তেজ ও হীনবল হইলে, আমি অনায়াসেই তাহাদিগকে বশীভূত ও বিনষ্ট করিয়া, এই সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইব। কিন্তু ধর্ম্ম যাহার সহায় কে তাহার অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হইতে পারে? ধর্ম্মের সহায় শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের অদ্বিতীয় সহায়, কে তাঁহাদিগের অসীম প্রভাব সহ্য করিতে পারে? পাণ্ডবগণ সত্যবদ্ধ হইয়া দ্বাদশবৎসর বনবাস এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাস উদ্যাপন করিলে, কৃষ্ণ বিরাটরাজ-সভায় পাণ্ডবগণের পুনঃ-রাজ্যপ্রাপ্তির প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন। যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন, এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক কুলীন প্রমাদশূন্য পুরুষ দূত হইয়া কুরুসভায় গমন করুন, তিনি এইরূপ পরামর্শ দিলেন। সভ্যগণ, প্রায় সকলেই, একবাক্যে কৃষ্ণের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে দ্রুপদরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে প্রজ্ঞাশালী বয়োবৃদ্ধ স্বীয় কুলপুরোহিতকে দূত নির্ব্বাচন করিয়া কৌরবগণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ কুরু ও পাণ্ডবগণের সহিত তুল্যসম্বন্ধ-প্রযুক্ত পক্ষপাতিত্ব পরিহারপূর্ব্বক যাদবগণ সমভিব্যাহারে দ্বারাবতী প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ পূর্ব্বাবধি দুর্য্যোধনের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, স্থানে স্থানে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় স্বয়ং কেবল দ্বারকা নগরে গমন করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন গুপ্তচরমুখে

পাণ্ডবদিগের সেনোদ্যোগ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া সত্বর বেগগামী তুরঙ্গম ও পরিমিত বল সমভিব্যাহারে দ্বারকায় উপনীত হইলেন। এইরূপে উভয় বীরপুরুষই এক দিবসে আনর্ত্তদেশে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মস্তকসমীপস্থ প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, যাদবপতির পাদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া, অগ্রে ধনঞ্জয়, পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত-প্রশ্নসহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমন-হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্যবদনে কহিলেন, "হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্যদান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহার্দ্দ, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়, অতএব এই সদাচার প্রতিপালন করুন।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরাই বরণ করিবে; অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত।" এই বলিয়া ভগবান্ যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, "হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিকপদ

গ্রহণ করুক ; আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি ; ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর হয়, তাহাই অবলম্বন কর।”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের অধর্ম্মাচরণ ও অসদভিপ্রায় সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন, তিনি স্বচ্ছন্দে দুর্য্যোধনকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন। প্রত্যুত কদাচারী দুর্য্যোধনের প্রতি অধিকতর সদাচার প্রদর্শন করিবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ ছিল এবং কৌরবেরাও কখন মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। এইজন্য তিনি লোকশিক্ষাকল্পে সামাজিক প্রথার অনুরোধে ব্যক্তিগত মনোভাব সংবরণ করিয়া, উভয়কেই সাহায্য করিতে চাহিলেন ; শুধু তাহাই নহে, পাছে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইতে হয়, এইজন্য ভারতযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমরপরাঙ্মুখ হইবেন শ্রবণ করিয়াও ধনঞ্জয় তাঁহাকে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণীসেনা প্রাপ্ত হইয়া এবং কৃষ্ণকে সমরপরাঙ্মুখ বিবেচনা করিয়া প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে মহাবীর্য্যশালী বলিয়া জানিতেন, আরও জানিতেন তিনি পাণ্ডবগণের মন্ত্রণাকুশল পরমসুহৃৎ ; কিন্তু তিনি যে স্বয়ং ভগবান্, ভূভার হরণের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। শকুনি ও অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণও তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তাই দুর্য্যোধন নিরস্ত্র ও সমরবিমুখ কৃষ্ণবিনিময়ে অর্ব্বুদ নারায়ণীসেনা লাভ করিয়া আমিই জিতিয়াছি, এইরূপ মনে করিলেন—কাঞ্চনবিনিময়ে কাচখণ্ড লাভ করিয়া আপনাকে লাভবান্ বিবেচনা করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন কৃষ্ণের

পরমভক্ত ও উপাসক, তিনি কৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারিতেন, আবার নিজে অদ্বিতীয় বীরপুরুষ; তাই তিনি কৃষ্ণের সারথ্য লাভ করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—বুঝিলেন বিজয়-লক্ষ্মী তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিবে। কৃষ্ণার্জ্জুন, এইরূপে সম্মিলিত হইয়া, ভূরি ভূরি দাশার্হ বীর সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরসমীপে উপনীত হইলেন।

এদিকে দ্রুপদরাজ-পুরোহিত কুরুসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তন্নিকটে পাণ্ডবদিগের প্রকাশ-সমাচার শ্রবণ করিয়া ও সন্ধি-স্থাপন অসম্ভব জানিয়া, নিজ প্রিয়পাত্র সঞ্জয়কে বিরাটনগরে প্রেরণ করিলেন। রাজনিদেশানুবর্ত্তী সঞ্জয়, সত্বরেই বিরাজরাজসভায় উপনীত হইয়া, দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র দুর্য্যোধনের যুদ্ধাভিপ্রায় নিবেদন করিল। রাজা যুধিষ্ঠির কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধঘটনা অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, নিজ উদারচরিত্র-নিবন্ধন বিবিধ সদুপদেশ প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় সন্ধি প্রার্থনা করিতে সঞ্জয়কে অনুরোধ করিলেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের কথা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলে, অন্ধরাজ চিন্তাসাগরে একবারে নিমগ্ন হইলেন। বিরামদায়িনী নিদ্রা যেন তাঁহাকে নিতান্ত দগ্ধহৃদয় জানিয়াই নিজ সুকোমল অঙ্কে স্থান-দানে বিরত হইলেন। অবশেষে তিনি অস্থির হইয়া চিত্তপ্রশমনার্থ বিদুরকে আহ্বান করিলেন। উভয়কুলের হিতচিকীর্ষু বিনয়ী বিদুর রাজার এই অসুখের কারণ অবগত ছিলেন, সুতরাং বিবিধ কথা-প্রসঙ্গে নানা উপায়ে সে রজনী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুস্থির করিলেন বটে; কিন্তু বৃদ্ধরাজ আসন্ন-বিপদ্ নিরাকরণের উপায়াবধারণে, অসমর্থ হইয়া এবং নিজপুত্র দুর্য্যোধনকে নিতান্ত অবাধ্য জানিয়া, ক্রমে চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলেন। তৎকালে পরম-

তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি সনৎসুজাত নানাবিধ সদালাপে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ অনিবার্য্য জানিয়াও উভয়কুলের হিতচিকীর্ষায় স্বয়ং সন্ধিস্থাপনোদ্দেশে কুরুসভায় গমন করিলেন। তিনি কুরুসভায় উপনীত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধ সভাসদ্‌গণকে অভিবাদন এবং দুর্য্যোধন-প্রমুখ কৌরবগণকে যথাযোগ্য অভিনন্দন করিলে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে পরম সমাদরে পূজা করিলেন। তৎপরে তিনি কিঞ্চিৎকাল কৌরব-দিগের সহিত সম্বন্ধোচিত হাস্যপরিহাস ও কথোপকথনাদি করিয়া বিদুরের ভবনে গমন করিলেন। বিদুর প্রীতিসহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ বিদুরের অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার অতিথিসৎকারে পরম প্রীতিলাভ করিলেন। অনন্তর পিতৃষ্বসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করি-লেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহুকাল পরে কৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া সাতিশয় আগ্রহের সহিত পুত্রদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদের রাজ্যনাশ ও বনবাসনিবন্ধন ক্লেশ-পরম্পরা স্মরণ করিয়া বহুক্ষণ আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে উপদেশচ্ছলে স্বীয় পুত্রগণকে সত্বর বলবীর্য্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক অপহৃত রাজ্যোদ্ধার করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দ্রৌপদীর দুর্দ্দশা ও অবমাননার কথা স্মরণ করিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইলেন। তখন যদুপ্রবীর কৃষ্ণ পুত্রশোকক্লিষ্টা পিতৃষ্বসাকে অতি উপাদেয় ও সারগর্ভ আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনাপ্রদান করিয়া পুনরায় দুর্য্যোধনের সভায় গমন করিলেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু স্পষ্টবক্তা

কৃষ্ণ সমুচিত কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। তৎপরে বিদুরালয়ে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক অতি পবিত্র বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় গ্রহণ করিয়া পরম সুখে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। বিদুর কৃষ্ণের কুরুসভায় আগমন করা অনুচিত ও নিষ্ফল বলিয়া তাঁহাকে পরামর্শ দিলে, তিনি বিদুরের নিকট তাঁহার দৌত্যকার্য্যের যেরূপ সদুদ্দেশ্য বর্ণন করিলেন, তাহাও কৃষ্ণের প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

দৌত্যকর্ম্মে উদ্যুক্ত হইয়া, মহাত্মা বাসুদেব এইরূপে প্রথম দিবস হস্তিনাপুরে উত্থাপন করিয়া, পরদিবস প্রভাতে বৈতালিকগণের সুমধুর সঙ্গীতে প্রতিবোধিত হইয়া, প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক জপহোমাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তৎপরে দুর্য্যোধন ও শকুনি কৃষ্ণসমীপে আগমন করিয়া তাঁহাকে কুরুসভায় গমন করিবার জন্য আহ্বান করিলে, তিনি সুমিষ্ট বাক্যে তাঁহাদিগের অভিনন্দন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে গো, হিরণ্য ও বিবিধ রত্নরাজি প্রদান করিলেন। অবিলম্বে সারথি দারুক কিঙ্কিনীজালজড়িত, নীরদ-নির্ঘোষ, সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত স্যন্দন সমুপস্থিত করিল। কৃষ্ণ তদ্দর্শনে অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচিত্র বেশভূষা অলঙ্কারাদি এবং কৌস্তভমণি ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মবেত্তা বিদুরসহ সেই রথে আরোহণ করিলেন। পশ্চাৎ সহযাত্রী কৌরব ও বৃষ্ণিগণ, কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ বা অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা মধুসূদন ক্রমে ক্রমে সংসিক্তরজঃ রাজপথে সমুপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। সিংহসদৃশ বিক্রমশালী অরাতিনিপাতন বীরপুরুষগণ তাঁহার রথের চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত-বিচিত্র-বসন-বিভূষিত,

অসিপ্রাসাদি-অস্ত্রশস্ত্রধারী সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার অনুগামী হইল। সহস্র সহস্র গজ ও রথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। হস্তিনাপুরবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই রজপথস্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইল। এইরূপে মহাত্মা দেবকীনন্দন কুরুসভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম দ্রোণাদি সমভিব্যাহারে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। কুরুরাজ গাত্রোত্থান করিবামাত্র তত্রস্থ সহস্র সহস্র ভূপতিগণ আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে ঐ সভামধ্যে কৃষ্ণের নিমিত্ত এক সুবর্ণময় মহার্ঘ আসন সন্নিবেশিত ছিল। বাসুদেব হাস্যমুখে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে বয়ঃক্রমানুসারে অভ্যর্থনা করিলেন। সমস্ত ভূপতিগণ কৌরবগণ সমভিব্যাহারে সমাগত জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলেন।

মহাত্মা কৃষ্ণ সেই সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অন্তরীক্ষস্থ নারদাদি ঋষিগণকে অবলোকন করিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, "হে শান্তনুনন্দন! দেখুন, ঐ নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সভা-দর্শনার্থে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন; উঁহাদিগকে যথাযোগ্য আসন প্রদানপূর্ব্বক সৎকার করুন। উঁহারা আসন পরিগ্রহ না করিলে, কেহই উপবেশন করিতে পারিবেন না; অতএব শীঘ্র উঁহাদিগের পূজা করুন।" তখন কুরু-পিতামহ ভীষ্ম ঋষিগণকে সভাদ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া সত্বর ভৃত্যগণকে আসন আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ মণিকাঞ্চনখচিত বিপুল আসন আনয়ন করিল। মহর্ষিগণ সেই সমুদয় আসনে উপবিষ্ট হইলে, মহাত্মা কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভূপতিরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। যেমন বারংবার অমৃতপান করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ তাঁহারা বহুক্ষণ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত

হইলেন না। অতসী কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবসন জনার্দ্দন সুবর্ণ-মণ্ডিত নীলকান্তমণির ন্যায় সভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ সভার সমুদয় সভ্য একমনে অনিমিষনয়নে নারায়ণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

এইরূপে সভ্যগণ উপবিষ্ট হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, মহাত্মা মধুসূদন সজল-জলদ-গম্ভীর-নিঃস্বনে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন —

"হে ভরতবংশাবতংস! আমার মানস যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয়, বীরপুরুষগণের বিনাশ না হয়, আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনাকে অন্য কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই; যাহা জ্ঞাতব্য, আপনি তৎসমুদয় অবগত হইয়াছেন। আপনাদের কুল, বিদ্যা সদাচার প্রভৃতি সমুদয় গুণসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ। দয়া, অনৃশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে বিশেষরূপে বর্ত্তমান আছে। অতএব এই কুলে, বিশেষতঃ আপনা হইতে, অযুক্ত কার্য্য সমুৎপন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, মর্য্যাদানাশক ও লোভপরতন্ত্র। উহারা ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছে। আপনি মনে করিলেই কুরুকুলের এই ঘোরতর আপদ্ বিনাশ করিতে পারেন; বোধ হয়, উভয় পক্ষের শান্তি হওয়া নিতান্ত দুষ্কর নহে। কুরুপাণ্ডবগণের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। আপনি অপনার পুত্রগণকে শাসন করুন, আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। আপনি শান্তি সংস্থাপন করিলে, কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিত হইবে।

"কৌরবগণ আপনার সহায় আছে; এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করিয়া স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকুন। আপনি পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে, ভূপতিগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও আপনার প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। দেখুন, সংগ্রাম মহাক্ষয়ের হেতু। কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলেই, আপনার যথেষ্ট হানি হইবে; পাণ্ডবগণ বা কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইলে, আপনার কি সুখোদয় হইবে? ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপাল ক্রুদ্ধ হইয়া সমবেত হইয়াছেন; তাঁহাদের ক্রোধে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি প্রজাগণকে রক্ষা করুন; উহারা যেন বিনষ্ট না হয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেই কুরু-পাণ্ডবের পরস্পর ববাদভঞ্জন হইবে।

"পাণ্ডবেরা আপনাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিনীতবচনে কহিয়াছেন যে, 'আমরা আপনাকে সর্ব্বদা পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকি এবং আপনার আদেশানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত-বাস করিয়া নিরন্তর ক্লেশভোগ করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, আমরা প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছি। অতএব এক্ষণে যাহাতে স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করিতে পারি, এরূপ করুন।' তাঁহারা সভাসদ্‌গণকেও কহিয়াছেন, যে 'ধর্ম্মজ্ঞ সভ্যগণ সে স্থানে থাকিতে অন্যায় কার্য্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যদি কোন সভামধ্যে ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ শল্যে বিদ্ধ হয়, আর তত্রস্থ সভ্যগণ সেই শল্য ছেদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ হন।'

"আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা ভিন্ন আপনাকে অন্য কিছু বলিতে পারি না। অথবা অত্রস্থ পারিষদ-গণ এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত হয়, বলুন। যদি আমার বাক্য ধর্ম্মার্থ-

সঙ্গত ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমুদয় ভূপতিগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্ম্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিবেন। আপনিই আপনার অমাত্য-গণের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তদনুসারে তথায় বাস করিয়া স্বপ্রভাবে সমুদয় ভূপতিকে বশীভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়াছিলেন; আপনার মর্য্যাদা কথনই অতিক্রম করেন নাই। তিনি সুবলনন্দন শকুনির হস্তে কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই; আমি এক্ষণে আপনাদের উভয়-পক্ষের মঙ্গলবাসনায় এই সকল কথা কহিতেছি। আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে; আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। ফলতঃ পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন, আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।”

মহাত্মা বাসুদেবের বাক্যাবসানে, সভ্যগণ স্তব্ধ হইয়া রোমাঞ্চিত-কলেবরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মনে মনে কৃষ্ণের সারগর্ভ বাক্যের প্রশংসা করিলেও, কেহ কিছু প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহর্ষি জামদগ্ন্য রাজা দম্ভোদ্ভবের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। দম্ভোদ্ভব কিরূপে দম্ভাতিশয্যহেতু ভগবান্ নর ও নারায়ণের নিকট পরাস্ত হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহা দুর্য্যোধনের শ্রুতিগোচর করাইয়া তাঁহাকে দম্ভ পরিহার করিতে পরামর্শ দিলেন। তৎপরে ভগবান্ কণ্ব, কন্যাপ্রদানাভিলাষী মাতলির বরান্বেষণ-রূপ একটী পুরাতন ইতিহাস কথনচ্ছলে, ভগবান্ বিষ্ণু কিরূপে পক্ষিরাজ গরুড়ের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তর বর্ণন করিয়া

দুর্য্যোধনকে অহঙ্কার ত্যাগ করিবার জন্য সদুপদেশ দিলেন; কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন মহর্ষি কণ্বের বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক ভ্রূকুটিকুটিল মুখে কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ, পূর্ব্বকালে ভূপতি যযাতি অভিমান-প্রযুক্ত এবং মহাতপাঃ গালব নির্ব্বন্ধাতিশয়-নিবন্ধন কিরূপে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া দুর্য্যোধনকে অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র নারদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ভগবন্! আপনি যে প্রকার কহিতেছেন, সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই; উহা আমার অভিপ্রেত বটে, কিন্তু উহা সম্পাদন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।" তৎপরে কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে কেশব! তোমার বাক্য সুখকর, লোকাচারসঙ্গত, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায়োপেত, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি স্বাধীন নহি; সুতরাং আমার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। পাপাত্মা দুর্য্যোধন গান্ধারী, বিদুর, ভীষ্ম ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের হিতকর বাক্য শ্রবণ করে না। তুমি স্বয়ং সেই ক্রূরাত্মাকে শাসন কর; তাহা হইলে তোমার বন্ধুজনোচিত কার্য্য করা হইবে।" ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ বাসুদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে দুর্য্যোধনকে নানাবিধ সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি দুর্য্যোধনের এবং সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলার্থে পাণ্ডবগণের প্রতি শত্রুতা ও অধর্ম্মাচরণ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি ও ধর্ম্মপথানুগামী হইতে বারংবার তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। পাণ্ডবগণ মহাসত্ত্ব ও যুদ্ধে অজেয়; বিশেষতঃ, অর্জ্জুনের সমকক্ষ যোদ্ধা পৃথিবীতে নাই, অতএব দুর্য্যোধন যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুহৃদ্গণের বাক্যরক্ষা, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন ও তাঁহাদিগকে

রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিয়া চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে রাজত্ব করুন, এইরূপ ঐকান্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণের উদার সুনীতিবাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুর একে একে দুর্য্যোধনকে তাঁহার সদুপদেশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণের বাক্য অনুসরণ করিতে এবং তাঁহার সহিত একত্র হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিতে উপদেশ দিলেন।

কিন্তু মানধন দুর্য্যোধন কুরুসভামধ্যে অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে বাসুদেব! তুমি বিদুর, পিতা, আচার্য্য দ্রোণ ও পিতামহ ভীষ্ম, তোমরা এই কয়জন সতত আমার নিন্দা করিয়া থাক; অন্য কোন ভূপালের নিন্দা কর না। কিন্তু আমি বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া আমার অণুমাত্রও অপরাধ বা অন্যায়াচরণ দেখিতে পাই না; তথাপি তোমরা সকলে নিয়ত আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছ। আমরা পাণ্ডবগণের এমন কি করিয়াছি যে, তাঁহারা আমাদের অনিষ্টচিন্তা করিতেছেন? আমরা উগ্র কর্ম্ম বা ভীষণ বচনে ভীত হইয়া সুররাজের সমীপেও নত হই না। আমি এমন কোন ক্ষত্রিয়কে অবলোকন করি না যে, যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে উৎসাহযুক্ত হয়। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও সংগ্রামে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা স্বধর্ম্মে উপেক্ষা না করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক যদি অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিব। সংগ্রামে শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম।"

ইতঃপূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধে প্রজাক্ষয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া স্বীয় উদারতাগুণে সঞ্জয়-প্রমুখাৎ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পঞ্চভ্রাতার জন্য পঞ্চগ্রাম মাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন; এক্ষণে রাজ্যলোভী

দুর্য্যোধন সেই কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে ...র্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম, তৎকালে অজ্ঞানতাবশতঃই হউক বা ভয়প্রযুক্তই হউক, আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল; এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগদ্বারা যে পরিমাণ ভূভাগ বিদ্ধ করা যায়, পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।"

মহাত্মা জনার্দ্দন দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে ক্রোধপর্য্যাকুললোচনে হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে দুর্য্যোধন! তুমি অমাত্যগণের সহিত বীরশয্যা লাভ করিতে বাসনা করিতেছ; তাহা তোমার অবশ্যই লাভ হইবে। স্থির হও, অচিরকালমধ্যেই মহাসংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে।" তিনি এইরূপ কহিয়া দুর্য্যোধনের দুষ্কৃতি সমুদয় বর্ণনপূর্ব্বক তিনি যে পাণ্ডবদিগের প্রতি বহুবিধ অনিষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ এযাবৎ তৎসমুদয় ধীরভাবে সহ্য করিয়াছেন, কখনই বৈরভাব প্রকাশ করেন নাই, এই বিষয় প্রতিপন্ন করিলেন। কৃষ্ণের বাক্যাবসানে নির্লজ্জ দুর্য্যোধন দুঃশাসনের উত্তেজনায় নিতান্ত ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লিক, কৃপ, সোমদত্ত, ভীষ্ম, দ্রোণ ও জনার্দ্দনের প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক সহসা গাত্রোত্থান করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভীষ্ম দুর্য্যোধনের দুর্ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন।

নীতিজ্ঞ কৃষ্ণ এতাবৎকাল রাজনীতির অঙ্গভূত সাম ও দান, এই দ্বিবিধ উপায়ে দুর্য্যোধনকে বশীভূত করিতে অসমর্থ হইয়া, তৃতীয় উপায়

ভেদ-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার মানস করিলেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে বিদুর যেরূপ দ্যূতক্রীড়াকালে দুর্য্যোধনকে শাসন করিবার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীষ্মদ্রোণাদি মহাত্মাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহাত্মগণ! কুরুবৃদ্ধগণ ঐশ্বর্য্যমদমত্ত দুরাচার দুর্য্যোধনকে শাসন না করিয়া নিতান্ত অন্যায়াচরণ করিতেছেন। যদি আপনারা শ্রেয়োলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। দেখুন, বৃদ্ধ ভোজরাজ উগ্রসেনের তনয় দুরাত্মা কংস, পিতা জীবিত থাকিতেই তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছিল। তজ্জন্য ঐ দুরাচার স্বীয় বন্ধুবান্ধব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। পরিশেষে আমি স্বীয় জ্ঞাতিবর্গের হিতার্থে উহাকে সমরে সংহার করিয়া, ঐ সকল জ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে উগ্রসেনকে সৎকারপূর্ব্বক পুনরায় ভোজরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলাম। এইরূপে কুলরক্ষার্থে কংসকে পরিত্যাগ করিয়া, সমুদয় যাদব, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ অবশেষে সুখভোগে কালাতিপাত করিতেছেন। আপনারা তদ্রূপ দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে বদ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট প্রদান করুন। শাস্ত্রে কথিত আছে, কুলরক্ষার নিমিত্ত এক জনকে পরিত্যাগ করিবে, গ্রাম রক্ষার নিমিত্ত কুল পরিত্যাগ করিবে, জনপদরক্ষার নিমিত্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিবে এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে।"

নরনাথ ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে সাহস করিলেন না। তিনি নিরুপায় হইয়া গান্ধারীকে আনয়ন করিবার জন্য বিদুরকে আজ্ঞা করিলেন। যশস্বিনী গান্ধারী স্বামীর আদেশে, সভায় আগমন করিয়া, কুপথগামী দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক উপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি পুত্রকে লোভ পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে পুনঃ পুনঃ পরামর্শ দিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন সদর্থ-সম্পন্ন মাতৃবাক্যশ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় দুরাত্মাদিগের সমীপে গমন করিয়া দ্যূতপ্রিয় শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন,—"এস, আমরা কৃষ্ণকে বদ্ধ করিয়া রাখি। বাসুদেব বদ্ধ হইয়াছেন শ্রবণ করিলেই, পাণ্ডবগণ ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় হতচেতন ও নিরুৎসাহ হইবেন, সন্দেহ নাই। অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র আক্রোশ করিলেও আমরা এইস্থানেই ক্ষিপ্রকারী কেশবকে বন্ধন করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।"

ইঙ্গিতজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ সাত্যকি পাপাত্মাদিগের পাপাভিসন্ধি অবগত হইয়া সিংহের গিরিগুহাপ্রবেশের ন্যায় সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক মহাত্মা বাসুদেবকে সেই দুষ্টাভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন। পরে সহাস্যবদনে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের নিকট দুর্য্যোধনাদির সেই অসৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। দীর্ঘদর্শী বিদুর সাত্যকির বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ফলতঃ পূর্ব্বে কুরুসভায় শকুনির দ্যূতাভিনয় যেরূপ পাণ্ডবগণের মহান্ অনর্থকর হইয়াছিল, অধুনা কৃষ্ণের এই দৌত্যাভিনয় তদ্রূপ কৌরবগণের কুলক্ষয়কর হইল। কৃষ্ণ সুহৃদ্গণের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে রাজন্! শুনিতেছি, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবেন; কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইঁহাকে আক্রমণ করি, কি ইঁহারা আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে যে, আমি একাকী ইঁহাদিগের সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোনপ্রকারেই পাপজনক নিন্দিত কর্ম্ম করিব না; আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া

স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইঁহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া, যুধিষ্ঠিরকেই কৃতকার্য্য করিতেছেন। আমি অদ্যই ইঁহাদিগকে বন্ধনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি; কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করুক।" মহাত্মা কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য কহিয়া এবং ঋষিগণের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মহাভারতে কথিত আছে যে, ভগবান্ বাসুদেব দুর্য্যোধনকে বিভীষিকা প্রদর্শনার্থ সভাস্থলে স্বীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন—কিন্তু আমরা এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে অক্ষম। অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি পূর্ব্বাবধি আশঙ্কা করিয়া উপপ্লব্য নগর হইতে যাত্রাকালে সাত্যকিকে রথে অস্ত্রশস্ত্র স্থাপন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই দুর্য্যোধনকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি দূত হইয়া সভায় আগমন করিয়াছেন এবং দুর্য্যোধনও তাঁহার দুষ্ট সংকল্প কার্য্যে পরিণত করেন নাই, কেবল মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন মাত্র, এইজন্য তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন সাম, দান ও ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় ব্যর্থ হইল, তখন বুঝিলেন, দণ্ডনীতির আশ্রয় ব্যতিরেকে দুরাচার দুর্য্যোধনকে বশীভূত করিবার উপায়ান্তর নাই, সুতরাং এইরূপ ভয় প্রদর্শন করা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পরে তিনি রথারূঢ় হইয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলে, ধৃতরাষ্ট্র যেরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় পুত্রগণের প্রতি তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন,

তদুত্তরে কৃষ্ণ সর্ব্বলোকসমক্ষে তাঁহাকেও প্রকারান্তরে নিন্দনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

আমরা সেই মহাপুরুষ কৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্যক্ অনুধাবন করিতে সমর্থ নহি। বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার উপযুক্ত আলোচনা সম্ভবপর নহে। তবে এই উদ্যোগপর্ব্বে আমরা কৃষ্ণের ধর্ম্মনীতি সমাজনীতি ও রাজনীতির যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। "যতো ধর্ম্ম স্ততঃ কৃষ্ণঃ" আমরা এই প্রবাদবাক্য কৃষ্ণের আচরণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। তিনি প্রথমে সমাজ-নীতির অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উদাসীন ছিলেন—সন্ধিস্থাপনই তাঁহার এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি প্রাণাধিক প্রিয় সখা অর্জ্জুনের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, অগত্যা নিরস্ত্র ও সমরপরাঙ্মুখ হইয়া ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনকেও বিমুখ করিলেন না; বরং অর্ব্বুদ নারায়ণীসেনা-লাভে কুরুনন্দন পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও উভয়কুলের হিতসাধনার্থে এবং সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলার্থে দৌত্যভার গ্রহণপূর্ব্বক সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়া ছিলেন। তিনি অদূরদর্শী ধৃতরাষ্ট্রকে ও উদ্ধত-স্বভাব দুর্য্যোধনকে যেরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উদার ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। 'যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্য্যস্ত সমুদয় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন, তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়,' তিনি বিদুরকে তাঁহার দৌত্যকার্য্যের এইরূপ সদুদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। 'মনুষ্য যথাসাধ্য ধর্ম্মকর্ম্মসাধনে সচেষ্ট হইয়া যদি তাহা সম্পাদন করিতে না পারেন, তথাপি তাঁহার সেই কার্য্যসাধনানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়',—ইহাও তাঁহার উক্তি। কৃষ্ণ প্রাণপণ

যত্ন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলেও, তিনি সমস্ত জগতের ধন্যবাদ ও প্রশংসার পাত্র। তিনি উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত কখনও নিন্দিত উপায় অবলম্বন করেন নাই, বরং রাজনীতিসঙ্গত প্রকৃষ্ট পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি কোনক্রমেই ধর্ম্মচ্যুত দুর্য্যোধনকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, অবশেষে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মযুদ্ধে উৎসাহিত করিলেন; কারণ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া ধর্ম্মবিগর্হিত, বিশেষ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধে বিমুখ হওয়া অযশস্কর ও অধর্ম্মজনক। এইরূপে আমরা অনুপম কৃষ্ণচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে, পদে পদে তাঁহার মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারি।

গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা।

গান্ধারী গান্ধাররাজ সুবলের আত্মজা এবং শকুনির সহোদরা। গান্ধার রাজ্য বর্ত্তমান কান্দাহর নামে পরিচিত। গান্ধারী যেরূপ পতিব্রতাগণের অগ্রণী ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মশীলতাও তদ্রূপ প্রশংসনীয়া। কথিত আছে, সেই সাধ্বী রমণী বিবাহের পূর্ব্বে যখন শ্রবণ করিলেন যে, পিতামাতা তাঁহাকে নয়নবিহীন পাত্রে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই সেই পতিপরায়ণা সান্দ্র বস্ত্রদ্বারা স্বীয় নেত্রযুগল বন্ধন করিলেন এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া তাঁহাকে কদাপি অশ্রদ্ধা বা অনাদর করিবেন না। পরে বিবাহান্তে পতিগৃহে বাস করিয়া বরারোহা গান্ধারী সদাচার, সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা প্রদর্শনদ্বারা সমস্ত কৌরবগণের পরম সন্তোষ জন্মাইতে

লাগিলেন। তিনি সকলের সহিত প্রিয় সম্ভাষণ ও গুরুজনের শুশ্রূষা করিতেন এবং কদাপি কাহারও কুৎসা বা নিন্দা করিতেন না।

গান্ধারী ব্যাসদেবের বরপ্রভাবে দুর্য্যোধনাদি শতপুত্র লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাণ্ডুপুত্রগণকে অপেক্ষাকৃত বীর্য্যশীল জানিয়াও কখন তাঁহাদিগের হিংসা করিতেন না। বরং স্বীয় পুত্রগণকে পাণ্ডবদিগের সহিত বিরোধ করিতে সর্ব্বদাই নিষেধ করিতেন। পাশক্রীড়াকালে যখন দুর্য্যোধন পরাজিত পতিগণসমক্ষে দ্রৌপদীকে নিগৃহীত ও অবমানিত করিয়াছিলেন, তখন কেবল দেবী গান্ধারী ও ধর্ম্মাত্মা বিদুর দুর্য্যোধনকে এই দুষ্কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সদুপদেশ দিয়াছিলেন। এমন কি, তিনি মহাত্মা বিদুরের উপদেশানুসারে কুলরক্ষার্থে পাপাত্মা পুত্রকে পরিত্যাগ করিবার জন্যও অন্ধরাজকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। যে জননী ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া জ্ঞাতিবর্গের মঙ্গলার্থে প্রাণাধিক পুত্রকেও বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তাঁহার উদারতা বড় সাধারণ নহে। যদি ধৃতরাষ্ট্র সেই ধর্ম্মশীলা মহিষীর বাক্য পালন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় কুরুকুলের এরূপ ঘোর অনর্থপাত হইত না। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি গান্ধারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পুনর্দ্যূতক্রীড়ার অনুমোদন করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি যে বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই কৌরবদিগের পতনের মূল কারণ।

পুনরায় আমরা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্কালে দেবী গান্ধারীকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে কুরুসভায় আগমন করিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত স্বামীকে সদুপদেশ প্রদান করিতে দেখিতে পাই। দুর্য্যোধন কৃষ্ণের উপদেশ-বাক্য অমান্য করিয়া সভা হইতে অশিষ্টের ন্যায় নিষ্ক্রান্ত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে দূরদর্শিনী গান্ধারীকে আহ্বান

করিলেন। যশস্বিনী গান্ধারী স্বামীর সন্দেশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কুরুকুলের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ! সত্বর সেই রাজ্যকামুক দুর্ম্মতি পুত্রকে জ্ঞাত কর যে, ধর্ম্মার্থবিলোপী অশিষ্ট অবিনীত ব্যক্তি কখনই রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! সম্মুখে যে ব্যসন সমুপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তুমি নিন্দনীয় হইবে; তুমি দুর্য্যোধনের পাপপরায়ণতা অবগত হইয়াও তাহার মতের অনুসরণ করিয়া থাক। এক্ষণে ঐ দুরাত্মা কাম, ক্রোধ ও লোভের নিতান্ত বশীভূত হইয়াছে; সুতরাং তুমি বলদ্বারাও উহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। মূর্খ, দুঃসহায়, দুরাত্মার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলে যে ফললাভ হয়, তুমি তাহা ভোগ করিতেছ। তোমাকে স্বজনের সহিত ভেদ করিতে দেখিয়া শত্রুগণ হাস্য করিবে। সাম ও দান দ্বারা বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, কোন্ ব্যক্তি দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হয়?" কোন্ স্ত্রী সভামধ্যে ব্যসনমগ্ন স্বামীকে অসঙ্কুচিতচিত্তে এতাদৃশ উদার ও অকপট ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হন? রমণীরত্ন গান্ধারী ধর্ম্মের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া চিরকাল রমণীসমাজে বরণীয়া হইবেন।

অনন্তর দুর্য্যোধন পিতার অনুমতিক্রমে সভায় সমুপস্থিত হইলে, গান্ধাররাজতনয়া কুপথগামী পুত্রকে ভৎর্সনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে যে হিতকর ও ভবিষ্যতে সুখজনক বাক্য কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর ও তোমার পিতা যাহা কহিয়াছেন, তুমি তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দেখ, রাজ্য স্বেচ্ছাক্রমে লাভ, রক্ষা বা ভোগ করিবার নহে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ বহুকাল রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হয় না; জিতেন্দ্রিয় মেধাবী মহাত্মাই স্বচ্ছন্দে রাজ্যপালন

করেন। কাম ও ক্রোধ মনুষ্যকে অর্থ হইতে পরিচ্যুত করে, ঐ রিপুদ্বয়কে পরাজয় করিতে পারিলেই অনায়াসে পৃথিবী জয় করা যায়। যে ব্যক্তি আপনাকে বশীভূত না করিয়া অমাত্যগণকে পরাজিত করিতে বাসনা করে এবং অমাত্যগণকে পরাজয় না করিয়া শত্রুদিগকে পরাভব করিতে অভিলাষ করে, সে স্বয়ং পরাজিত হয়। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্প সম্যক্‌রূপে পরাজয় করিতে পারে, পৃথিবীবিজয় তাঁহার পক্ষে অতি সামান্য কর্ম্ম। যে ভূপতি ধর্ম্ম, অর্থ ও অরাতি-পরাজয় বাসনা করেন, সতত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে যত্নবান্ হওয়া তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কামক্রোধাভিভূত হইয়া কপটাচরণ করে, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, কেহই তাহার সহায় হয় না।

"হে দুর্য্যোধন! তুমি অক্লিষ্টকর্ম্মা মধুসূদনের বাক্য রক্ষা কর; তিনি প্রসন্ন হইলে, তোমাদের উভয়পক্ষের সুখসমৃদ্ধি হইবে। যে ব্যক্তি হিতাভিলাষী কৃতবিদ্য সুহৃজ্জনের শাসনানুবর্ত্তী না হয়, সে কেবল শত্রুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করে। সংগ্রামে ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ বা শ্রেয়োলাভ হয় না; যুদ্ধ করিলেই যে জয়লাভ হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই; অতএব যুদ্ধে অভিলাষ করিও না। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বাহ্লিক ভেদভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিলে, এই প্রত্যক্ষ ফললাভ হইবে যে, তাহারা সমুদয় পৃথিবী নিষ্কণ্টক করিবে, তুমি অনায়াসে উহা ভোগ করিতে পারিবে। অতএব হে বৎস! যদি অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করিতে তোমার বাসনা হয়, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে যথোচিত অংশ প্রদান কর। রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তোমার পক্ষে যথেষ্ট। অতএব সুহৃদের বাক্য রক্ষা কর, জনসমাজে যশস্বী হইবে।

"হে বৎস! তুমি লোভ ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডবগণের যে অপকার করিয়াছ, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দৃঢ়ক্রোধ কর্ণ ও দুঃশাসনের সাহায্যে পাণ্ডবগণের অর্থ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া তোমাদের সাধ্য নহে। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই সমুদয় প্রজা বিনষ্ট হইবে। অতএব তুমি অধর্ম্মপরায়ণ হইয়া কৌরবগণকে কালগ্রাসে পাতিত করিও না। তোমার দোষে যেন সমুদয় পৃথিবী বিনষ্ট না হয়। তুমি মূঢ়তাপ্রযুক্ত মনে মনে স্থির করিয়াছ যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি বীরগণ তোমার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু তাহা কখনই হইবার নহে. কেন না এই রাজ্যে তোমাদের ও পাণ্ডবগণের সমান অধিকার আছে এবং উক্ত মহাত্মারা তোমাদের উভয়পক্ষের প্রতিই সমান প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ তোমাদের অপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মশীল। ভীষ্মদ্রোণাদি মহাত্মগণ রাজার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন বলিয়া সমরে স্বীয় জীবিত পরিত্যাগ করিবেন; তথাপি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনই বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইবেন না। হে পুত্র! মনুষ্যগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া কদাপি অর্থলাভ করিতে পারে না, অতএব তুমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হও।"

দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্য্যোধন ধর্ম্মশীলা জননীর সদর্থ উপদেশবাক্য শ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক দুরাত্মা অমাত্যগণের নিকট গমন করিলেন। গান্ধারী কর্ত্তব্যবোধে পুত্রকে পাপপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলেও, তাঁহার ধর্ম্মশীলতা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিয়া তাঁহাকে নারীসমাজে যশস্বিনী করিয়াছে,—কিন্তু দুর্য্যোধন মাতৃবাক্য অবহেলা করিয়া

যে ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইলেন, আর তাহা হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারেন নাই; পরিশেষে তাঁহাকে অনুতাপদগ্ধহৃদয়ে দম্ভ ও অভিমানসহ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল।

কুন্তীর উপদেশ।

উৎসাহ সাধনার মূলমন্ত্র। ইহা সিদ্ধিপথের প্রধান আশ্রয়। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এক আর্য্য ললনা এই ভারতবর্ষের পবিত্র ক্ষেত্রে স্বীয় পুত্রগণকে কর্ত্তব্য-পথে চালিত করিবার জন্য কিরূপ উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন, অদ্য তাহাই পাঠকগণকে উপহার দিতে ইচ্ছা করি।

মহাত্মা কৃষ্ণ কুরুসভা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, কুন্তীর আলয়ে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি যদি তাঁহার কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা শ্রবণ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তখন বীরাঙ্গনা কুন্তী কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,—'কেশব! তুমি ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিবে—

"হে পুত্র! তোমার পৃথিবীপালনজনিত প্রচুর ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে, অতএব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিও না। যেমন বেদার্থজ্ঞানশূন্য বেদাধ্যায়ী ব্যক্তির বুদ্ধি নিরন্তর বেদাধ্যয়নে কলুষিত হয়, তদ্রূপ তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মানুষ্ঠানে অভিভূত হইয়া কেবল ধর্ম্মের দিকেই ধাবমান হইতেছে। হে বৎস! ভগবান্ ব্রহ্মা যে প্রকার ধর্ম্মের

সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তিনি ক্রূর-কর্ম্ম বিগ্রহদ্বারা প্রজাগণকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত বাহু হইতে বাহুবীর্য্যোপজীবী ক্ষত্রিয়গণকে উৎপন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে কুবের প্রীত হইয়া রাজর্ষি মুচুকুন্দকে এই পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু মুচুকুন্দ নিজ ভুজবীর্য্যে অর্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিবার বাসনায় তাঁহার দান গ্রহণ করিলেন না। কুবের তদ্দর্শনে অধিকতর প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। অনন্তর রাজর্ষি মুচুকুন্দ ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বাহুবল-সমুপার্জ্জিত বসুন্ধরা শাসন করিতে লাগিলেন।

"হে পুত্র! রাজাকর্তৃক সুরক্ষিত প্রজাগণ যত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করে, রাজা তাহার চতুর্থভাগ প্রাপ্ত হন। রাজা যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করেন, তাহা তাঁহার দেবত্বলাভের কারণ হয়; আর তিনি অধর্ম্মাচরণ করিলে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। ... রাজাই সত্যযুগের স্রষ্টা; রাজাই ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক; রাজাই দ্বাপরযুগের নিদান এবং রাজাই কলিযুগের কারণ। যখন রাজা অখণ্ড দণ্ডনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বরাজ্য সুশাসন করেন, তখন সর্ব্বোত্তম সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। যে রাজা সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করেন, তিনিই অখণ্ড স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন; ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক রাজা তদপেক্ষা কিঞ্চিদূন স্বর্গভোগে সমর্থ হন; যিনি দ্বাপর যুগের সৃষ্টি করেন, তিনি স্বর্গফলের অর্দ্ধ ভোগ করিতে পারেন; কিন্তু কলিযুগের প্রবর্ত্তক রাজাকে সম্পূর্ণ পাপভোগ করিতে হয়। দুষ্কর্ম্মা রাজা চিরকাল নরকে বাস করেন; রাজদোষে জগৎকে ও জগতের দোষে রাজাকে পাপভাগী হইতে হয়। অতএব তুমি পিতৃপিতামহাদি-পরম্পরাগত রাজধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; তুমি যেরূপ অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছ, তাহা রাজর্ষিদিগের ধর্ম্ম নয়। দুর্ব্বল ও দয়ালু রাজা কিছুমাত্র প্রজাপালন-

সম্ভূত ফললাভ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি এক্ষণে যেরূপ আচরণ করিতেছ, কি আমি, কি পাণ্ডু, কি পিতামহ, কি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ আমরা কেহই তোমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ কার নাই। আমি তোমাকে প্রতিনিয়ত এই কহিয়াছি যে, তুমি যজ্ঞ, দান ও তপস্যার অনুষ্ঠান করিবে এবং শৌর্য্য, প্রজ্ঞা, সন্তান, মাহাত্ম্য, বল ও তেজ লাভ করিবে। পিতা, মাতা ও দেবগণ ক্ষত্রিয় পুত্রের নিকট হইতে নিরন্তর দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালন অভিলাষ করিয়া থাকেন।

"হে পুত্র! দানদ্বারা একপ্রকার, বল দ্বারা একপ্রকার, আর সুনৃত বাক্য দ্বারা একপ্রকার ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হইয়া থাকে; কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিলে, সকল প্রকার ধর্ম্মই লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্র তাঁহাদিগের সেবা করিবে। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন তোমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ, আর কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করাও তোমাদের পক্ষে উপযুক্ত নহে। তুমি ক্ষত্রিয়, আপদ্ হইতে পরিত্রাণ করাই তোমার কর্ত্তব্য এবং ভূজবীর্য্যই তোমার জীবিকা। অতএব সাম, দান, ভেদ, দণ্ড বা নীতিদ্বারা অপহৃত পৈত্রিক অংশ পুনরুদ্ধার কর। আমি তোমাকে প্রসব করিয়া নিরাশ্রয় ও পরপিণ্ডপ্রত্যাশী হইয়া রহিলাম; ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুঃখ কি আছে? অতএব হে পুত্র! রাজধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর; পিতামহগণের নাম লোপ করিও না এবং আপনিও ক্ষীণপুণ্য হইয়া অনুজগণের সহিত নিরয়গামী হইও না।"

ক্ষত্রধর্ম্মনিরতা কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে উদ্দেশ করিয়া কৃষ্ণকে এইরূপ কহিয়া, বিদুলা-সঞ্জয়-সংবাদ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিলেন। বিদুলানন্দন সঞ্জয় জননীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় যেরূপে

তাঁহার বাসনানুরূপ বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, কুন্তীও তদ্রূপ ক্ষত্রিয়োচিত রণে শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্যোদ্ধার করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে প্রোৎসাহিত করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবজননী কৃষ্ণকে কহিলেন, "হে কেশব! তুমি ধনঞ্জয়কে কহিবে যে, তুমি জন্ম পরিগ্রহ করিলে আমি যে আশ্বাসপ্রদ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম,—তোমার যশোরাশি নভোমণ্ডল স্পর্শ করিবে, এইরূপ যে মনোরম উক্তি আমার স্মৃতিদ্বারে অদ্যাপি ধ্বনিত হইতেছে, তাহা যেন ফলবতী হয়। আমি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আশান্বিত হইয়া আছি যে, তুমি অচিরে জয়লাভ করিয়া আমার চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবে।"

"তুমি ধনঞ্জয় ও নিত্যোদ্যোগী বৃকোদরকে কহিবে যে, ক্ষত্রিয় রমণীরা যে নিমিত্ত সন্তান প্রসব করেন, তাহার সময় সমাগত হইয়াছে। আর বৃথা আলস্যে কালহরণ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।"

"হে মাধব! তুমি মহাভাগা কুলীনা যশস্বিনী কল্যাণী কৃষ্ণাকে কহিবে, তুমি যে সুখাভ্যস্তা হইয়াও দারুণ বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়া ত্রয়োদশবর্ষকাল পতিগণের অনুসরণ করিয়াছ এবং সতত তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত আচরণ করিতেছ, তাহা তোমার উপযুক্ত কর্ম্মই হইতেছে।"

"তুমি মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে কহিবে, হে নকুল! হে সহদেব! তোমরা উভয়েই ক্ষত্রধর্ম্মের অনুগত; অতএব জীবন অপেক্ষাও বিক্রমার্জ্জিত ধন শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তর বোধ কর। তোমরা পরম ধার্ম্মিক; সকল ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়া থাক, অতএব তোমাদিগের সমক্ষে দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি যে পরুষ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছিল, কোন্ ক্ষত্রিয়বীর তাহা ক্ষমা করিতে পারে?"

"হে মহাবাহো! তুমি পুত্রদিগকে পুনরায় কহিবে, তোমাদিগের যে রাজ্য অপহৃত হইয়াছে, তাহাতে আমার তাদৃশ দুঃখ নাই; তোমরা যে দ্যূতে পরাজিত হইয়া বিবাসিত হইয়াছ, তাহাতেও আমি তত দুঃখিত নহি; কিন্তু সেই শ্যামাঙ্গী দ্রুপদবালা যে সভামধ্যে রোদন করিতে করিতে পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই আমার অধিকতর দুঃখের কারণ। ক্ষত্রধর্ম্মানুগামিনী দ্রৌপদী নাথবতী হইয়াও, যে তৎকালে অনাথা হইয়াছিলেন, তাহাই আমার সমধিক দুঃখের বিষয়।"

"হে যাদব! যমোপম ভীমসেন ও অর্জ্জুন কুপিত হইলে দেবগণ-কেও সংহার করিতে পারেন, ইহা তোমার অগোচর নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিনী দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আগমন করিতে হইয়াছিল এবং সেই স্থানেই দুঃশাসন কুরুবীরগণের সমক্ষে ভীমসেনের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল?"

"হে বৎস! তুমি আমার পুত্রগণকে পুনরায় এই সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও তাঁহার পুত্রগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাঁহাদিগকে আমার কুশলসংবাদ প্রদান করিও। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর। তুমি ধর্ম্মের সহায়, আমার ধার্ম্মিক পুত্রগণকে প্রতিপালন করিও।"

কর্ণের কৃতজ্ঞতা।

মহাবাহু কেশব পিতৃস্বসা কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থানকালে কর্ণকে স্বীয় রথে সমারূঢ় করিয়া সাত্যকি সমভিব্যাহারে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কৌরবগণ একত্র হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়া বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইলেন। মহানুভব মধুসূদন বিবিধ উপায়ে দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া, অবশেষে শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি জানিতেন যে, কর্ণই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রধান আশ্রয়, দুর্য্যোধন কর্ণের সহায়তায় পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন, চিরকাল এইরূপ আশা পোষণ করেন ; সুতরাং কর্ণ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিলে, দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই সমরাশা ত্যাগ করিবেন। এইহেতু তিনি ভেদ-নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ণকে হস্তগত করিবার জন্য তাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গিয়া উপদেশচ্ছলে কহিলেন, "হে রাধেয়! তুমি বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের নিকট সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ এবং অতি সূক্ষ্ম ধর্ম্মশাস্ত্রেও তোমার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে। তুমি তোমার জননী কুন্তীর কন্যকাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ, সুতরাং তুমি শাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুর কানীন পুত্র। পাণ্ডবগণ তোম্যর পিতৃকুলজাত এবং বৃষ্ণিগণ তোমার মাতৃকুলজাত ; তুমি এই উভয় কুল অবগত হইয়া আজি আমার সহিত আগমন কর। পাণ্ডবগণ তোমাকে কুন্তীর পুত্র ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলে, সাদরে তোমাকে রাজ্যার্পণ করিবেন। পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও চেদিগণ, বৈদিককর্ম্মপরায়ণ

পুরোহিত ধৌম্য ও আমি, আমরা সকলে তোমার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিব। তুমি অভিষিক্ত হইলে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমাকে ব্যজন করিবেন, মহাবল ভীমসেন তোমার মস্তকে বিশাল শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিবেন, ধনঞ্জয় তোমার রথ সঞ্চালন করিবেন এবং অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, পাঞ্চালগণ, মহারথ শিখণ্ডী ও আমি তোমার অনুবর্ত্তী হইব। তুমি নক্ষত্রগণপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্য শাসন কর ও কুন্তীর আনন্দ বর্দ্ধন কর। আজি মিত্রগণ আনন্দিত, শত্রুগণ ব্যথিত এবং পাণ্ডবগণের সহিত সৌভ্রাত্র সমুৎপন্ন হউক।"

কর্ণ কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তুমি সৌহৃদ্য, প্রণয়, সখ্য, বা হিতৈষণাবশতঃ যাহা কহিতেছ, আমি তাহা অবগত হইলাম এবং আমি যে ধর্ম্মানুসারে রাজা পাণ্ডুর পুত্র, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু কুন্তী আমাকে পরিত্যাগ করিলে, সারথি অধিরথ আমাকে দর্শন করিবামাত্র গৃহে আনয়ন করিয়া সৌহার্দ্দসহকারে রাধার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। রাধাই মাতার ন্যায় আমার মূত্রপুরীষ পরিষ্কার করিয়া স্তন্যদানে আমাকে লালন পালন করিয়াছেন। আর অধিরথও আমাকে পুত্র বলিয়া অবগত আছেন এবং আমিও সৌহার্দ্দ-বশতঃ তাঁহাকেই পিতা বলিয়া জানি। তিনি অপত্যস্নেহানুসারে শাস্ত্রানুগত বিধিদ্বারা আমার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। অতএব মাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহাদের পিণ্ডলোপ করিবে? অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশীকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে ইহার অন্যথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।

"আমি ধৃতরাষ্ট্রকুলে দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর অকণ্টকে রাজ্যভোগ ও সূতগণের সহিত বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি।

সূতজাতির সহিত আমার বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন আমাকে প্রাপ্ত হইয়াই উৎসাহসহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে আমিই সব্যসাচীর প্রতিযোদ্ধা বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছি। বধ, বন্ধন, ভয় বা লোভ-বশতঃ ধীমান্ দুর্য্যোধনের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিতে পারিব না। যদি আমি সব্যসাচীর সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ না করি, তবে আমার ও পার্থের অপকীর্ত্তি হইবে। পাণ্ডবগণ যখন তোমার বশীভূত হইয়া আছে, তখন তাহারা অবশ্যই জয়লাভ করিবে। জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হইবেন। হৃষিকেশ যাঁহার নেতা এবং মহারথ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি মহাবীরগণ যাঁহার যোদ্ধা, তাঁহারই পৃথিবী—তাঁহারই রাজ্য।

"আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সহস্র স্তম্ভোপরি সন্নিবেশিত প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছেন; তৎকালে তোমাদের সকলেরই শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত আসন লক্ষিত হইতেছে। পৃথিবী রুধিরে আবিল ও অস্ত্রশস্ত্রে সমাকীর্ণ হইয়াছে। যুধিষ্ঠির অস্থিরাশির উপর আরোহণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে সুবর্ণপাত্রে ঘৃতপায়স ভোজন ও মেদিনীমণ্ডল গ্রাস করিতেছেন। অতএব যুধিষ্ঠিরই তোমার প্রদত্ত এই বসুন্ধরা ভোগ করিবেন। পুনরায় দেখিলাম, ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্যগণমধ্যে অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত ও অন্যান্য পার্থিবগণ রক্তবর্ণ উষ্ণীষ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; আমি, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য, উষ্ট্রযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছি। অতএব আমরা সকলেই গাণ্ডীবাগ্নিতে প্রবেশ ও যমসদনে গমন করিব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমি

দুর্য্যোধনের বিপক্ষতাচরণ করিয়া অকৃতজ্ঞ জীবন রক্ষা করিতে বাসনা করি না। বরং এই সুযোগে প্রভুর উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত ভীষণ সমরাঙ্গনে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া চির-আনৃণ্য লাভ করিব।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে কর্ণ! পাণ্ডবগণ যে জয়লাভ করিবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যখন আমার বাক্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে। প্রাণি-গণের বিনাশকাল নিকটবর্ত্তী হইলে, ন্যায়বৎ প্রতীয়মান অন্যায় সকল তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না।"

কর্ণ কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! হয়, আমরা এই ক্ষত্রান্তকারী মহারণ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব; না হয়, স্বর্গে গমন করিয়া তোমার সহিত সমাগত হইব। সম্প্রতি আমরা সমরক্ষেত্রে পুনরায় তোমার সহিত মিলিত হইব।"

কর্ণ এই কথা কহিয়া কেশবকে গাঢ় আলিঙ্গন ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বাসুদেবও সারথিকে "চালাও, চালাও" বলিয়া সাত্যকি সমভিব্যাহারে অতি শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তিনি এইরূপ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ নিবারণে অকৃতকার্য্য হইয়া কুরুকুল হইতে পাণ্ডবসমীপে গমন করিলেন।

অনতিবিলম্বে মহামতি বিদুর কুন্তীর নিকট গমন করিয়া শোকাকুল-চিত্তে কহিতে লাগিলেন, "দেখ, কেশব যখন সন্ধিস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, তখন পাণ্ডবগণ অবশ্যই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; তাহা হইলেই কৌরবগণের দুর্নীতি-নিবন্ধন অসংখ্য বীরপুরুষ অকালে কালকবলে প্রবেশ করিবে। হে ভদ্রে! আমি এই চিন্তায় আকুল হইয়া দিবারাত্র নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছি।"

মনস্বিনী কুন্তী বিদুরের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"হায় অর্থে ধিক! ঐ অর্থের নিমিত্ত এই যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ ও সুহৃদ্বর্গের পরাভব হইবে। ধনহীনের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ, জ্ঞাতিক্ষয় করিয়া জয়লাভ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, যোধাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য ও কর্ণ দুর্য্যোধনের পক্ষ হইয়া আমার ভয় বর্দ্ধন করিতেছেন। কিন্তু আচার্য্য দ্রোণ স্বেচ্ছাক্রমে কখনই শিষ্যগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন না; ভীষ্মই বা কি বলিয়া পৌত্রগণের প্রতি সুহৃদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন? কেবল মোহানুবর্ত্তী বলবান্ দুরাত্মা কর্ণ, পাপ মতি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবগণের হিংসা করে বলিয়া, আমার মন সতত দগ্ধ হইতেছে। অতএব আজি আমি কর্ণের নিকট তাহার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি তাহার মন প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিব। কর্ণ আমার কানীন পুত্র; কি নিমিত্ত আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ না করিবে?"

মহানুভবা কুন্তী এইরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া ভাগীরথীর তীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বীয় আত্মজ সত্যপরায়ণ মহাতেজাঃ কর্ণ পূর্ব্বমুখে উর্দ্ধবাহু হইয়া বেদ পাঠ করিতেছেন। পাণ্ডুপত্নী পৃথা আতপতাপে নিতান্ত তাপিত হইয়াছিলেন; এই জন্য কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে উত্তরীয়-চ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জপাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহানুভব কর্ণ অপরাহ্ন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে জপ করিয়া পরিশেষে পশ্চিমাভিমুখ হইবামাত্র কুন্তীকে অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—"ভদ্রে! রাধাগর্ভসম্ভূত এবং অধিরথের ঔরসজাত কর্ণ আপনাকে

অভিবাদন করিতেছে; আপনি কি নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?"

কুন্তী কহিলেন, "বৎস! তুমি কুন্তীনন্দন, রাধাগর্ভসম্ভূত নও; অধিরথও তোমার পিতা নন; সূতকুলে তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্দ না করিয়া এক্ষণে দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য্য? মহাত্মারা পিতা ও মাতাকে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যে সম্পত্তি আহরণ করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি দুরাত্মগণ ছলপূর্ব্বক তাহা অপহরণ করিয়াছে, এক্ষণে তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট হইতে উহা গ্রহণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আজ কৌরবেরা কর্ণার্জ্জুন-সমাগম অবলোকন করুক। দুরাত্মারা তোমাদিগের সৌভাগ্য দর্শন করিয়া অবনত হউক। অর্জ্জুন ও তুমি কৃষ্ণ ও বলদেবের সদৃশ; তোমরা একত্র হইলে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে না পার? তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অগ্রজ ও পৃথাসুত; অতএব তোমার সূতপুত্রসংজ্ঞা তিরোহিত হওয়াই উচিত।

কুন্তীর বাক্যাবসান হইলে, ভগবান্ ভাস্কর গগন হইতে কর্ণকে কহিলেন, "বৎস কর্ণ! কুন্তী সত্য কথা কহিয়াছেন। তুমি স্বীয় মাতার বাক্য প্রতিপালন কর; তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।"

সত্যপরায়ণ কর্ণ স্বীয় মাতা কুন্তী ও পিতা দিবাকরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি কুন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারি না, আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমার

ধর্ম্মহানি হইবে। আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিতচেষ্টা না করিয়া, এক্ষণে স্বকীয় হিতবাসনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। দেখুন কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি ভীত ও ব্যথিত না হয়? অতএব, আজি যদি আমি পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে সকলেই আমাকে ভীত জ্ঞান করিবে। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ আমাকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যপ্রদান ও যথোচিত সৎকার-করিয়া আসিতেছেন; তাঁহারা আমার বাহুবলে নির্ভর করিয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করিবার প্রত্যাশা করেন; আমি কিরূপে তাঁহাদের সেই আশালতা ছিন্ন করিব? যাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; এই সময়ে আমিও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিব। যাহারা স্বামীর নিকটে সফলকাম হইয়া, তাঁহার কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করে, সেই সকল ভর্তৃপিণ্ডাপহারী পাতকিগণের ইহলোকে বা পরলোকে সদ্গতিলাভ হয় না। অতএব আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের হিতার্থে স্বীয় সাধ্যানুসারে আপনার পুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া সৎপুরুষোচিত অনৃশংস কার্য্যানুষ্ঠান করিব; আপনার বচনানুরূপ কার্য্য অর্থকর হইলেও কদাচ তাহাতে সম্মত হইব না। তবে আপনার অনুরোধে আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব, আপনার এই চারি পুত্রকে সংহার করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম হইবে। অতএব হয়, অর্জ্জুনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া স্বামীর উপকার করিব, না হয়, তাঁহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট যশোভাজন হইব। হে পুত্রবৎসলে!

আপনার পঞ্চপুত্র কদাপি বিনষ্ট হইবে না; কারণ অর্জ্জুন আমার হস্তে নিহত হইলে, আমি জীবিত থাকিব; অথবা আমি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইলে, অর্জ্জুন জীবিত থাকিবে। এইরূপে আপনি চিরকাল পঞ্চপুত্রের মাতা হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবেন।"

যশস্বিনী কুন্তী অতিধীর মহাবীর কর্ণের বাক্যশ্রবণে দুঃখে কম্পিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "বৎস! তুমি যেরূপ কহিলে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, কৌরবগণ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। কি করি, দৈবই বলবান্। কিন্তু তুমি যে অর্জ্জুন ভিন্ন যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে অভয় প্রদান করিলে, ইহা যেন তোমার মনে থাকে।" কুন্তী ও কর্ণ এইরূপ কথোপকথন করিয়া পরস্পর অনাময় ও স্বস্তিবাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

আমরা ক্রমান্বয়ে মহাবীর কর্ণের অবিচলিত সহিষ্ণুতা, অলৌকিক দানশীলতা ও অসাধারণ কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছি; কিন্তু নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিলে, ঐ সকল মহৎগুণ সত্ত্বেও তাঁহার চরিত্র আদর্শ-স্থানীয় হইতে পারে না। তিনি অবিশ্রান্ত গুরুশুশ্রূষা, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাগুণে গুরু পরশুরামকে মুগ্ধ করিলেও, মিথ্যাকথনদোষে তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; অদ্ভুত দানশীলতাপ্রদর্শনে দেবরাজকে চমৎকৃত করিলেও, পিতা সূর্য্যদেবের হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনের প্রতি অসামান্য কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিলেও, প্রিয় সুহৃদ্ বাসুদেব এবং জননী কুন্তীর উপদেশবাক্য অমান্য করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও সুহৃদ্গণের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হন, তিনি কখনই শ্রেয়োলাভ করিতে পারেন না। যশস্বী কর্ণেরও তাহাই ঘটিয়াছিল।

মহাভারতীয় নীতিকথার

পরিশিষ্ট।

(পাঠকপাঠিকাগণের পাঠে সৌকর্য্যসাধনার্থ পুস্তকোল্লিখিত দুরূহ শব্দাবলীর ও বাক্যাংশের শব্দগত অর্থ এবং প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ও উপাখ্যানাদি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এই পরিশিষ্টে বর্ণমালাক্রমে সন্নিবেশিত হইল।

অ

৮ পৃষ্ঠা অগস্ত্যশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হন—

চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষ তপোবলে দেবগণকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করেন। মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তিনি ঋষিগণ দ্বারা স্বীয় শিবিকা বহন করাইতেন। একদা যানারোহণে গমনকালে অগস্ত্যমুনির গাত্রে তাঁহার পাদস্পর্শ হয়। মুনিবর অবমানিত হইয়া সক্রোধে রাজাকে শাপ দিলেন, "তুমি মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইয়া সর্পযোনি প্রাপ্ত হও।" রাজা স্বীয় কর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গচ্যুত হইয়া অজগরত্ব প্রাপ্ত হন। মহাভারতের বনপর্ব্বস্থ আজগর পর্ব্বাধ্যায়ে এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে।

১৪০ পৃঃ অগ্নিহোত্র—সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোমক্রিয়া—(এস্থলে) যজ্ঞীয় হোমের ঘৃত প্রস্তুত করণের ও অগ্নি উৎপাদনের দ্রব্য বিশেষ।

৫৯ পৃঃ অঙ্গদ—কেয়ূর ; "তাড়" বা 'বাজু'।

১১৮পৃঃ অতন্দ্রিতচিত্তে—আলস্য পরিহারপূর্ব্বক।

তন্দ্রা (নিদ্রা, আলস্য) হইয়াছে যাহার সে তন্দ্রিত ; ন তন্দ্রিত = অতন্দ্রিত। অতন্দ্রিত হইয়াছে চিত্ত যাহাতে, অতন্দ্রিতচিত্তে।

১৮৭ পৃঃ অতসীকুসুম—"তিসি" গাছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প।

১৮৪ পৃঃ অতি উপাদেয় ও সারগর্ভ আশ্বাসবাক্য—

কুন্তী পুত্রগণের দুর্দ্দশা ও অদর্শনজনিত দুঃখে অভিভূতা হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিম্নোক্তরূপ বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, "পাণ্ডবগণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম ও রৌদ্রকে পরাজিত করিয়া বীরোচিত কর্ম্মে নিরত হইয়াছেন। তাঁহারা তুচ্ছ ইন্দ্রিয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বীরোপযুক্ত সুখসম্ভোগে সন্তুষ্ট আছেন। সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হন না। বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ, না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখসম্ভোগ করিয়া থাকে। আর ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্তাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর। 'রাজ্যলাভ বা বনবাস'—সুখের নিদান। আপনি অচিরাৎ দেখিবেন তাঁহারা শত্রু বিনাশ করিয়া ভুবনের আধিপত্য ও অতুল সুখসম্পত্তির অধিকারী হইবেন।

৩ পৃঃ অনুক্রমণিকা—গ্রন্থাদির মুখবন্ধ; ভূমিকা।

১৪৩ পৃঃ অপ্রমৃষ্ট—(অ + প্র—মৃষ ধাতু + ক্ত) অসিক্ত; অঘৃষ্ট।

১৪০ পৃঃ অরণীসনাথমন্থদণ্ড—অরণী—ঘর্ষণদ্বারা অগ্নিজনক কাষ্ঠ; সনাথ—সহিত; মন্থদণ্ড—"ঘোলমৌনি" বা ঘোল তৈয়ারের কাটী।

২৬পৃঃ অলর্ক—ক্ষিপ্ত কুকুর।

৩৬ পৃঃ অস্থিরলক্ষ্যপাত—উড্ডীয়মান বা ধাবমান প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রক্ষেপণ।

আ

১৪৭ পৃঃ আনৃশংস্য—অহিংসা; দয়া।

১০১ পৃঃ আয়সী=লৌহময়ী (অয়স্ + ঞ + স্ত্রীং ঈপ্)।

২৫ পৃঃ আরুণি—আয়োদধৌম্য ঋষির শিষ্য। গুরুর আদেশক্রমে ইনি একদা ক্ষেত্রের আলিবন্ধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বহু আয়াস সত্ত্বেও আলিনির্ম্মাণে বিফলপ্রযত্ন হইয়া জলনির্গমনিবারণার্থে অগত্যা তথায় শয়ন করেন। অনন্তর উপাধ্যায় আলিনির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ সশিষ্য

সমীপে সমাগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আরুণিকে আহ্বান করিলেন। শ্রবণমাত্র আরুণি ক্ষেত্র হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঋষিবর তৎশ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদবধি আরুণি "উদ্দালক" নামে অভিহিত হইলেন।

২২৯ পৃঃ আশ্বাসপ্রদ দৈববাণী—অর্জ্জুন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র গভীর নির্ঘোষে দৈববাণী হইল, "হে পৃথে, তোমার এই পুত্র শিবসম পরাক্রান্ত ও ইন্দ্রবৎ অজেয় হইয়া স্বীয় যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিবেন। ইনি স্বীয় ভুজবলে কুরু, সোম, চেদি, কাশি, করূষ, প্রভৃতি নানা জনপদ বশীভূত করিয়া স্বকুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন। ইহার বাহুবলপ্রভাবে ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডববনে সর্ব্বভূতের মেদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। এই মহাবীর অন্যান্য মহীপালগণকে পরাজিত করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞত্রয় সম্পন্ন করিবেন। ইনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও বসুধার ন্যায় ক্ষমাশীল হইয়া অক্ষয় যশের অধিকারী হইবেন। ইনি দেবরাজের আজ্ঞানুসারে দেববৈরী নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বিনাশ করিবেন এবং দিব্যাস্ত্রনিচয় সংগ্রহ করিয়া নষ্ট রাজ্যের উদ্ধারসাধন করিবেন।"

ই

১৫৪ পৃঃ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়।

১৫২ পৃঃ ইন্ধন—জ্বালানিকাষ্ঠ।

উ

২৫ পৃঃ উপমন্যু—আয়োদধৌম্য ঋষির অন্যতম শিষ্য।

ঋষি ইহাকে স্বীয় গাভীগুলির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন। একদা গুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৎস উপমন্যু, তুমি আমার আশ্রমে

যথেষ্ট ভোজন করিতে পাও না, তথাপি তোমাকে হৃষ্টপুষ্ট দেখি, ইহার কারণ কি?" উপমন্যু কহিলেন, "ভগবন্, আমি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া থাকি।" উপাধ্যায় কহিলেন "অদ্য হইতে ভিক্ষার দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে, তৎসমুদয় আমার নিকট আনিয়া দিবে।" উপমন্যু তাহাই করিতে স্বীকার করিলেন। তখন উপমন্যু প্রথম বারের ভিক্ষা গুরুর হস্তে অর্পণ করিয়া দ্বিতীয় বারের ভিক্ষায় ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। গুরু জ্ঞাত হইয়া ঐ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। অগত্যা উপমন্যু গোদুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু গুরুর আদেশে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধপায়ী বৎসগণের মুখনিঃসৃত ফেন পান করিয়া ক্ষুধার শান্তি করিতেন। গুরুও, ছাত্রের গুরুভক্তি, সংযম ও চরিত্রবল পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে দুগ্ধফেন পান করিতে বারণ করিলেন। তৎপরে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া উপমন্যু প্রত্যহ অর্কপত্র ভক্ষণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার ক্রমশঃ দৃষ্টিহানি হইল। দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ায় একদিন বনমধ্যে ভ্রমণকালে এক কূপে নিপতিত হইলেন। এদিকে সায়ংকালে উপমন্যুকে আশ্রমে প্রত্যাগত না দেখিয়া উপাধ্যায় চিন্তিতমনে তদন্বেষণে বহির্গত হইয়া কূপমধ্যে পতিত শিষ্যকে দেখিতে পাইলেন। শিষ্যকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। গুরুর প্রসাদে শীঘ্রই শিষ্যের চক্ষুদোষ দূরীভূত হইল। উপমন্যুর অসামান্য গুরুভক্তির নিদর্শন পাইয়া ঋষিবর সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার সংযম ও চরিত্রবল দর্শনে আমি মুগ্ধ হইয়াছি; আমার বরে তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবে।"

এ

১২৪ পৃঃ এণ—মৃগবিশেষ (স্ত্রী-এণী বা এণিকা)

ঋ

১২৪ পৃঃ ঋক্ষ—ভল্লুকবিশেষ।

ক

১২৯ পৃঃ কঙ্ক—কাঁকপক্ষী ; "হাড়গেলা" পাখী।

১৮৯ পৃঃ কন্যাপ্রদানাভিলাষী মাতলির ইত্যাদি—

ইন্দ্রসারথি মাতলির কুলে গুণকেশী নামে এক অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্না কন্যা জন্মিয়াছিলেন। কন্যা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য ও ঋষিগণের মধ্যে উপযুক্ত পাত্র না পাওয়ায়, মাতলি বরান্বেষণে নাগলোকে গমন করিলেন। পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নারদ মাতলির অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে পাতালপুরে লইয়া গেলেন। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে অমরাবতীতুল্য ভোগবতী নগরে নাগগণকে দেখিতে পাইলেন। মাতলি তন্মধ্যে সুমুখনামা এক দিব্যকান্তি নাগরাজকে গুণকেশীর উপযুক্ত পাত্ররূপে মনোনীত করিলেন। তৎপরে সুমুখের পিতামহ আর্য্যক, নারদমুখে মাতলির পরিচয় ও মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; কিন্তু সুমুখের পিতাকে পক্ষিরাজ গরুড় যেরূপে সংহার করিয়াছেন, সেইরূপে সুমুখকে বিনাশ করিবার আশঙ্কায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন মাতলি আর্য্যককে কহিলেন, "নাগরাজ ; আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি আপনার পৌত্রকে জামাতৃ-ভাবে বরণ করিলাম। ইহাকে দেবরাজের নিকট লইয়া গিয়া বিশেষ উপায় দ্বারা ইহাকে আয়ুপ্রদান করিব। অনন্তর আর্য্যকের সম্মতিক্রমে মাতলি সুমুখসহ সুররাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ মাতলির অনুরোধে সুমুখকে পরমায়ু প্রদান করিলেন। সুমুখ বরলাভে প্রসন্ন হইয়া মাতলিকন্যার পাণি-গ্রহণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

১৪০ পৃঃ কর্ণি—শরবিশেষ।

১২৯ পৃঃ কাকোল—দ্রোণকাক বা শূকর।

কানীনপুত্র—কন্যা (অনূঢ়া) + অপত্যার্থ অন্‌ = কানীন, অবিবাহিতা কন্যার পুত্র ; যথা—ব্যাস, কর্ণ ইত্যাদি। পুত্র—পুৎ + ত্রৈ (ত্রাণ করা) + ড

"পুন্নাম্নো নরকাদ্‌ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি খ্যাতঃ।"

১৮৫ পৃঃ কিঙ্কিনীজালজড়িত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার মালাযুক্ত।

৬৭ পৃঃ কিতবাভিনন্দিত—বঞ্চকাভিনন্দিত। কিতব বা শঠজন কর্ত্তৃক অনুমোদিত বা প্রশংসিত (তৃতীয়া তৎপুরুষ)

৬৮ পৃঃ কুণ্ডী—কলসী।

২১ পৃঃ কুম্ভীরহস্ত হইতে গুরু দ্রোণের উদ্ধারসাধন—একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভাগীরথীর সলিলে অবগাহন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে এক বিপুলকায় কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার জঙ্ঘাদেশ আক্রমণ করিল। তিনি অবলীলাক্রমে কুম্ভীরহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া শিষ্যগণকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আপন বিপদের কথা জানাইলেন। তৎশ্রবণে রাজকুমার-বৃন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন অবিলম্বে পাঁচটি তীক্ষ্ণধার শরদ্বারা কুম্ভীরকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুন এইরূপে গুরুর ইচ্ছানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিলে, দ্রোণ শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিলেন।

১১০ পৃঃ কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্নিদত্ত ইত্যাদি—কৃষ্ণার্জ্জুন অগ্নিদেবের প্রার্থনানুসারে খাণ্ডববনদহনে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, অনলদেব অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় এবং কৃষ্ণকে সুদর্শনচক্র ও কৌমোদকীনাম্নী গদা উপহারস্বরূপ প্রদান করেন।

১১৮ পৃঃ কেয়ূর—বাহুভূষণ বিশেষ।

১৮৫ পৃঃ কৌস্তুভ—বিষ্ণুর বক্ষঃস্থ মণি। কু (পৃথিবী) স্তুন্‌ভ (ব্যাপ্তকরা) +ক = কুস্তুভ (বিষ্ণু) ; কুস্তুভ + ষ্ণ = কৌস্তুভ।

২০৩ পৃঃ ক্রূরকর্ম্ম বিগ্রহ—ক্রূরকার্য্য যুদ্ধ।

৮০ পৃঃ হে ক্ষত্তঃ (ক্ষদ্‌ধাতু+তৃণ)=বৈশ্যা বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ও শূদ্রের ঔরসে জাত ব্যক্তিকে ক্ষত্তা কহে ; দাসীপুত্র ; বিদুর।

১৩০ পৃঃ ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল—ক্ষত্রিয় কুলের অধম।

গ

৫৫ পৃঃ গন্ধর্ব্বজ অশ্ব—পুরাকালে দধিচি মুনির অস্থিতে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা বৃত্রাসুর-শিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া শতধা চূর্ণ হইয়া যায়।

অনন্তর দেবগণ ঐ সকল বজ্রভাগের উপাসনা করিলে বজ্রখণ্ডের অংশে গন্ধর্ব্বজ অশ্বগণ জন্মগ্রহণ করে। উহারা অজর, অমর ও অবধ্য। উহাদের গাত্রবর্ণ অতি মনোরম এবং গতিবেগ অতি ক্ষিপ্র।

১২৪ পৃঃ গবয়—গলকম্বলশূন্য গোসদৃশ পশু।

১৮৯ পৃঃ গরুড়ের দর্পচূর্ণ—(মাতলির বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য) পক্ষিরাজ গরুড় যখন শ্রবণ করিলেন যে ইন্দ্র, তাঁহার ভক্ষ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট নাগরাজ সুমুখের আয়ুপ্রদান করিয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ইন্দ্রকে ভৎসনা ও স্বীয় প্রভু বিষ্ণুর অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার গর্ব্বিত বাক্যশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার স্কন্ধে স্বীয় দক্ষিণ বাহু স্থাপন করিবামাত্র পক্ষিরাজ সেই দুর্ব্বহ গুরু-ভারে অত্যন্ত কাতর হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর গরুড় ব্যাকুলকণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া স্তবের দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে, ভগবান্ গরুড়কে মুক্তিদান করিয়া কহিলেন, "বিহগরাজ, আর কদাচ এরূপ কর্ম্ম করিও না।" এই বলিয়া সুমুখকে আনয়নপূর্ব্বক পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহাকে গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি গরুড় অহিকুলের সহিত সখ্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া একত্র বাস করিতে লাগিলেন।

১৯০ পৃঃ গালব নির্ব্বন্ধাতিশয়-নিবন্ধন—মহর্ষি গালব বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। বিশ্বামিত্র শিষ্যের গুরুভক্তি ও শুশ্রূষায় নিতান্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমনে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু গালব গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, "আজ্ঞা করুন, কি দক্ষিণা আহরণ করিব।" বিশ্বামিত্র শিষ্যকে দক্ষিণা সংগ্রহ করিতে নিষেধ করিলেও, গালব পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন মুনিবর ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "যদি তুমি নিতান্তই দক্ষিণা প্রদান করিবে, তাহা হইলে আমাকে শশধরের ন্যায় শুক্লবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্ব প্রদান কর।" গুরুর আজ্ঞা শ্রবণে নিরুপায় হইয়া গালব চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে তাঁহার প্রিয় সখা গরুড় তথায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর উভয়ে মিলিয়া নানা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বহুক্লেশে বিশ্বামিত্রের আজ্ঞানুরূপ শ্বেতাশ্ব সংগ্রহ করিয়া গুরুকে দক্ষিণাদানে পরিতৃপ্ত করিলেন।

৫৪ পৃঃ গুরুদত্ত আগ্নেয়াস্ত্র—অর্জ্জুন কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে গুরু দ্রোণকে বিমুক্ত করিলে, আচার্য্য শিষ্যের প্রতি প্রীত হইয়া এই অস্ত্র প্রদান করেন। প্রদানকালে তিনি অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ দেন "বৎস। আমি প্রয়োগ ও সংহার সহিত 'ব্রহ্মশিরা' নামক এই অমোঘ অস্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর; কিন্তু স্বল্পবীর্য্য মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র কদাচ প্রয়োগ করিও না। যদি কোন অমানুষ শত্রু সহসা তোমাকে আক্রমণ করে, তৎকালে তুমি এই অস্ত্র প্রয়াগ করিবে।"

৯৬ পৃঃ গোবৎসদিগের অঙ্কপ্রদান—

পুরাকালে রাজকুমারগণ রাজপুরুষগণের সহিত প্রজাবর্গে পরিবৃত হইয়া মহাড়ম্বরে প্রতিবৎসর গোধন পরিদর্শনে গমন করিতেন। অতঃপর কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাজপুরুষগণ প্রত্যেক গোবৎসের গাত্র চিহ্নিত করিয়া দিতেন। এই চিহ্ন-অঙ্কনকেই অঙ্কপ্রদান কহে।

চ

৫৯ পৃঃ চক্রবান্—অলঙ্কার বিশেষ।

৫৫ পৃঃ চাক্ষুষীবিদ্যা—ত্রিলোকমধ্যে যে বস্তু দেখিতে অভিলাষ হয়, তাহা এই বিদ্যাপ্রভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। গন্ধর্ব্বগণ এই বিদ্যাবলে মনুষ্যগণ হইতে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন এবং দেবগণের ন্যায় গগনমার্গে সঞ্চরণ প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার সমুদয় সম্পাদন করিতে পারেন।

জ

৩৫ পৃঃ জলধরোপরোধশূন্য গগনে—মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশে।

১৭২ পৃঃ জিষ্ণু (জি+স্নুক=জয়শালী) অর্জ্জুন, ইন্দ্র, বিষ্ণু ও সূর্য্যকে বুঝায়;—এস্থলে অর্জ্জুন। অর্জ্জুন নিজেই বলিয়াছেন, আমি ত্রিলোকে দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দমনীয়, এইহেতু আমি সর্ব্বত্র 'জিষ্ণু' নামে বিখ্যাত।

ত

৫৫ পৃঃ তপতীর উপাখ্যান—সূর্য্যকন্যা তপতী অনুপম-রূপলাবণ্যবতী রমণী

ছিলেন। কুলগুরু বশিষ্ঠের ঐকান্তিক অনুরোধে ও উপযুক্তপাত্রবোধে সূর্য্যদেব মহারাজ সম্বরণের হস্তে স্বীয় কন্যাকে সমর্পণ করেন। অচিরাৎ সম্বরণের ঔরসে এবং তপতীর গর্ভে কুরুরাজের জন্ম হয়। এই হেতু পাণ্ডবগণের প্রচ্ছন্নবাসকালে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণ কথাচ্ছলে অর্জ্জুনকে 'তাপত্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

১২৩ পৃঃ ত্রিগর্ত্ত—লাহোরের অন্তর্গত জালন্ধর প্রদেশ।

দ

১৮৯ পৃঃ দম্ভোদ্ভবের বৃত্তান্ত—পূর্ব্বকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক সম্রাট্ এই অখণ্ড ভূমণ্ডল অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "আমার সমকক্ষ কোন যোদ্ধা আছে কি?" উদারস্বভাব ব্রাহ্মণগণের বারংবার নিষেধসত্ত্বেও, তিনি প্রত্যহ তাঁহাদিগকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদা ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে কহিলেন, "নর ও নারায়ণ নামে যে দুই মহাপুরুষ গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপোমগ্ন আছেন, আপনি যুদ্ধে কদাপি তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না।" তৎশ্রবণে রাজা দম্ভোদ্ভব গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক সেই মহাত্মদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ঋষিদ্বয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, দম্ভোদ্ভব মদোন্মত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে সমরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ নর একমুষ্টি ইষিকা গ্রহণপূর্ব্বক নানা অস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া দম্ভোদ্ভবকে সসৈন্যে পরাস্ত করিলেন। অস্ত্রমায়ায় মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া রাজার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। তিনি তাপসদ্বয়ের চরণে প্রণত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে, এই মহর্ষিদ্বয় সুরকার্য্য সাধনার্থ দ্বাপরযুগে কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৬০ দশব্যাম-পরিমিত—পার্শ্বভাগে সম্পূর্ণ বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের পরিমাণকে 'ব্যাম' কহে।

১৮৩ পৃঃ দাশার্হবীর—দশার্হদেশীয় বীর।

১৬৫ দীনার—বত্রিশরতি-পরিমিত কাঞ্চনমুদ্রা।

১৮৫ দৌত্যকার্য্যের সদুদ্দেশ্য—কুরুপাণ্ডবগণের ঘোর ভ্রাতৃবিরোধজনিত যুদ্ধ অনিবার্য্য জানিয়াও উভয়পক্ষের ও জনসাধারণের হিতসাধনেচ্ছায় প্রণোদিত

হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনোদ্দেশে দূতবেশে কুরুসভায় গমন করেন, সুতরাং তাঁহার দৌত্যকার্য্যের উদ্দেশ্য সৎ ও মহৎ সন্দেহ নাই। "শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারেও দৌত্যকার্য্যের সদুদ্দেশ্যের আভাস আছে।

৫৩ দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মমূলক একটী উপাখ্যান—কোনও তপোবনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না এক তাপসকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী দুরদৃষ্টবশতঃ অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই হেতু নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানদ্বারা ভগবান্ মহাদেবকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলেন। মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া বরদানে অভিলাষী হইলে, ঋষিকন্যা ঈপ্সিত পতিলাভের জন্য বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাদেব কহিলেন, "ঋষিকন্যে! আমার বরে তোমার পঞ্চপতি লাভ হইবে।" তাপসদুহিতা পুনরায় কহিলেন, "ভগবন্! আমি আপনার নিকট সর্ব্বগুণান্বিত একমাত্র পতিলাভের বাসনা করি।" তদুত্তরে মহাদেব কহিলেন, "হে কন্যে! তুমি 'পতি প্রদান করুন' বলিয়া পাঁচবার প্রার্থনা করিয়াছ, এইহেতু তুমি পরজন্মে পঞ্চস্বামী লাভ করিবে।"

ন

১৪০ নালীক—আগ্নেয়াস্ত্র। নারাচ—লৌহনির্ম্মিত সুতীক্ষ্ণ শর বিশেষ।

৯৩ নিবাতকবচ নামক দুর্দ্ধর্ষ দৈত্যগণ—অর্জ্জুন অমরালয়ে দেবরাজের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া দিব্যাস্ত্র সমুদায় লাভ করিলে, ইন্দ্র কহিলেন, "বৎস! তুমি, দেবশত্রু নিবাতকবচ নামক দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণকে নিহত করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।" ইন্দ্রের আদেশে অর্জ্জুন ইন্দ্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্রপ্রভাবে সেই দুর্জ্জয় দানবগণকে ভীষণ সংগ্রামে সংহার করিয়া দেবগণের প্রিয়কার্য্য সংসাধন করিয়াছিলেন। এই দৈত্যগণ সংখ্যায় তিন কোটি ছিল এবং সাগরগর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিত। ভগবান্ ব্রহ্মার বরে ইহারা দেবগণের অবধ্য ছিল।

২১ পৃঃ নিশাকালে ধনুর্ব্বেদ-অনুশীলন—একদা অর্জ্জুন রাত্রিকালে ভোজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ বায়ুবেগে দীপশিখা নির্ব্বাণ হইল, তথাপি অভ্যাসবশতঃ তাঁহার হস্ত মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে

করিলেন, "যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই স্বাভাবিক হইয়া উঠে।" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাত্রিকালে ধনুর্ব্বেদ-অনুশীলনার্থ শরাসনে জ্যা-রোপণ করিয়া বারংবার টঙ্কার দিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের জ্যা-নির্ঘোষ শ্রবণে দ্রোণ বিস্মিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন এবং শিষ্যের অভিনিবেশ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি সত্য কহিতেছি, এই ধরাধামে যাহাতে তুমি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইতে পার, আমি প্রাণপণে তাহার বিধান করিব।"

১১৮ নিষ্ক—কণ্ঠভূষণ।

১৪০ ন্যগ্রোধ—বট বা শমীবৃক্ষ।

১২৪ ন্যঙ্কু—বহুশৃঙ্গবিশিষ্ট মৃগবিশেষ।

প

১৫৪ পঞ্চযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি ও অতিথিপূজা।

১৩৪ পাকশাসন—পাকাসুর-শত্রু ইন্দ্র।

১১১ পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে ইত্যাদি—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞারম্ভকালে দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও ভীমসেনের সহিত মগধরাজ্যে স্নাতকবেশে গমন করেন এবং রাজপ্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক জরাসন্ধ-সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর জরাসন্ধের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ আপনার ও পাণ্ডুতনয়-দ্বয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "আপনি কারারুদ্ধ নির্জ্জিত রাজগণকে মুক্তিদান করুন, অন্যথা আমাদের মধ্য হইতে এক জনকে মল্লযুদ্ধার্থ নির্ব্বাচন করুন।" বুদ্ধিভ্রষ্ট জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ কামনা করিলেন। তদনুসারে ভীমসেন তাঁহার সহিত ত্রয়োদশ দিবস ঘোরতর মল্লযুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে জরাসন্ধের দেহ শূন্যে বিঘূর্ণিত করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। মগধরাজ সশব্দে ভূপতিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন।

৪৫ পৃঃ পাপাত্মা পুরোচননির্ম্মিত জতুগৃহ—

"জতুগৃহ"—লাক্ষাদি সহজদাহ্য বস্তুসংযোগে নির্ম্মিত ঘর।

দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে অগ্নিদাহে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে পুরোচননামা মন্ত্রীর সাহায্যে বারণাবত নগরে একটী জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া কৌশলে কুন্তীসহ পঞ্চ

পাণ্ডবকে তথায় প্রেরণ করেন। বিদুর ইতিপূর্ব্বে দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধির বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। তিনি তথায় গোপনে এক খনককে প্রেরণ করেন। সে ঐ গৃহমধ্য হইতে বহির্গমনের উপযোগী এক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পাণ্ডবগণের পলায়নের পথ করিয়া আইসে। একদা গভীর রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া ভীমসেন স্বয়ং সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করতঃ মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত সুরঙ্গপথে পলায়ন করেন। ক্রূরকর্ম্মা পুরোচন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

১৪৪ পারিপাত্র—বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিম মালব দেশের সীমাপর্ব্বত।

৮৫ পিঙ্গল—নীল ও পীত মিশ্রিত বর্ণ; "তামাটে রং"।

৯৭ পুন্নাগ—নাগকেশর বৃক্ষ।

১৫ পূর্ব্ব নিয়মানুসারে—গঙ্গাদেবী রাজা শান্তনুকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে এই নিয়মে আবদ্ধ করেন যে, তিনি যখন যাহা করিবেন, রাজা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; যদি তিনি তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মান অথবা তন্নিমিত্ত বিরক্ত হইয়া অপ্রিয় কথা বলেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন।

ব

১২৩ বরারোহে—যে স্ত্রীর নিতম্বদেশ অতি সুগঠিত অথচ মাংসল, তাহাকে 'বরারোহা' বলে।

১৫ বশিষ্ঠ-শাপগ্রস্ত বসুদিগের উদ্ধারার্থ—একদা বসুদেবতারা সস্ত্রীক বনবিহারার্থ বশিষ্ঠের তপোবনে গমন করেন। তন্মধ্যে দ্যু নামক বসু স্বীয় স্ত্রীর উত্তেজনায় অপর বসুগণের সহযোগে বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীকে অপহরণ করেন। মহর্ষি জ্ঞান-যোগে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বসুগণকে শাপ দান করেন, "আমার ধেনু অপহরণ করার শাস্তিস্বরূপ তোমাদিগের মনুষ্যত্ব ঘটিবে।" বসুগণ অনেক স্তবস্তুতি করি-লেন, কিন্তু মুনিবরের বাক্য ব্যর্থ হইবার নয়। তিনি এইমাত্র কহিলেন, "প্রতি সম্বৎসর তোমরা একে একে শাপমুক্ত হইবে, কিন্তু দ্যু স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফলভোগস্বরূপ যাবজ্জীবন মনুষ্যলোকে কালযাপন করিবে; কিন্তু তিনি পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ ও পিতৃহিতৈষী হইয়া দারপরিগ্রহ প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখসম্ভোগে

পরাঙ্মুখ হইবেন।" ইহা শুনিয়া বসুগণ গঙ্গাদেবীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে আপনাপন দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আপনি আমাদিগকে গর্ভে ধারণ করুন, কিন্তু আমরা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আমাদিগকে সলিলে নিক্ষেপ করিবেন।" গঙ্গাদেবী ইহাতে সম্মত হইলেন।

৫৫ বশিষ্ঠের উপাখ্যান—বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র। দুর্জ্জয় কামক্রোধাদি রিপুগণ, তাঁহার বশীভূত ছিল। ইনি ক্ষমাগুণের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। বিশ্বামিত্র ইঁহার শতপুত্রবিনাশের কারণস্বরূপ হইলেও, ইনি ক্ষমতাস্বত্ত্বেও বিশ্বামিত্রের কোন অনিষ্টসাধন করেন নাই।

২১ বারুণাস্ত্র দ্বারা ক্ষুদ্রমুখ-কমণ্ডলু-পরিপূরণ—দ্রোণ রাজকুমারগণের পরীক্ষাচ্ছলে তাহাদিগের প্রত্যেককে একটি শাণিত বাণ ও একটি কমণ্ডলু প্রদান করিলেন; কিন্তু নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে একটি বিস্তীর্ণমুখ কলসী দিলেন। কমণ্ডলুর মুখ ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহা জলপূর্ণ করা বিলম্বসাধ্য। রাজপুত্রগণ কমণ্ডলু জলপূর্ণ করিয়া আনিতে বিলম্ব করিতেন, কিন্তু অশ্বত্থামা এই অবসরে পিতার নিকট বিশেষ বিশেষ অস্ত্র সমুদয়ের প্রয়োগাদি শিক্ষা করিয়া লইতেন। একদা অর্জ্জুন দ্রোণের এই চতুরতা বুঝিতে পারিয়া বারুণাস্ত্র দ্বারা কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া অশ্বত্থামার সহিত সমকালে গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দ্রোণ অর্জ্জুনের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৩৮ পৃঃ বাহ্বাস্ফোট শব্দ—বাহুতে হাত চাপড়াইয়া 'তালঠোকার' মত করা শব্দ। বীরগণ বাহুযুদ্ধের পূর্ব্বে এইরূপ করেন।

১৫৫ বিদুর আমার অংশজ, তুমি আমার আত্মজ—মাণ্ডব্য ঋষি রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া শূলে আরোপিত হইয়াছিলেন। তপোনিষ্ঠ ঋষি শূলবিদ্ধ ও আহারবিহীন হইয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করেন। পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে, তিনি নিজের দুর্দ্দশার কারণ অনুসন্ধানার্থ যমসদনে গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ধর্ম্ম! আমি কোন্ পাতকের ফলভোগ করিতেছি?" ধর্ম্ম কহিলেন, "তপোধন! আপনি বাল্যকালে পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।" অণীমাণ্ডব্য কহিলেন "ধর্ম্ম! তুমি আমার লঘুপাপে গুরুদণ্ড করিয়াছ, এইজন্য তোমাকে মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।" ধর্ম্ম-

রাজ স্বীয় অপরাধে মহাত্মা অণীমাণ্ডব্য কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান্ ধর্ম্মের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজা পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন।

২০৪ বিদুলা-সঞ্জয়-সংবাদ — বিদুলা শাশ্বতবংশীয়া জনৈক বীরাঙ্গনা। ইনি সৌবীররাজমহিষী ছিলেন। ইঁহার পতির মৃত্যুর পর সিন্ধুরাজ সৌবীর রাজ্য জয় করিয়া লইলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে মনুষ্যসাধ্য কার্য্যসাধনের চেষ্টা করিয়া পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন, এবং নানাপ্রকার উৎসাহজনক বাক্যদ্বারা পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে উত্তেজিত করেন। ইঁহার উদ্দীপনাময় জ্বলন্ত উপদেশবাক্যে উৎসাহিত হইয়া সঞ্জয় সৌবীররাজ্য পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন।

১৩৫ বিভাবসু—বিভাই বসু যার, (বহুব্রীহি)=সূর্য্য।

১৭২ বীভৎসু—(বধ্ + সন্ উ) অর্জ্জুনের একটি নাম। অর্জ্জুন নিজেই বলিয়াছেন—"আমি কদাপি বীভৎস কর্ম্ম করি নাই, এইহেতু লোকে আমাকে 'বীভৎসু' বলিয়া থাকে।"

৫৫ পৃঃ বৃদ্ধিনামক ঔষধ—অষ্টবর্গান্তর্গত ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধ মধুর, সুস্নিগ্ধ, তিক্ত ও শীতল। ইহাতে রুচি ও মেধা বর্দ্ধন করে এবং শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ ও কৃমি নাশ করে।

৭ বৃষ্ণিবংশাবতংস—বৃষ্ণিবংশের অলঙ্কারস্বরূপ। অবতংস—(অব + তন্স + অল্) কর্ণভূষণ ; শিরোভূষণ।

ভ

১০৮ পৃঃ ভার্গবকর্ম্মশালা—কুম্ভকারের শিল্পগৃহ।

১২৯ ভাস—স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ ; গৃধ্র ; কুক্কুট।

১ ভূতভাবন—বিষ্ণুর একটী নাম। ভূতের (জীবের) ভাবনা যাঁর (বহুব্রীহি) অথবা প্রাণিগণের সৃষ্টিকর্ত্তা (উপপদ)।

১৯০ ভূপতি যযাতি অভিমানপ্রযুক্ত—নহুষাত্মজ রাজা যযাতি স্বীয় পুণ্যবলে

স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। বহুকাল স্বর্গভোগ করার পরে, তিনি একদা ইন্দ্রালয়ে একত্র সমাসীন রাজর্ষি ও মহর্ষিগণের সমক্ষে মূঢ়ের ন্যায় দেব, ঋষি ও নরগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও তত্রস্থ সকলেই যযাতির গর্ব্বিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ধিক্কার দিলেন। যযাতি অবিলম্বে অভিমানপ্রযুক্ত ক্ষীণপুণ্য ও নিস্তেজ হইয়া স্বর্গচ্যুত হইলেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে স্বীয় দৌহিত্রগণের সন্নিধানে পতিত হইলেন। পবিত্রচিত্ত দৌহিত্রগণের সহবাসে রাজার মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল এবং তিনি অচিরাৎ দৌহিত্রগণের যজ্ঞদানাদিজনিত সুকৃতি-প্রভাবে পুনরায় স্বর্গে সংস্থাপিত হইলেন।

১৯৩ (তৃতীয় উপায়) ভেদনীতি—পরপক্ষ হইতে ভাঙ্গাইয়া আত্মপক্ষে আনয়নের নাম 'ভেদ'।

৪৫ পৃঃ ভোজরাজ-দুহিতা কুন্তী—যদুবংশীয় রাজা শূর, স্বীয় পিতৃষসার পুত্র রাজা কুন্তীভোজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "আমার প্রথম সন্তান তোমাকে প্রদান করিব।" তিনি তদনুসারে স্বীয় সর্ব্বাগ্রজাতা পৃথা নাম্নী কন্যাটি পুত্রহীন কুন্তী-ভোজকে প্রদান করেন। কুন্তীভোজের গৃহে শৈশবাবধি লালিত ও পালিত হওয়ায়, পৃথা কুন্তী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের জনক, বসুদেবের ভগিনী এবং পাণ্ডবদিগের জননী।

ম

১৩৩ মঞ্জুষা (মঞ্জুষা) পেঁট্‌রা।

৬৫ ময়দানবনির্ম্মিত অপূর্ব্ব সভাগৃহ—ময়দানব দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। খাণ্ডববনদাহ-কালে ইনি অর্জ্জুনের কৃপায় প্রচণ্ড অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। আসন্ন মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কৃতজ্ঞচিত্ত ময়াসুর অর্জ্জুনের প্রত্যুপকারপ্রার্থী হইলে, অর্জ্জুন কহিলেন, "তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহাহইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।" তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে এরূপ এক সভা নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন, যে মনুষ্যগণ কোনক্রমেই উহা অনুকরণ করিতে না পারে। ময়দানব তদনুসারে এই অপূর্ব্ব সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৬২ মহারথ—অসাধারণ যুদ্ধকুশল রথী। প্রমাণ যথা—

"একো দশসহস্রানি যোধয়েৎ যস্তু ধন্বিনাম। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ, স মহারথ উচ্যতে॥"

য

১৮৪ যদুপ্রবীর—যদুবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১১৫ যাম্য, সাম ও রৌদ্রমন্ত্র সকল—যাম্য—(যম + ষ্ণ্য) = যমসম্বন্ধীয়।

যাম্যমন্ত্র—যমোপাসনার মন্ত্র; যমের স্তোত্র।

সামমন্ত্র—সামবেদোক্ত মন্ত্র। ইহা গান করা হয়।

সো (পাপ ও বিরোধ) + নাশ করা অর্থে মন্ = সামন্; সামন্ + ক = সাম।

রৌদ্রমন্ত্র (রুদ্র + ষ্ণ = রৌদ্র, রুদ্রসম্বন্ধীয়) রুদ্রোপাসনার মন্ত্র।

৯৩ পৃঃ যিনি হুতাশনের প্রসাদনার্থ ইত্যাদি—কোন সময়ে শ্বেতকি নামে এক রাজা শতবর্ষব্যাপী এক দীর্ঘ সত্রের অনুষ্ঠান করেন। অগ্নিদেব অবিরত সেই যজ্ঞে আহুত ঘৃত দহন করিয়া গ্লানিযুক্ত ও তেজোহীন হইলেন। অগ্নিমান্দ্যনাশার্থ তিনি খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নানা বন্যজন্তু জলসেচন দ্বারা প্রজ্বলিত বহ্নি নির্ব্বাণ করিল। তখন হুতাশন কৃষ্ণার্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত ও নিবৃত্ত করিয়া এবং বন্য পশুপক্ষি-গণকে সংহার করিয়া খাণ্ডববন দাহনপূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন।

৩৭ যুগান্তানিলসংক্ষুব্ধ অম্ভোনিধি—প্রলয়কালের বায়ুদ্বারা আলোড়িত সমুদ্র।

৯৮ যুদ্ধদুর্ম্মদ—রণমত্ত।

র

১৯২ রাজনীতির অঙ্গভূত সাম ও দান—রাজনীতি = রাজসম্বন্ধিনী নীতি।

সাম = সন্ধি। দান—অর্থ দ্বারা বিপক্ষকে বশীভূত করা।

৬৫ রাজসূয় (রাজন্ + সূ ক্যপ্ ডে) রাজকর্ত্তব্য সামবেদবিহিত যজ্ঞবিশেষ। পুরাকালে রাজচক্রবর্ত্তী বলবীর্য্যশালী সম্রাট্‌গণ রাজ্যাভিষেককালে এই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিতেন। এই যজ্ঞকালে অধীনস্থ ভূম্যধিকারিগণ অধীনতা স্বীকার করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ও আয়োজনে নিযুক্ত হইতেন।

৩ পৃঃ রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ—অর্জ্জুনের পৌত্র রাজা পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়ার্থে বনমধ্যে প্রবেশ করেন এবং এক মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া এক মুনিকে দেখিতে পান। রাজা মুনিকে মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ধ্যানমগ্ন মৌনী মুনি নিরুত্তর রহিলেন। তদ্দর্শনে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা এক মৃতসর্প ঐ মুনির স্কন্ধদেশে নিক্ষেপ করিয়া রাজধানী প্রতিগমন করেন। মুনির পুত্র, মহাবীর্য্য ও কোপনস্বভাব শৃঙ্গী পিতার দুর্দ্দশার কথা শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া রাজাকে উদ্দেশ করিয়া অভিসম্পাত করিলেন, "সপ্তাহমধ্যে নাগরাজ তক্ষক তোমাকে দগ্ধ করিবে।" রাজা অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তক্ষক-দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় পিতৃবৈরী তক্ষককে সবংশে নিহত করিবার জন্য উক্ত সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বহু সর্পনাশের পর অবশেষে আস্তীকনামা একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণের অনুরোধে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন।

ল

৫৮ পৃঃ ললামভূতা—ভূষণ বা অলঙ্কার স্বরূপ ; শ্রেষ্ঠ।

১১৬ পৃঃ লোকপালসদৃশ—লোক=ভুবন। আটটী লোকপাল আট দিকে থাকিয়া ভুবন পালন করেন। ইহাদিগকে দিক্পালও বলে। পূর্ব্বদিকে বহ্নি, দক্ষিণ দিকে যম, নৈর্ঋতকোণে নির্ঋত, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মরুৎ, উত্তরে কুবের, ঈশানকোণে ঈশ,—এই আটটি দিক্পাল বা লোকপাল। "ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতি নির্ঋতি বরুণোনিলঃ। ধনদঃ শঙ্করশ্চৈব লোকপালা পুরাতনাঃ।" ইতি বহ্নিপুরাণম্।

শ

৫৭ শিলাপট্ট—শিলা=প্রস্তর ; পট্ট=সমতল।

৮ শুক্রাচার্য্যের শাপে জরাগ্রস্ত হইলেন—শুক্রাচার্য্য যযাতির সহিত স্বীয় কন্যা দেবযানীর বিবাহ দিয়াছিলেন। বৃষপর্ব্বা দৈত্যের কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরূপে দেবযানীর সহিত যযাতির গৃহে গমন করেন। শুক্রাচার্য্য জামাতাকে উপদেশ দেন, তিনি যেন শর্ম্মিষ্ঠাকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করেন। কিন্তু যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি অনুরক্ত হইয়া গোপনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন এবং

তাঁহার ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র জন্মে। কালক্রমে দেবযানী এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ক্রোধে ভর্ত্তৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পিত্রালয়ে গমন করেন এবং পিতার নিকট পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। শুক্রাচার্য্য জামাতার অশিষ্ট আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকালে জরাগ্রস্ত হইবার শাপ দেন।

১৪২ শ্বেতবাহন—শ্বেতবর্ণের বাহন যার (বহুব্রীহি) চন্দ্র, ইন্দ্র ও অর্জ্জুনকে বুঝায়; এস্থলে অর্জ্জুনার্থক।

স

২০৩ পৃঃ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—'সত্য যুগ' চারি যুগের প্রথম যুগ। 'সত্যপ্রধান' বলিয়া ইহার নাম সত্যযুগ হইয়াছে। 'ত্রেতা'—(ত্রি, ত্রিত্ব+ইত, প্রাপ্ত+আ) দ্বিতীয় যুগ। এই যুগে ধর্ম্ম ত্রিত্ব অর্থাৎ ত্রিগুণত্ব প্রাপ্ত হয়। ত্রিপাদ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলিয়াই ইহার নাম ত্রেতা হইয়া থাকিবে। 'দ্বাপর'—(দ্বি+পর, যাহা দুই যুগের পর) তৃতীয় যুগ। এই যুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদ মাত্র। 'কলি'—(কল্, গণনা করা+ই) চতুর্থ যুগ। এই যুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্র। লোকসকল কলির ন্যায় পাপী ও কদাচারী বলিয়া ইহার এই নামকরণ হইয়া থাকিবে।

১৭৪ সত্যসন্ধ—সত্যে সন্ধা যাহার (বহুব্রীহি)=সত্যপ্রতিজ্ঞ।

৯৭ সপ্তচ্ছদ—ছাতিম গাছ।

৪৩ সব্যসাচী—(সব্য+সচ+কর্ত্তৃবাচ্যে ণিন্) সব্য (বাম) হস্ত দ্বারা যে ব্যক্তি শর নিক্ষেপ করে। অর্জ্জুন উভয় হস্তেই শরনিক্ষেপ করিতে পারিতেন বলিয়া এই বিশেষ নাম পাইয়াছিলেন। অর্জ্জুনের দশ নাম যথা ঃ—

"অর্জ্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণু কিরীটী শ্বেতবাহনঃ।
বীভৎসু বিজয়ঃ কৃষ্ণ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ॥" (বিরাটপর্ব্ব)

১৩৪ সহস্ররশ্মি ও সহস্রলোচন—সূর্য্য ও ইন্দ্র।

সূর্য্যের অপর নাম—দিবাকর, বিভাবসু, ভানু, ভাস্কর, সবিতা, বিবস্বান্ ইত্যাদি।

ইন্দ্রের অপর নাম দেবরাজ, পুরন্দর, আখণ্ডল, বজ্রপাণি, শতক্রতু, পাকশাসন, বাসব, বৃত্রঘ্ন, মেঘবাহন ইত্যাদি।

২০৯ সাত্বত—(সাত্বৎ+ষ্ণ)=সাত্বৎদেশীয় লোক; এস্থানে সাত্যকি।

১৯৭ সান্দ্র—নিবিড়; ঘন; পুরু বা মোটা।

১১১ সার্ব্বভৌমপদে—সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বরের পদে। সর্ব্বভূমি+ ষ্ণ= সার্ব্বভৌম। সার্ব্বভৌমের পদে (ষষ্ঠিতৎপুরুষ)=সার্ব্বভৌমপদে।

১২৫ সূর্য্যদত্তস্থালী—পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত নির্ব্বাসিত হইলে, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারী দ্বিজগণের প্রতিপালনার্থ চিন্তাকুল হইলে, পুরোহিত ধৌম্য তাঁহাকে সূর্য্যদেবের শরণাপন্ন হইতে পরামর্শ দেন। যুধিষ্ঠির ধৌম্যের উপদেশানুসারে একাগ্রচিত্তে সবিতৃদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিবাকর ধর্ম্মরাজের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এক তাম্রনির্ম্মিত স্থালী প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "পাঞ্চালী অনাহারী হইয়া যাবৎ এই পাত্র রক্ষা করিবেন, তাবৎ পাকশালায় ফলমূল, শাকান্ন, আমিষ প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন অক্ষয় হইয়া থাকিবে।"

১২৩ পৃঃ সৌবীর—সিন্ধুনদের সন্নিহিত দেশ বিশেষ।

১১৮ পৃঃ স্নাতক—যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তনকালে যথাবিধি স্নানপূর্ব্বক আশ্রমান্তরে প্রবিষ্ট না হন, তাঁহারা 'স্নাতক' নামে কথিত হন।

১৮৫ স্পষ্টবক্তা কৃষ্ণ সমুচিত কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক—কৃষ্ণ দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, দুর্য্যোধন উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কৃষ্ণ কহিলেন, "লোকে হয় প্রীতিপূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে আমাকে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব?...... আপনি কোন দুরভিসন্ধি করিয়া আমাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অতএব আমি কখনই আপনার এই সকল ভক্ষ্যসামগ্রী ভোজন করিব না। কেবল বিদুরের ভবনে ভোজন করাই আমার শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে।"

৫২ সংশিতব্রত—ব্রতধারী।

হ

১০০ হিতচিকীর্ষু—হিতসাধনে ইচ্ছুক। চিকীর্ষু (কৃ+সন্ উ)

২০৮ হিতৈষণা=(হিত+ইষ্—ণিচ+অন্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্) হিতসাধনেচ্ছা।

The **Indian Mirror.** august 27, 1910—Under the title of "*Mahabharatiya Nitikatha*" or the moral lessons of the *Mahabharata*, Babu Rajendranath Kanjilal, B. L., has compiled the first part of an excellent moral text-book which we should like to see in the hands not only of our boys and girls, but also of all members of our households.........Judging from the first part before us, we are in high hopes that the whole work, when finished, will form a valuable contribution to the literature, bearing on the subject of moral education. In the present volume, the compiler has only travelled from the *Adi* to the *Udyoga Parvas* of the *Mahabharata* and culled good many instructive and inspiring lessons which may well be expected to have a chastening and wholesome influence upon the lives of those for whom they are intended......The style of the book is simple, chaste and dignified and fully adapted to the comprehension of the young learner. We draw the particular attention of the authorities of schools to this neat moral text-book, and we are sure, that if they turn over its pages, its usefulness for the nourishment of the moral ideas of the students will be self-evident.. ... We need hardly say that we shall be highly gratified to see the book patronised by all, having the good of our young at heart. We strongly recommend its use by our youth, so that a better race of men and women may spring up in our midst, leading lives of moral beauty and grandeur, than which nothing is more calculated to advance the true interests of the country.

The **Bengalee.** dated the 11th November, 1910—Babu Rajendranath, Kanjilal B. L, author of the *Mahabharatiya Nitikatha*, presents to us a copy of his work for notice. The book is in Bengali prose, divided into three chapters, besides a dissertation on the *Mahabharvta* itself, which is embodied in the preface. The publication contains lessons culled from the great

Sanskrit Epic, illustrating and emphasising various virtues that adorn human character. The book is calculated to be of much use to those for whom it is intended. In a nutshell, the book incorporates quite a quantity of gold treasured in the *Mahabharata.*

"I have gone through Baboo Rajendranath Kanjilal's *Mahabharatia Nitikatha.* The stories are well-chosen aud are written in a chaste and dignified style. The pieces breathe a high moral tone and will be interesting to those for whom it is intended."

CALCUTTA, *the 18th may, 1911.* } (Sd) Rasamoy Mitra *Head master, Hindu School.*

139, Cornwallis Street,

Calcutta, July 6, 1911.

"Dear Sir,

I am much obliged to you for having presented me with a copy of your book, "মহাভারতীয় নীতিকথা," part. 1. You have drawn upon the rich storehouse of the *Mahabharata* to bring into prominent relief some of the great moral virtues, such as tolerance, devotion, truthfulness, earnestness, courage, charity, &c. These are virtues which have to be builded into the character of our people, if they are to rise in the scale of nations. I think your book is well-fitted to be used as a moral text-book for Hindu boys in our schools and colleges. I hope it may be possible for you to bring out a second part, so as to complete what you have so well begun."

Yours truly,

(Sd) HIRENDRA NATH DUTTA

(*attorney-at-law, Calcutta High Court.*)

প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৭— * * * * * *
মহাভারত নীতিকথার আকর। রাষ্ট্র, সমাজ পরিবার প্রভৃতি সমস্তগত নীতি ইহার মধ্যে পুঞ্জিত আছে। গ্রন্থকার আদি হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত লইয়া প্রথম খণ্ড রচনা করিয়াছেন। উপাখ্যান সকলের মধ্য দিয়া সন্দর্ভাকারে নীতিকথা বিবৃত হইয়াছে। তরুণ পাঠক-পাঠিকার শিক্ষার সহায় হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বঙ্গবাসী, ১৭ই পৌষ, ১৩১৭— * * * * * *
বেশ সহজ সরল ভাষায় মহাভারতীয় চরিত্র-কথা বিশ্লেষণ হইয়াছে। সাধারণের সুপাঠ্য।

"মহাভারতের নীতিকথা" গ্রন্থখানি পাঠ করিলাম। মহাভারতে নীতিকথা খনিতে রত্নের ন্যায় নিহিত আছে। এ গুলির মধ্যে কতক-গুলি গ্রন্থকার উদ্ধার করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তিনি জনসমাজের মহা উপকার করিয়াছেন। এ গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বিশেষ পাঠ্য হইয়াছে। ইহাকে স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থগুলির অন্তর্গত দেখিলে সুখী হইব।"

(স্বাক্ষর) শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৮—৬—১১
(আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট)

"মহাভারতীয় নীতিকথা (প্রথম খণ্ড) পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। মহাভারত সাধারণ লোকের জন্য রচিত।

ইহার উপাখ্যান-অংশ মনোহর ও নীতিমূলক। জ্ঞানগর্ভ এরূপ গ্রন্থ পৃথিবীতে বিরল; অথচ ইহার অধিকাংশই সাধারণ লোকে সহজেই বুঝিতে পারে। শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল উপক্রমণিকায় মহাভারতের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সুন্দর বিবৃত করিয়াছেন এবং আদি হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত ভাল ভাল অংশগুলি সুন্দর বাঙ্গালায় নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

(স্বাক্ষর) শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
(ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ)

উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩১৮—মহাভারতীয় নীতিকথা, প্রথমখণ্ড। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, বি, এল প্রণীত। মূল্য ৸৹ আনা। প্রকাশক শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৩৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

আমরা আজকাল বিদেশ হইতে নীতিতত্ত্ব শিক্ষা করিতে যাই। কিন্তু আমাদের দেশীয় শাস্ত্রে যে উচ্চনীতির শত শত জীবন্ত উদাহরণ বিদ্যমান, তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি আদৌ আকৃষ্ট হয় না। রাজেন্দ্র বাবু ৺মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত মহাভারতের অনুবাদ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশের তদভাব কতকটা মোচন করিয়াছেন, নিঃসন্দেহ। ইহাতে মহাভারতের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য এবং ভরত-বংশ-বিবরণ ভিন্ন ভীষ্মের পিতৃভক্তি, অর্জ্জুনের একাগ্রতা ইত্যাদি দ্বাবিংশতিটি উচ্চ নৈতিকাদর্শ সন্নিবেশিত আছে। যাঁহাদের সুবিপুলকায় মহাভারত পাঠের সময় নাই, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন; আর অনেকেই মূলগ্রন্থপাঠে আকৃষ্ট হইবেন, আশা করা যায়। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল, বালকগণেরও

সুবোধ্য। আশা করি, এই পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকরূপে পরিগণিত হইবে। এখানি প্রথমভাগ, আমরা শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় ভাগ দেখিতে ইচ্ছা করি।

সুলভ সমাচার, ১লা ভাদ্র, ১৩১৮ সাল—

৺মহাত্মা কালীপ্রসন্ন-সিংহ কৃত মহাভারতের অনুবাদ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। এই পুস্তকে আদি হইতে উদ্যোগ পর্ব্ব পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র বাবুর সংগ্রহের প্রশংসা করিতে হয়। মহাভারতে যে সমস্ত নীতিকথা আছে, তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি উত্তম কাজ করিয়াছেন। পুস্তকখানি বালকদিগের হস্তে দিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বামাবোধিনী পত্রিকা—কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩১৮ সাল—

৺মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ-কৃত মহাভারতের অনুবাদ হইতে সার সঙ্কলন করিয়া লেখক নিজ সরল ও সুললিত ভাষায় পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে। সুবিপুল মহাভারত গ্রন্থ বালকবালিকাদিগের পাঠের অনুপযোগী। মহাভারত হইতে অনেকগুলি নীতিগর্ভ উপদেশ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা বালকবালিকাদিগের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য দেশবাসিমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমাদের বিশ্বাস যে, যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সফল হইবে। ইহা দ্বারা বালকবালিকাদিগের চিত্ত যেরূপ আকৃষ্ট হইবে, সেইরূপ তাহাদিগের চরিত্রগঠনেরও সহায়তা হইবে। পুস্তকখানি সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্য

পুস্তকের মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। সরলমতি বালকবালিকাগণ আমাদের ভবিষ্যৎ আশার স্থল, তাহাদিগের উপযোগী এইরূপ নীতিপূর্ণ পুস্তক নিতান্ত আবশ্যক। পুস্তকখানি প্রত্যেক বালক ও বালিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকা উচিত।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, এস্, সি, অ্যাড্ডি, ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্ ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় এবং ৩৮ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।